



সৃষ্টিপত্র



তারায় ঝলমলে জাতীয় অ্যাথলেটিকস

৮

৪৮তম জাতীয় অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে তারায় ঝলমল করে ঢাকার পল্টনের জাতীয় স্টেডিয়াম। এই আসরে সারাদেশের জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, শারীরিক শিক্ষা কলেজ, সামরিক, বেসামরিক ও অন্যান্য সংস্থার ৯টিসহ মোট ৪১টি সংস্থার ৪৪৫ জন অ্যাথলেট অংশ নিয়েছিলেন। এর মধ্যে পুরুষ অ্যাথলেট ৩৩৮ ও মহিলা ১০৭ জন। তিনদিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতা পুরুষ ও মহিলা দুটি গ্রুপে ৪০টি ইভেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে পুরুষদের ২২টি ইভেন্ট ও মহিলাদের ১৮টি ইভেন্ট ছিল। রেকর্ড হয়েছে ৬টি।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির শিরোপা	২
সম্পাদকীয়	৩
আমরা ক্রীড়ামোদী	৪
স্বপ্নের আসমান থেকে	৬
তারায় ঝলমলে জাতীয়	৮
বাবার নামের টুর্নামেন্টে	১৩
তারুণ্যের উৎসবের সফল	১৪
মাঠে গড়িয়েছেন নারী	১৬
এক সেঞ্চুরি, অনেক কীর্তি	১৮
শিরোপা-খরা ঘোচাতে পারবে	২০
নারী ফুটবলের সংকট অবসান	২২
আশরাফুলের নেতৃত্বে খেলবেন	২৪
একনজরে সরোয়ার	২৫
একুশে পদকে নতুন উচ্চতায়	২৬
চিত্রে তারুণ্যের উৎসব	২৮
দ্রুততম মানবের খেতাব ফিরে	৩০
পছন্দের মানুষের সঙ্গে বিয়ের	৩১
চিত্রে ৪৮তম জাতীয়	৩২
হার্ডলসে তিন দশকের রেকর্ড	৩৪

অলিম্পিকের মতো বড় গেমসে	৩৫
জিমন্যাস্টিক্সে কোয়ান্টাম	৩৬
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্নে	৩৮
ফুটবলের সাকিব আল হাসান	৩৯
রানী হামিদের উত্তরসূরি	৪০
জাতীয় রেকর্ডে জহির	৪১
বাস্কেটবলকে সাফল্যের পথে	৪২
সারা দেশে ফুটবল ছড়িয়ে	৪৪
শেষের পথে পঞ্চপাণ্ডব অধ্যায়	৪৬
অস্ট্রেলিয়ায় এসে আমার	৪৮
এ ছবি কার	৫১
বদলে যাওয়া নাসিম শেখ	৫২
কুইজমালা	৫৪
একুশের পদকের প্রেরণায়	৫৫
শব্দজট	৫৬
সবার আগে টেস্ট ক্রিকেটে	৫৭
হায়! জুবায়ের হোসেন	৫৮
ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা	৬০
বিরাত কোহলি	৬২
ক্রীড়াঙ্গনের তৃণমূলের	৬৪



একুশে পদকে

২৬

২০ ফেব্রুয়ারি দিনটি ছিল ক্রীড়াঙ্গনের জন্য অন্যরকম গৌরবের। ক্রীড়াঙ্গনকে গৌরবের মালায় গেঁথেছেন নারী ফুটবলাররা। গত বছর সাফজয়ী ২৩ নারী ফুটবলার একুশে পদক গ্রহণ করেছেন অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের হাত থেকে।



এক সেঞ্চুরি

১৮

দলের বিপর্যয়ে আস্থার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে যান তাওহিদ হুদয়। জাকের আলীকে সঙ্গে নিয়ে ভারতীয় বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের সামনে গড়ে তোলেন প্রতিরোধের দেওয়াল। ওয়ানডেতে ক্যারিয়ারসেরা ইনিংস খেলার পাশাপাশি ষষ্ঠ উইকেটে এই জুটি যোগ করেন রেকর্ড ১৫৪ রান।



ভারতের বিপক্ষে
৬ উইকেটে এবং
নিউজিল্যান্ডের
সঙ্গে ৫ উইকেটে-
টানা দুই পরাজয়ে
আইসিসি চ্যাম্পিয়নস
ট্রফি থেকে বিদায়
ঘটে বাংলাদেশের।
২০১৭ আসরের
সেমিফাইনালিস্টরা

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির শিরোপা এবার কার?

মো. মাহবুবুর রশিদ

এবার ফাইনালে খেলার স্বপ্ন নিয়ে শুরু করে ছিটকে যাওয়ার পথে একইসঙ্গে ‘মুখে করে’ নিয়ে যায় অন্যতম ফেবারিট পাকিস্তানকেও! সেই পাকিস্তান, যারা টুর্নামেন্টের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন এবং এবারের আয়োজকও। ক্রিকেটের চিরায়ত আনপ্রেডিক্টেবল দলটি আগেভাগে বাদ পড়ায় অনেকটাই রঙ হারালো এবারের আসর। কিন্তু মাঠে পারফর্ম করতে ব্যর্থ হলে কী আর করার থাকে। উদ্বোধনী ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ৬০ রানের হার দিয়ে শুরু করা পাকরা দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করে বসে ৬ উইকেটের ব্যবধানে। উপর্যুপরি হারে জেরবার পাকিস্তানের এমন করুণ পরিণতি মোটেও কাম্য ছিল না।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যকার ম্যাচটি ছিল যেমন শ্রেফ আনুষ্ঠানিকতার, তেমনি ভারত-নিউজিল্যান্ড দ্বৈরথও পরিণত হয় কেবলই নিয়মরক্ষার। কারণ, ওই দু’দলই ‘এ’ গ্রুপ থেকে পেয়ে যায় সেমিফাইনালের টিকিট। পাকিস্তানকে ৬০ রানে হারিয়ে মিশন শুরু করা ব্যাক ক্যাপসরা নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশকে পরাজিত করে ৫ উইকেটে। অন্যদিকে ভারতের জোড়া জয় ছিল বাংলাদেশের বিপক্ষে ৬ উইকেটে ও পাকিস্তানের সঙ্গেও ৬ উইকেটে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আগে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় সিরিজের (অন্য দলটি ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা) ফাইনালে স্বাগতিকদের হারিয়ে শিরোপা জেতা নিউজিল্যান্ড কভিশনের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত ঘটিয়ে ফেলতে পারে যে কোনো কিছুই।

এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত ‘বি’ গ্রুপের ৪ দলের কেবল একটি করে ম্যাচ খেলা শেষ হয়েছে বলে কোনো দলই যেমন বাদ পড়ে

যায়নি, তেমনি কোনো দলেরই শেষ চার নিশ্চিত হয়নি। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া এক ম্যাচ জিতে যেমন এগিয়েছিল, তেমনি ইংল্যান্ড ও আফগানিস্তান একটি করে ম্যাচে হেরে পিছিয়েছিল। এবারের অংশগ্রহণকারী ৮ দলের মধ্যে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও ইংল্যান্ড- এই তিন দলেরই কেবল চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে শিরোপা জয়ের কীর্তি নেই। অস্ট্রেলিয়া, ভারত, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা- এই পাঁচ দলেরই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। বাংলাদেশ আগেই ছিটকে গেছে, আফগানিস্তানও একই পথে; টুর্নামেন্টে নতুন চ্যাম্পিয়নের দেখা পেতে হলে শেষ হাসি হাসতে হবে ইংল্যান্ডকে। ক্রিকেট জনকদের অধরা স্বপ্নপূরণ করতে হলে কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে, বিশেষ করে ৩৫১ রানের বড় সংগ্রহ নিয়েও অজিদের কাছে হারার পর।

এই না হলে অস্ট্রেলিয়া! প্যাট কামিন্স, জস হাজেলউড, মার্কাস স্টয়নিস, মিচেল মার্শ ও মিশেল স্টার্ক- নিয়মিত একাদশের পাঁচ জন অপরিহার্য খেলোয়াড়কে ছাড়াই যেভাবে দাপট দেখিয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি শুরু করেছে অজিরা, তাতে করে দলটির তো তৃতীয় শিরোপা জেতার সম্ভাবনা অনেক বেশিই। লাহোরে বেন ডাকেটের ১৬৫ ও জো রুটের ৬৮ রানের ওপর ভর করে ইংল্যান্ড স্কোরবোর্ডে জমা করেছিল ৮ উইকেটে ৩৫১ রান যা টুর্নামেন্টের ইতিহাসে দলীয় সর্বাধিক রানের স্কোর। এর আগে সর্বোচ্চ ছিল ২০০৪ আসরে ওভালে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের ৪ উইকেটে ৩৪৭ রান। ওই ম্যাচে কিউই ব্যাটসম্যান নাথান অ্যাটল সর্বাধিক অপরাজিত ১৪৫ রানের ইনিংস খেলেছিলেন, যেটি এবার টপকে যান ইংল্যান্ডের বেন ডাকেট (১৬৫)।

যাহোক, পরে জস ইংলিশের সেঞ্চুরি (৮৬ বলে ১২০) এবং অ্যালেক্স কেরি (৬৩ বলে ৬৯) ও ম্যাথু শর্টের (৬৬ বলে ৬৩) হাফ সেঞ্চুরিতে ১৫ বল হাতে রেখেই ৫ উইকেটের ঐতিহাসিক এক জয় তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া যা টুর্নামেন্টে সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড। ইতিপূর্বে ২০১৭ আসরে ওভালে ভারতের ৩২১ রান চেজ করে ৭ উইকেটে জিতেছিল শ্রীলঙ্কা।

ভাঙাচোরা চেহারার অস্ট্রেলিয়া নামের ধারে ও ভারে কেটে দাপুটে শুরুর পর এখন যে কোনো দলের জন্যই হবে মাথাব্যথার কারণ। ২০২৩ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন অজিরা প্রথম দল হিসেবে তৃতীয় চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতে গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেনা বাভুমা টুর্নামেন্ট শুরুর আগে বলেছিলেন, বিশ্বকাপের চেয়ে কঠিন চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। আসলেই তাই। অন্তত ফরম্যাটের দিকে তাকালে কথাটিকে মিথ্যে বলা যাবে না। বিশ্বকাপে তবু একাধিক সুযোগ মিলে কিন্তু এখানে একবার খাদে পড়লে ফেরার পথ মোটামুটি রুদ্ধ। বাভুমার নেতৃত্বে প্রোটিয়ারা অবশ্য আফগানিস্তানের বিপক্ষে ১০৭ রানের বড় জয় দিয়েই আসর শুরু করেছে। বাংলাদেশের মতো আফগানরাও চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে শিরোপা জয়ের কথা বলেছিল জোরোসোরে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার ৬ উইকেটে করা ৩১৫ রানের জবাবে ২০৮ রানে গুটিয়ে গিয়ে একতরফা হারের যন্ত্রণায় দম্ব হতে হয়েছে আফগানিস্তানকে। এখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেমিতে উঠা কেবল কঠিন নয়, প্রায় অসম্ভবও।

তাহলে কার হাতে উঠবে এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির শিরোপা? উপমহাদেশে থাকবে তো ট্রফি? উত্তর মিলবে ৯ মার্চ গ্র্যান্ড ফাইনালের পর।



বাংলাদেশ-নেপাল পাঁচ ম্যাচের কাবাডি সিরিজের প্রথম ম্যাচের ‘ম্যান অব দ্য ম্যাচ’র পুরস্কার দিচ্ছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোখলেস উর রহমান। উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকসুদ জাহেদী এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম, এনডিসি

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

এবং

চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

সম্পাদক

মাহমুদ হোসেন খান দুলাল

প্রোডাকশন ম্যানেজার

মো. মোশারফ হোসেন

উপ-সহকারী সম্পাদক

মো. মাহমুদুল হাসান খান ফাহাদ

রিপোর্টার

মোহাম্মদ আবদুল অদুদ চৌধুরী তুহিন

এটিএম শরিফুল ইসলাম রুবেল

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

মুহাম্মদ শাহ জামাল

মো. ফরিদুল ইসলাম

সিনেমা প্রজেকশনিষ্ট

বিকাশ তনচংগ্যা

প্রফ রিডার

মো. সাজ্জাদ হোসেন সবুজ

গ্রাফিক্স ডিজাইন

আবির মাহমুদ

সম্পাদকীয়

অ্যাথলেটিকস নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে



খেলাধুলায় গতিটাই কিন্তু মুখ্য। এই খেলাধুলা। আর খেলাধুলার প্রধান এ কারণেই অ্যাথলেটিকসকে অব অল স্পোর্টস' হিসেবে। হচ্ছে দৌড়ানো, লাফানো ও সঙ্গে তার সামঞ্জস্য রয়েছে। যায়, মানুষের শারীরবৃত্তীয় থেকে এর

হলেও প্রায় প্রতিটি মানুষের কর্মচঞ্চল দৈনন্দিন জীবনকে সহজাতভাবেই যা আন্দোলিত করে, তার পরিপূরক হিসেবে অভিহিত করা যায় অ্যাথলেটিকসকে। সব ধরনের খেলারই মূল ভিত্তি হচ্ছে অ্যাথলেটিকস। যে মূল বিষয়গুলো নিয়ে অ্যাথলেটিকস, তার নির্ধারিত নিয়ে আবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন রকম খেলা। যেকোনো খেলোয়াড়কেই কোনো না কোনোভাবে অ্যাথলেটিকসে দীক্ষা নিতে হয়। অলিম্পিক গেমসের প্রধানতম আকর্ষণ হচ্ছে অ্যাথলেটিকস। এর আলাদা গুরুত্ব ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। অ্যাথলেটিকসে সাফল্য পাওয়া দেশগুলোই মূলত ক্রীড়াঙ্গনে শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ে আসছে।

অলিম্পিক গেমসে পদক পাওয়া যেকোনো ক্রীড়াবিদ তো বটেই, দেশের জন্য অত্যন্ত গৌরব ও সম্মানের। অলিম্পিক তো সুদূরের স্বপ্ন, এশিয়ান গেমসের অ্যাথলেটিকসে বাংলাদেশ কখনো কোনো পদক জিততে পারেনি। দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থানও আশাব্যঞ্জক নয়। ২০১৯ সালে নেপালের কাঠমান্ডুতে সর্বশেষ সাউথ এশিয়ান (এসএ) গেমসে অ্যাথলেটিকসে বাংলাদেশের অর্জন একটি রৌপ্য ও তিনটি ব্রোঞ্জ। তার আগের এসএ গেমসে ২০১৬ সালে ভারতের গৌহাটি এসএ গেমসে অ্যাথলেটিকসে পদক এসেছে দুটি ব্রোঞ্জ। এই দুর্বলতা সহসা কাটিয়ে উঠা যাবে, এমনটা দৃশ্যমান হচ্ছে না। এবারের ৪৮তম জাতীয় অ্যাথলেটিকস খুব একটা আশাবাদী করতে পারেনি। অ্যাথলেটিকসের প্রধান আকর্ষণ ১০০ মিটার ইভেন্ট। যেকোনো আসরে দ্রুতগতির মানব বা মানবী হওয়া মোটেও সহজ নয়। এটি হতে পারা অত্যন্ত গর্ব ও মর্যাদার। স্বল্পতম দূরত্বের এই দৌড় প্রতিযোগিতায় দীর্ঘদিন কারও পক্ষে আধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব হয় না। বরাবরই দেখা যায় নতুন মুখের জয়জয়কার। কিন্তু ব্যতিক্রম বাংলাদেশ। এবারের জাতীয় আসরে ১৬তম বার দ্রুততম মানবী হয়েছেন শিরিন আক্তার। তার আগে ১৭ বার দ্রুততম মানবী হয়ে রেকর্ড গড়েন নাজমুন নাহার বিউটি। এই কৃতিত্ব ব্যক্তিগতভাবে সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হলেও দেশের জন্য তা ভালো কিছুই ইঙ্গিত দেয় না। পুরুষদের ইভেন্টেও খুব একটা আশাজাগানিয়া নয়। তিন বছর পর পঞ্চমবার দ্রুততম মানব হয়েছেন মোহাম্মদ ইসমাইল। এর আগে টানা চারবার এই কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। মাঝে টানা তিনবার দ্রুততম মানব হন ইংল্যান্ড প্রবাসী ইমরানুর রহমান। তিনি এবার অংশ না নেওয়ায় হারানো রাজত্ব অনায়াসেই ফিরে পেয়েছেন ইসমাইল। এ থেকে বাংলাদেশের অ্যাথলেটিকসের হালহকিকত বুঝতে অসুবিধা হয় না। অন্যান্য ইভেন্টের মানও আশাজাগানিয়া নয়। বিদ্যমান পারফরম্যান্স নিয়ে এসএ গেমসে ভালো কিছু করা যাবে বলে মনে হয় না। অ্যাথলেটিকসে ভালো করতে হলে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। পাল্টাতে হবে অ্যাথলেটিকসের খোলনলচে। সে লক্ষ্যে দূরদর্শী ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া গতন্তর নেই। বিষয়টি নিশ্চয়ই গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখবে বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশন।

সম্পাদকীয় কার্যালয়

৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পক্ষে সচিব কর্তৃক ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।

সম্পাদক কর্তৃক দি গুডলাক প্রিন্টার্স, ১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

রেজিস্ট্র নং ডিএ-৪২২। ফোন : ৪১০৫০৫৩৭। ফ্যাক্স : ৪১০৫০৫৫৭।

e-mail : krirajagat@gmail.com এবং krirajagat@yahoo.com

বর্তমান প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন



বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন বর্তমানে অনেক পরিবর্তন ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সংখ্যা এবং শীর্ষস্থানীয় ক্রীড়াবিদদের খ্যাতি দিন দিন বাড়ছে, তবে ক্রীড়াঙ্গনের উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্য অর্জন এখনও নানা দিক থেকে অনেকটাই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো:

১. ক্রিকেট : বাংলাদেশে ক্রিকেট অন্যতম একটি জনপ্রিয় খেলা। দেশের ক্রিকেটের উন্নতি সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখযোগ্য হলেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্য অর্জন করা এখনও কিছুটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দল ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে শক্তিশালী দল হলেও টেস্ট ক্রিকেটে অগ্রগতি কিছুটা কম। দলের কোচিং স্টাফ এবং ক্রিকেট বোর্ডের নতুন উদ্যোগে, সাম্প্রতিক সময়ে কিছু উন্নতি লক্ষণীয়, তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিয়মিত জয় এবং ধারাবাহিকতা ধরে রাখা বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

২. ফুটবল : ফুটবল বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় খেলা, কিন্তু আন্তর্জাতিক ফুটবলে বাংলাদেশের অর্জন তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) এবং দেশের ফুটবল দল কিছুটা অগ্রগতি করেছে, তবে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল উন্নতির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পৃষ্ঠপোষকতা এবং বিনিয়োগের প্রয়োজন। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) সাম্প্রতিক সময়ে অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, কিন্তু দেশের ফুটবলকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরতে আরও অনেক কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটানো প্রয়োজন। আমরা আশাবাদী বাংলার মাটিতে ফুটবল তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে।

৩. হকি : বাংলাদেশের হকি দলের সাফল্য একসময় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উচ্চমানের ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে নানা রাজনৈতিক জটিলতার কারণে সমস্যা পড়তে হয়েছে। বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন এবং বর্তমান সরকারের উদ্যোগে কিছু উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে, তবে হকি খেলোয়াড়দের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বড় মঞ্চে অংশগ্রহণ এবং সুযোগের অভাব রয়েছে এখনো। আমরা আশাবাদী হকি খেলাও একদিন তার হারানো জৌলুস ফিরে পাবে।

৪. অলিম্পিক ও অন্যান্য খেলা : বাংলাদেশের অলিম্পিক কমিটি কিছু ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করলেও দেশে অলিম্পিক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতির প্রয়োজন। জাতীয় ক্রীড়া নীতির সঠিক বাস্তবায়ন এবং তরুণ ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষণ প্রদানে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

৫. সরকারি ও বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা : ক্রীড়াঙ্গনের উন্নতির জন্য সরকার ও বেসরকারি খাতের পৃষ্ঠপোষকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে বাংলাদেশের ক্রীড়া ক্ষেত্র এখনও সম্পূর্ণভাবে অর্থায়ন এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বিকশিত হতে পারেনি। ক্রিকেট এবং ফুটবল ছাড়া অন্যান্য খেলার জন্য পৃষ্ঠপোষকতা কম এবং প্রয়োজনীয় সাপোর্ট সিস্টেমের অভাব রয়েছে।

৬. ক্রীড়াবিদদের প্রস্তুতি ও সুযোগ : বাংলাদেশে ক্রীড়াবিদদের জন্য সঠিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অভাব এবং পেশাদার ক্রীড়াবিদদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগের অভাব রয়েছে। একদিকে যেখানে বিদেশে ক্রীড়াবিদদের উন্নতির জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ সেন্টার ও সুযোগ রয়েছে, সেখানে বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদদের জন্য সুযোগ এবং উন্নয়ন সীমিত। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে অনেক পসিবিলিটিও রয়েছে, তবে তার জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী ক্রীড়ানীতি, যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা এবং কার্যকর পরিকল্পনা। শুধু ক্রিকেট বা ফুটবল নয়, অন্যান্য খেলার ক্ষেত্রেও ক্রীড়াবিদদের দক্ষতা ও উন্নতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ প্রয়োজন।

রাশেদ আহমেদ , গুলশান, ঢাকা-১২১২।

সেরা চিঠি লেখককে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ট্রস চেক/বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ মার্চ ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। - সম্পাদক

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বাংলাদেশ

বাংলাদেশের যেকোনো খেলাধুলার তুলনায় ক্রিকেটে সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জিম্বাবুয়ে, কেনিয়া, বর্তমানে অর্থনৈতিক, দলীয় দুর্বল অবকাঠামোর জন্য ক্রিকেটে সেই আগের অবস্থানে নেই। দেশ সেরা ভারোত্তোলক মাঝিয়া দুঃখ করে বলেছিলেন আমরা একজন বিদেশি প্রশিক্ষক পেলাম না। বাংলাদেশকে প্রশিক্ষণ দেওয়া জনৈক বিদেশি কোচ স্টুয়ার্ট লু এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট দলের প্রশিক্ষক। বাংলাদেশের খেলা দেখে আক্ষেপ করে বলেছিলেন- ‘আমাদের যেভাবে অগ্রসর হওয়ার কথা ছিল, ভালো করার কথা ছিল, সেভাবে আমরা অগ্রসর হতে পারিনি।’

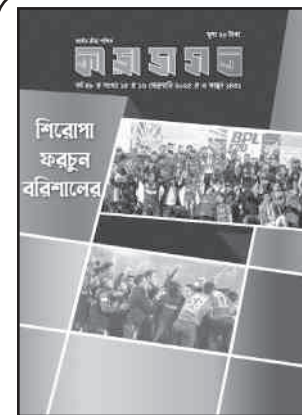


বিশ্বের কুখ্যাত বডি লাইন সিরিজ প্রতিপক্ষকে আটকে দিয়েছিল ইংল্যান্ড। এ রকম হটকারিতা আর কখনো হবে না। এই আইন করে আইসিসি। বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাহমুদ সুজন দল নিয়ে পাকিস্তান সিরিজে যান। পাকিস্তানের দলনায়ক সলচাতুরি করে টেস্ট ম্যাচ জিতান। পরে অনেক সমালোচনা হয়। রাগে-ক্ষোভে পাকিস্তানের দলনায়ক খেলাই ছেড়ে দেন। অন্যদিকে আমাদের দলনায়ক সুজন আরও অনেক বছর সুনামের সঙ্গে খেলে যান। আমাদের এখন পর্যন্ত কোনো খেলোয়াড় কোনো দল এ রকম অভিযোগ করতে পারবে না। কোনো বিদেশি খেলোয়াড়কে নাগরিকত্ব দিয়ে জাতীয় দলে খেলানো হয়নি। আমাদের নিজস্ব খেলোয়াড় দিয়ে এসিসি ট্রফি-আইসিসি ট্রফি জয় করে আজকে আমরা এ পর্যন্ত এসেছি। বিশ্বের যেকোনো দলকে

যেকোনো সময় হারানোর ক্ষমতা রাখে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। তাড়াহুড়া করে চার ছয় না মেরে সিঙ্গেল রান নিয়ে উইকেটের টিকে থাকার লক্ষ্য নিয়ে আসন্ন চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে জাতীয় ক্রিকেট দল ভালো কিছু করুক এই প্রত্যাশায়।

মো. জাকির উল্লাহ পাতা

সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াঙ্গন পাঠক ফোরাম, ঢাকা জেলা।



১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সংখ্যার প্রচ্ছদ



প্রসঙ্গ বিপিএল ২০২৫ নিয়ে

দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল এবারের ২০২৫-এর বিপিএল টুর্নামেন্টটি। চমৎকার, সুন্দর এবং নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে শেষ হলো ১১তম টুর্নামেন্টটি। প্রতিটি ম্যাচই ধরতে গেলে খুবই জমজমাট হয়েছে এবারের আসরে। চট্টগ্রাম কিংসকে কেউ ফেব্রুয়ারির তালিকায় না রাখা সত্ত্বেও তারা নাটকীয়ভাবে ফাইনালে উঠে এবং অত্যন্ত ফাইট করে ১৯৪ রানের মতো টার্গেট দিয়ে ও ফাইনাল ম্যাচটি জিততে ব্যর্থ হলো এবারও। দুইবার ফাইনাল খেলেও কাপটি অধরাই রয়ে গেল চট্টগ্রাম কিংসের। এবারের ফাইনাল ম্যাচটি খুবই জমজমাট এবং হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছিল, তবে শেষ পর্যন্ত বরিশাল কিংস জিতে গিয়েছিল এই টুর্নামেন্টটি। আসলে দিনশেষে ক্রিকেটেরই জয় হয়েছে, এটা স্পষ্ট বলা যায়। তবে টুর্নামেন্ট শেষে তামিমের একটা শেষ ম্যাসেজ শুনলাম, যেটাতে সে বলল, আমরা পাবলিকেরা কেউ কেউ তামিমের ফ্যান, কেউ কেউ সাকিবের ফ্যান আবার কেউ কেউ মার্শারফির ফ্যান। কিন্তু দিন শেষে বলা যায় আমরা সবাই বাংলাদেশি। তার এ কথাটার যথার্থ আছে বলে আমি মনে করি। আসলে সবারই আলাদা আলাদা যে কেউ ফ্যান থাকতে পারে, তাই বলে বিভিন্ন সময় ঝগড়া করে লাভ নেই। দিন শেষে দেখা যায় সত্যি সত্যিই আমরা বাংলাদেশি। তাই কারও প্রতি কেউ হিংসা করে লাভ নেই, সবাই আমরা ভাই ভাই। বিসিবিকে ধন্যবাদ জানাই, কঠোর নিরাপত্তার দিয়ে টুর্নামেন্টটি সম্পন্ন করতে পেরেছে। এখন আমাদের খেলোয়াড়েরা এই বিপিএল টুর্নামেন্টটি থেকে কিছুটা অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সামনে অগ্রসর হতে পারলেই হয়। বিশেষ করে সামনের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচগুলোতে বাংলাদেশ দল যেন শক্ত এক প্রতিপক্ষ হিসেবে বিশ্ব ক্রিকেটে ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে। সে জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ রইল এবং দোয়া রইল।



মোহাম্মদ রাসেদুল আলম, কালাম উল্লাহ বাড়ী। আলম মঞ্জিল। আমতলী। ফটিকছড়ি। চট্টগ্রাম ৪৩৫২। মোবাইল নং-০১৮১৫৩৯৪০৫১।

রোমাঞ্চ ছড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশাল

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ক্রিকেটে ইতিহাস গড়ল ফরচুন বরিশাল। তারা টানা দ্বিতীয়বার বিপিএল শিরোপা জিতল এবং অধিনায়ক তামিম ইকবালও তাঁর নেতৃত্বে দলকে শিরোপা এনে দিলেন টানা দ্বিতীয়বার। ২০২৫-এর বিপিএলে, ফরচুন বরিশালের অসাধারণ পারফরম্যান্স এবং তামিম ইকবালের নেতৃত্ব আরও একবার প্রমাণ করল যে তিনি একজন দক্ষ এবং অভিজ্ঞ নেতা।

পেশাদার ক্রিকেটে তামিম ইকবালের অভিজ্ঞতা বহু পুরোনো। একাধিক দলের অধিনায়কত্বে সফলতার পর তিনি ফরচুন বরিশালে যোগ দিয়ে দলের জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। গত বিপিএলে তাদের শিরোপা জয় ছিল তামিমের নেতৃত্বের বিশেষ এক সাফল্য এবং এবারও তিনি দলের পারফরম্যান্সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

এবারের বিপিএলে ফরচুন বরিশাল শক্তিশালী দল হিসেবে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। তাদের সেরা পারফরম্যান্স এবং সমন্বিত খেলার কারণে শিরোপার রাজত্ব তাদের কাছে সহজ হয়ে ওঠে। একদিকে, তামিম ইকবাল দলের ব্যাটিং অর্ডারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন, অন্যদিকে দলের বোলাররা দারুণ কিছু স্পেলের মাধ্যমে প্রতিপক্ষদের চাপে রাখেন।

ফাইনাল ম্যাচে ফরচুন বরিশাল তাদের বিপক্ষ দল চট্টগ্রাম কিংসের দেওয়া চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। শেষ পর্যন্ত তারা ম্যাচটি নির্ধারিত ওভারের ৩ বল বাকি থাকতে ম্যাচটি জিতে শিরোপা নিজেদের করে নেয়। তামিম ইকবালের নেতৃত্বের পাশাপাশি অন্যান্য খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সও ছিল নজরকাড়া। বিশেষ করে তাঁর ব্যাটিং দক্ষতা এবং মাঠের মধ্যে তার শৃঙ্খলা দলকে জয় এনে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তামিম ইকবাল এবং ফরচুন বরিশালের জন্য ভবিষ্যতে একসঙ্গে আরও সাফল্য এনে দেবে এমনটাই প্রত্যাশা বরিশালের সমর্থকদের।

তাদের ধারাবাহিক সাফল্য এবং দলগত খেলার মান উন্নতি তাদের আরও বিপিএল শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে দেয়। বিশেষ করে, তামিমের নেতৃত্বের স্টাইল এবং মাঠের অভিজ্ঞতা তাঁকে একজন আদর্শ অধিনায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ফরচুন বরিশাল দলটি তাঁর অধীনে আগামী বছরগুলোয় আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

ফরচুন বরিশালের টানা দ্বিতীয় বিপিএল শিরোপা জয় এবং তামিম ইকবালের অধিনায়কত্বের সফলতা বাংলাদেশের ক্রিকেটে একটি নতুন অধ্যায় সূচিত করেছে। ক্রিকেট ভক্তদের কাছে এটি একটি স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে থাকবে, এবং তামিম ইকবাল বাংলাদেশের ক্রিকেটের অন্যতম সেরা নেতা হিসেবে ইতিহাসে স্থান পাবে।

রাসেদ আহমেদ, গুলশান, ঢাকা-১২১২

ক্রীড়াঙ্গত'কে ধন্যবাদ জানাই

এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলাদেশের সেরা ম্যাগাজিনের নাম হলো পাক্ষিক 'ক্রীড়াঙ্গত'। কেননা এটি ১৯৭৭ সাল থেকে একটানা বাজারে নিয়মিতভাবে বের হয়ে আসছে। পত্রিকাটি প্রতি মাসের ১ ও ১৬ তারিখে বাজারজাত করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ক্রীড়াঙ্গত কতৃপক্ষকে। আর সুন্দর প্রচ্ছদের জন্য 'ক্রীড়াঙ্গত' পত্রিকার আকর্ষণীয় লাগে। পাঠকদেরও বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিভিন্ন বড় বড় কোনো টুর্নামেন্টে আসলে দেখা যায় পত্রিকাটিকে দারুণভাবে সাজতে, যার জন্য আমার মতো পাঠকরা ও ক্রীড়াঙ্গতের প্রেমে পড়তে বাধ্য হয়। সবকিছু মিলিয়ে অসাধারণ একটা প্রকাশনার নাম 'ক্রীড়াঙ্গত'। তাই আমাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকুক এই প্রাণপ্রিয় ম্যাগাজিনটি অনন্তকাল ধরে, সেটা কামনা করি সবসময়ই।

হুজায়ফাহ আলম

পূর্ব নাসিরাবাদ, টেক্সটাইল, বায়জিদ, চট্টগ্রাম।

বিপিএল থেকে কী শিখলেন আমাদের ক্রিকেটাররা

কিছুদিন আগে শেষ হলো বিপিএল-এর একাদশতম আসর। প্রায় প্রতিটি বছর এটি টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাইরের থেকেও খেলোয়াড়দের আনা হয় অনেক টাকা খরচ করে। এখন কথা হলো, এই ঘরোয়া লিগ থেকে আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের কতটুকু অগ্রগতি হচ্ছে এবং বিশেষ করে কতটুকু টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে এগিয়ে যেতে পারছে, সেটাই আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত যেমন আইপিএল আয়োজন করে তারা টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে বিশ্বে বেশ সুনাম অর্জন করতে পারছে বিভিন্ন সিরিজে এবং টুর্নামেন্টে। ঠিক তেমনি হিসাব করলে আমাদের কী লাভ হচ্ছে, সেটাই ভাবার দরকার বলে মনে করি সংশ্লিষ্টদের। কেননা, এত বড় একটা ঘরোয়া লিগে হাজার হাজার টাকা খরচ করে যেখানে আমাদের ক্রিকেটের বেশ লাভবান হওয়ার কথা, সেখানে কতটুকু লাভ হচ্ছে, সেটাই ভাবার দরকার এখন। কমছে কম আমাদের টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটটিতে হলে জাতীয় দল ভালো করার দরকার। আরেকটা

কথা বলতে হচ্ছে, সেটা হলো, আমাদের অনেক খেলোয়াড়কে দেখা যায় যে, জাতীয় দলে তেমন ভালো পারফরম্যান্স করতে না পারলেও এই বিপিএলে এসে খুবই ভালো পারফরম্যান্স করে দেখাতে সক্ষম হচ্ছে। কিন্তু জাতীয় দলে খেলতে গেলে তারা নিশ্চয় হয়ে থাকে। এমনটি কেন হয়ে থাকে তা-ও খতিয়ে দেখার দরকার ক্রিকেটের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্টদের। খেলোয়াড়েরা যদি এই বিপিএল খেলে কোন অভিজ্ঞতা বা ভালো পারফরম্যান্স করে দেখাতে না পারে জাতীয় দলে, তাহলে এই বিপিএলে ভালো পারফরম্যান্স বা উজ্জ্বল পারফরম্যান্স করে লাভ কী? তাই এই বিপিএলের মতো আসরটিকে কাজে লাগিয়ে সামনে জাতীয় দলে ভালো কিছু করার দরকার বলে মনে করি আমাদের খেলোয়াড়দের। তাহলে হয়তোবা বিপিএল খেলে সার্থক হবে এবং এটি আয়োজন করে সারা বছর সফল হবেন বিসিবি।

সামিয়া মাহমুদ (সামু), জরিয়া বারুজ টাওয়ার, বাড়ী নং ৫৬-এ, টেক্সটাইল, বায়জিদ, চট্টগ্রাম ৪২০৯। মোবাইল নং-০১৮১৫৩৯৪০৫১



প্রথম দুই ম্যাচে শোচনীয় পরাজয়ে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়ে যায় বাংলাদেশের



আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে খেলতে গিয়েছিল বাংলাদেশ। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ও প্রধান কোচ ফিল সিমন্সের মুখে ছিল শিরোপা জয়ের প্রত্যয়ের সুর। সেসব যে

শ্রেফ কথার কথার আর ‘আঘাতে গল্প’ ছিল তা অনুমান করা যাচ্ছিল তখনই। মুখে কথার তুবড়ি ছুটিয়ে স্বপ্নের আকাশে উড়তে থাকা বাংলাদেশ মাঠে ব্যাট-বলের লড়াইয়ে নেমে ধপাস করে পতিত হয় বাস্তবতার কঠিন জমিনে! ফলে এক নিমিষেই চূপসে যায় আশার রঙিন ফানুস। ভারত ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টানা দুই শোচনীয় পরাজয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে শেষ ম্যাচটিকে আনুষ্ঠানিকতা বানিয়ে নাজমুল হোসেন শান্তর দলের বিদায় নিশ্চিত হয়ে যায় আগেভাগেই। বরাবরের মতো ব্যাটিং ব্যর্থতায় তুরান্বিত হয়েছে বাংলাদেশের হার। বোলার ও ফিল্ডাররাও আহামরি কিছু করতে পারেননি। রোহিত শর্মা বাহিনীর কাছে ৬ উইকেটে হারের পর ব্র্যাক ক্যাপসদের বিপক্ষে ৫ উইকেটের পরাজয়ের পথে ন্যূনতম প্রতিরোধ গড়তে ব্যর্থ হয়েছে টাইগাররা। প্রতিপক্ষ হেসেখেলেই জয়ের আনন্দ নিয়ে মাঠ ছেড়েছে। ব্যাটে-বলে অসহায় আত্মসমর্পণের করণ গল্পের প্রদর্শনীতে উভয় ম্যাচে জয়ের সামান্যতম সম্ভাবনা পর্যন্ত জাগাতে পারেনি লাল-সবুজ বাহিনী। এ যেন দুই দশক আগের সেই বাংলাদেশ, যারা ম্যাচের পর ম্যাচ খেলত ‘সম্মানজনক হারের’ জন্য! আইসিসির বড় আসরে বিজয় নয়, অংশগ্রহণই বড় ছিল যে দলের কাছে! আর খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের মাঝেই খোঁজা হতো প্রাপ্তির অনুসঙ্গ। এই এত বছর পরিয়ে আসার পরেও তো দৃশ্যটপ খুব একটা বদলায়নি। মাঝেমধ্যে টুকটাক চমক একপাশে সরিয়ে রাখলে বাংলাদেশের ক্রিকেট সত্যিকার

স্বপ্নের আমমান থেকে বাস্তবতার জমিনে

মো. মাহবুবুর রশিদ

অর্থে সামনের দিকে হাঁটছে নাকি পেছনের দিকে ছুটছে, এমন অগ্রিয় প্রশ্নটা উঠল আরও একবার। যে প্রশ্নের জবাব হয়তো নেই কারও কাছেই। পাকিস্তানের বিপক্ষে শেষ ম্যাচের ফল যা-ই হোক না কেন, বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি মিশন যে চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো তাতে কী কোনো সন্দেহের অবকাশ আছে? আট বছর আগে নাটকীয়তা আর সমীকরণের ফাঁকতালে সেমিফাইনালে উঠার সুখস্মৃতি রোমন্থন করেই বোধহয় কাটিয়ে দিতে হবে আরও কয়েক বছর! কথায় বলে, সকাল নাকি দিনের পূর্বাভাস দেয়। ওয়ানডে ক্রিকেটে দুঃসময়ের বাতাবরণে থাকা বাংলাদেশ মূল আসরে নামার আগে দুবাইয়ে প্রস্তুতি ম্যাচে পাকিস্তান শাহীনসের বিপক্ষে ৩৮.২ ওভারে মাত্র ২০২ রানে অলআউট হয়ে ৭ উইকেটে বিধ্বস্ত হওয়ার মাধ্যমেই নিজেদের পায়ের নিচের মাটির অবস্থা জানান দিয়েছিল। টি-টোয়েন্টি আর ওয়ানডে ফরম্যাট এক নয়, যদিও দুটোই সাদা বলের খেলা। তারপরও বিপিএল খেলার উত্ত্বঙ্গ আত্মবিশ্বাস নিয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির প্রথম দুই ম্যাচে রান প্রসবা উইকেটে যেভাবে ডটবলের পসরা সাজিয়ে ধুকতে ধুকতে সোয়া দুই শ’র একটু বেশি রান করেছে বাংলাদেশ, এখনকার দিনে এমন মামুলি স্কোর নিয়ে আর যাই হোক অন্তত ওয়ানডে জেতার আশা করা যায় না। টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ার পর নিয়মরক্ষার ম্যাচে যদি এমনকি সাড়ে তিন শ’ও করে ফেলে কোনো দল, তারপরও সেটা মূল্যহীন। বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইনআপের এখন এমন দশা যে, টপ অর্ডার রান পেলে মিডল ও লোয়ার অর্ডার ফ্লপ যায়, আবার টপ অর্ডার হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লে পরে কেউ না কেউ দাঁড়িয়ে গিয়ে স্কোরটা ভদ্র পথ দিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। মূল বিষয় একটাই- জয়টা মুখ্য নয়, সম্মানজনক কিছু করার হাস্যকার প্রচেষ্টা! একটা

দলের মানসিকতা যখন এমন হয় এবং কোনো রকম দায়িত্বশীলতার বালাই থাকে না, তখন সেখানে সিনিয়র ও অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যানদের মধ্যে কে একাদশে থাকলেন আর কে থাকলেন না তাতে আসলে কিছুই যায় আসে না। প্রস্তুতিতে চোটে পড়ায় ভারতের বিপক্ষে খেলতে না পারা মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দলে ফিরে আউট হয়ে যান ৪ রান করে। তাঁর ভায়রা ভাই আরেক ‘পাণ্ডব’ মুশফিকুর রহিম ভারতের বিপক্ষে ‘গোল্ডেন ডাক’ মারার পর কিউইদের সঙ্গে করেছেন ২ রান! এত লম্বা সময় জাতীয় দলে খেলার অভিজ্ঞতায় হৃদয় দু’জন ক্যারিয়ারের প্রান্তসীমায় এসে যখন ব্যাট হাতে এতটা হতাশা উপহার দেন, তখন ওই দলের ব্যাটিংয়ের অবস্থা কেমন হতে পারে অনুমান করা যায় সহজেই। ওদিকে বোলিংয়ে ‘অটোমেটিক চয়েস’ কোটায় খেলে যাওয়া মোস্তাফিজুর রহমান ক্রমেই বিবর্ণ হতে হতে নিজের ছায়ায় পরিণত হতে যাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে। ‘এই করব, সেই করব’... ম্যাচের আগে তর্জন-গর্জন শোনা গেলেও ভারতের বিপক্ষে দাঁড়াতেই পারেনি বাংলাদেশ। ২১ বল আগে ৬ উইকেটের হার দিয়ে শুরু হয় টাইগারদের অভিযান। দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে কার্যত প্রথম পাওয়ার প্লে’তেই নির্ধারিত হয়ে যায় ম্যাচের ফল। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নামা বাংলাদেশ ভারতীয় বোলারদের তাণ্ডবে ৮.৩ ওভারে ৩৫ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ওখানেই ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ে। সৌম্য সরকার (০), নাজমুল হোসেন শান্ত (০) ও মুশফিকুর রহিম (০) তো রানের খাতাই খুলতে পারেননি; তানজিদ হাসান তামিম ২৫ এবং মেহেদী হাসান মিরাজ ৫ রান করে প্যাভেলিয়নে ফিরেন। এরপর ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে প্রতিরোধের দেওয়াল গড়ে তোলেন তাওহীদ হৃদয় ও জাকের আলী

অনিক, ষষ্ঠ উইকেটে দুজনের রেকর্ডগড়া জুটিতে বাংলাদেশের স্কোরকার্ডে যোগ হয় ১৫৪ রান। পরবর্তী সময়ে রিশাদ হোসেন (১২ বলে ১৮) ছাড়া আর কেউ সুবিধা করতে পারেননি। হৃদয়ের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি (১১৮ বলে ১০০) ও জাকেরের হাফ সেঞ্চুরি (১১৪ বলে ৬৮) ওপর ভর করে বাংলাদেশ ৪৯.৪ ওভারে সব কটি উইকেটের বিনিময়ে সংগ্রহ করে ২২৮ রান। ভারতের ডানহাতি অভিজ্ঞ পেসার মোহাম্মদ সামি ৫৩ রান দিয়ে একাই শিকার করেন ৫ উইকেট, ৩ উইকেট পান আরেক পেসার হাশিত রানা এবং বাঁহাতি স্পিনার অক্ষর প্যাটেল নেন ২ উইকেট। জবাবে ৪৬.৩ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে অনায়াসে জয়ের বন্দরে নোঙর করে ভারত। তরুণ ওপেনার শুবমান গিলের ১২৯ বলে হার না মানা ১০১ রানের ইনিংস দলের জয় সহজ করে; অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও লোকেশ রাহুল, উভয়ের ব্যাট থেকে আসে ৪১ রান। বাংলাদেশের লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন ২টি এবং দুই পেসার তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান ১টি করে উইকেট লাভ করেন।

দুবাইয়ে প্রথম ম্যাচের ব্যাটিং বিপর্যয় ভুলে পাকিস্তানে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর আশায় থাকা বাংলাদেশ তিন শ পেরোনো স্কোর গড়ার সামর্থ্য রাখে, প্রধান কোচ ফিল সিমস এমনটা জানালেও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টস হেরে সেটির প্রয়োগ ঘটাতে পারেননি তাঁর শিষ্যরা। রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে অবশ্য কিছুটা ‘উন্নতি’ করেছে বাংলাদেশ, খেলতে পেরেছে পুরো পঞ্চাশ ওভার তবে মোট সংগ্রহ গিয়ে দাঁড়ায় ৯ উইকেটে টেনেটুনে ২৩৬ রান। এদিন সৌম্য সরকারকে বাদ দিয়ে নামানো হয় মাহমুদুল্লাহকে এবং পেসার তানজিম হাসান সাকিবের জায়গায় খেলানো হয় নাহিদ রানাকে। নাজমুল হোসেন শান্তকে নিয়ে ওপেনিং করা তানজিদ হাসান তামিম ৮.১ ওভারে ৪৫ রানের মোটামুটি ভালো সূচনা এনে দেন বাংলাদেশকে। আগের ম্যাচে ২৫ বলে ২৫ রান করা তানজিদ এবার ২৪ বলে ২৪ রান করে উইকেটে থিতু হয়েও ইনিংস বড় করতে পারেননি। এরপর ওয়ানডাউনে নামা মেহেদী হাসান মিরাজও (১৪

বলে ১৩) উইকেটে টিকেননি বেশিক্ষণ। আগের ম্যাচের সেঞ্চুরিয়ান তাওহিদ হৃদয় ২৪ বলে ৭ রানের প্রশ্নবিদ্ধ একটি ইনিংস খেলে প্যাভেলিয়নে ফিরেন। মুশফিকুর রহিম মাইকেল ব্রেসওয়েলের বলে যে শট খেলে ব্যক্তিগত ২ রানে আউট হয়েছেন, তা যতটা হতাশাজনক তারচেয়েও বেশি লজ্জাজনক। ১৪ বলে ৪ রানে প্রস্থানের মাধ্যমে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ জানান দিয়েছেন জাতীয় দলকে তাঁর আর দেওয়ার বেশি কিছু নেই। স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আরও একবার ইনিংস মেরামতের চেষ্টা চালিয়ে যান জাকের আলী অনিক, ৫৫ বলে তাঁর ৪৫ রানের সমন্বয়পযোগী ইনিংসের সমাপ্তি ঘটে রানআউটের মাধ্যমে। অন্যপ্রান্তে উইকেট পতনের মিছিলের মাঝেও অবিচল থাকেন নাজমুল হোসেন, করেন দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৭৭ রান। ওয়ানডেতে দারুণ সময় পার করা বাংলাদেশ অধিনায়কের ১১০ বলের ইনিংসে ছিল ৯টি বাউন্ডারির মার। শেষ দিকে রিশাদের ২৬ ও তাসকিনের ১০ বাংলাদেশকে নিয়ে যায় ২৩৬/৯ পর্যন্ত। নিউজিল্যান্ডের অফস্পিনার মাইকেল ব্রেসওয়েল ১০ ওভারে ২৬ রানে ৪ উইকেট তুলে নিয়ে বাংলাদেশের মূল সর্বনাশটা করেন, পেসার উইল ও’রুর্কি পান ২ উইকেট। রান-তাড়ায় ১৫ রানের মাথায় দুই অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান কেইন উইলিয়ামসন (৫) ও উইল ইয়ংকে (০) হারিয়ে কিছুটা ধাক্কা খাওয়া ব্ল্যাক ক্যাপসরা তৃতীয় উইকেটে ৫৭ রানের জুটিতে ফিরে পায় স্বস্তি এবং ১২৯ রানের চতুর্থ উইকেট জুটিতে নিয়ে নেয় ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ। শেষ পর্যন্ত ২৩ বল বাকি থাকতে ৫ উইকেটের জয় তুলে নেয় মিচেল স্যান্টনারের দল। ১০৫ বলে ১১২ রান, রাচিন রবীন্দ্র তুলে নেন দুর্দান্ত এক সেঞ্চুরি এবং তাঁকে সঙ্গ দেওয়া টম লাথামের হাফ সেঞ্চুরিতে (৭৬ বলে ৫৫) হাওয়ায় মিশে যায় বাংলাদেশের ক্ষীণ আশা। তাসকিন, নাহিদ, মোস্তাফিজ ও রিশাদ প্রত্যেকে ১টি করে উইকেট নিলেও দলের পরাজয় রুখতে পারেননি। জোড়া হারের ফলে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি থেকে নিজেদের বিদায়ঘণ্টা তো বাজেই বাংলাদেশের, পাশাপাশি ‘এ’ গ্রুপ থেকে ‘দর্শক’ হয়ে যায় স্বাগতিক পাকিস্তানও।

বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের সংক্ষিপ্ত স্কোর

- * **ভেন্যু** : দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম, সংযুক্ত আরব আমিরাত
- * **তারিখ** : ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
- * **টস জয়** : বাংলাদেশ (ব্যাটিং)
- * **বাংলাদেশ ইনিংস** : ৪৯.৪ ওভারে ২২৮ রানে অলআউট (তাওহিদ হৃদয় ১০০, জাকের আলী অনিক ৬৮, তানজিদ হাসান তামিম ২৫, রিশাদ হোসেন ১৮; মোহাম্মদ সামি ৫/৫৩, হাশিত রানা ৩/৩১, অক্ষর প্যাটেল ২/৪৩)
- * **ভারত ইনিংস** : ৪৬.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ২৩১ রান (শুবমান গিল অপরাধিত ১০১, রোহিত শর্মা ৪১, লোকেশ রাহুল অপরাধিত ৪১, বিরাট কোহলি ২২, শ্রেয়াস আয়ার ১৫; রিশাদ হোসেন ২/৩৮, তাসকিন আহমেদ ১/৩৬, মোস্তাফিজুর রহমান ১/৬২)
- * **ফল** : ভারত ৬ উইকেটে জয়ী
- * **প্রেয়ার অব দ্য ম্যাচ** : শুবমান গিল (ভারত)

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচের সংক্ষিপ্ত স্কোর...

- * **ভেন্যু** : রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়াম, পাকিস্তান
- * **তারিখ** : ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
- * **টস জয়** : নিউজিল্যান্ড (ফিল্ডিং)
- * **বাংলাদেশ ইনিংস** : ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ২৩৬ রান (নাজমুল হোসেন শান্ত ৭৭, জাকের আলী অনিক ৪৫, রিশাদ হোসেন ২৬, তানজিদ হাসান তামিম ২৪, মেহেদী হাসান মিরাজ ১৩, তাসকিন আহমেদ ১০; মাইকেল ব্রেসওয়েল ৪/২৬, উইল ও’রুর্কি ২/৪৮, কাইল জেমিসন ১/৪৮, ম্যাট হেনরি ১/৫৭)
- * **নিউজিল্যান্ড ইনিংস** : ৪৬.১ ওভারে ৫ উইকেটে ২৪০ রান (রাচিন রবীন্দ্র ১১২, টম লাথাম ৫৫, ডেভন কনওয়ে ৩০, গ্লেন ফিলিপস অপরাধিত ২১, মাইকেল ব্রেসওয়েল অপরাধিত ১১; তাসকিন আহমেদ ১/২৮, মোস্তাফিজুর রহমান ১/৪২, নাহিদ রানা ১/৪৩, রিশাদ হোসেন ১/৫৮)
- * **ফল** : নিউজিল্যান্ড ৫ উইকেটে জয়ী
- * **প্রেয়ার অব দ্য ম্যাচ** : মাইকেল ব্রেসওয়েল (নিউজিল্যান্ড)।



ঢাকার পল্টনে ৭ম জাতীয় ফেলিং প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোখলেস উর রহমান। উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকসুদ জাহেদী এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম, এনডিসি

ভারায় বলমলে জাতীয় অ্যাথলেটিকস

ওমর ফারুক রুবেন



২০০ মিটার স্প্রিন্টে প্রথম নৌবাহিনীর শিরিন আক্তার

সিনিয়র কোন খেলার আসর বসলে সাধারণত তারকাদের চল নামে। ফি মাসে এমন আয়োজন হয় না, হয় বছরে। তাই এমন মিলনমেলার জন্য একটি বছর অপেক্ষায় থাকেন তাঁরা। সে রকমই তারকা অ্যাথলেটদের এক মিলনমেলা হয়ে গেল ১৭ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি ৪৮তম জাতীয় সিনিয়র অ্যাথলেটিকসকে কেন্দ্র করে। জাতীয় স্টেডিয়ামে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) ড. মো. নাসিম আশফাক চৌধুরী। অনুষ্ঠান সম্বলনা করেন প্রতিযোগিতার কম্পিটিশন ডাইরেক্টর ও ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মো. শাহ আলম।



সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা, তা আমরা দিতে পারছি না। তবে আমরা স্পোর্টস ইনস্টিটিউট তৈরী করছি। যেখান থেকে প্রতিনিয়ত নতুন খেলোয়াড় উঠে আসবে। জাতীয় স্টেডিয়াম সংস্কারের বিষয়ে তাঁর কথা, ‘ছয় বছর ধরে চলছে এই স্টেডিয়াম সংস্কারের কাজ। এই সময়ে আরও দুটি স্টেডিয়াম তৈরী করে ফেলা যায়। এর মধ্যে প্রকল্পের সময় আরও একবার বাড়ানোর আবেদন করা হয়েছিল। আমরা তা নাকচ করে দিয়েছি। মাঠ বাফুফেকে বুঝিয়ে দিয়েছি। ফ্লাডলাইটসহ বাকি কাজও মার্চের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। এই স্টেডিয়ামের পাশাপাশি এমএ আজিজ স্টেডিয়াম বাফুফেকে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া নীলফামারী স্টেডিয়ামকেও ফুটবলের জন্য আন্তর্জাতিক মানের করা হবে। ক্রীড়া ফেডারেশনে দুর্নীতি সম্পর্কে আসিফ মাহমুদের কথা, ‘ক্রীড়া ফেডারেশনে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রয়োজনে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতিদমন কমিশনও (দুদক) পদক্ষেপ নিতে পারেন, সেই ব্যবস্থাও করা আছে’।

ছয় নতুন জাতীয় রেকর্ড

তিনদিনের জাতীয় সিনিয়র অ্যাথলেটিকসে ছয়টি নতুন জাতীয় রেকর্ড হয়েছে।

১. পুরুষদের শটপুটে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন নৌবাহিনী গোলাম সরোয়ার ১৫.৫০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। নিজের রেকর্ড নিজেই অতিক্রম করেন তিনি। তার আগের রেকর্ডটি ছিল গত বছর ১৪.৮৯ মিটারের।
২. পুরুষদের ৪০০মিটার হার্ডেলসে ৩১ বছর পরে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নাজমুল হোসেন রনি। তিনি সময়

নেল ৫০.৮৪ সেকেন্ড। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আব্দুর রহিম নঈমের কজায় ছিল আগের রেকর্ডটি। তিনি সময় নিয়েছিলেন ৫১.৮৭ সেকেন্ড।

৩. মেয়েদের ৪০০ মিটার হার্ডেলসে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মোছাঃ বর্ষা খাতুন। তিনি সময় নেন ১ মিনিট ০৪.৬১ সেকেন্ড। ২০২২ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লিবিয়া খাতুনের করা আগের রেকর্ডটি ছিলো ১ মিনিট ০৪.৭০ সেকেন্ডের।
৪. মেয়েদের ৪ গুণন ১০০ মিটার (মহিলা) রিলে ইভেন্টে নতুন জাতীয় রেকর্ড করেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর শিরিন আক্তার, সনিয়া আক্তার, সুমাইয়া দেওয়ান, কবিতা রায়। তাঁরা সময় নিয়েছেন ৪৬.৪৩ সেকেন্ড। পূর্বে এই ইভেন্টে রেকর্ড ছিলো ২০২২ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সুমাইয়া দেওয়ান, শরিফা খাতুন, সনিয়া আক্তার, বর্ষা খাতুনের। তখন সময় নিয়েছিলেন ৪৮.১০ সেকেন্ডের।
৫. পুরুষদের পোলভল্টে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মো. সৌরভ মিয়া। তিনি ৪.৫০ মিটার উচ্চতায় লাফিয়ে এই রেকর্ড গড়েন। পূর্বে এই ইভেন্টে ২০০৬ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হুমায়ুন কবিরের রেকর্ড ছিলো ৪.৩৫ মিটারে।
৬. মেয়েদের ৪ গুণন ৪০০ মিটার রিলে ইভেন্টে ৩১ বছর পরে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়লেন বাংলাদেশ

অ্যাথলেটদের চল

নতুন অ্যাডহক কমিটির আয়োজনে প্রথম সিনিয়র অ্যাথলেটিকস। তাই জাঁকজমকের খামতি রাখেননি কর্মকর্তারা। সারাদেশের ২৪টি জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ৬টি, শারীরিক শিক্ষা কলেজ ২টি, সামরিক, বেসামরিক ও অন্যান্য সংস্থার ৯টিসহ মোট ৪১টি সংস্থার ৪৪৫জন অ্যাথলেট অংশ নিয়েছিলেন। এর মধ্যে পুরুষ অ্যাথলেট ৩৩৮ জন ও মহিলা ১০৭ জন। তিনদিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতা পুরুষ ও মহিলা দুটি গ্রুপে ৪০টি ইভেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে পুরুষদের ২২টি ইভেন্ট ও মহিলাদের ১৮টি ইভেন্ট ছিল।

উদ্বোধনী দিনে উপদেষ্টার কথা

টানা ১৬ বার দেশের দ্রুততম মানবী শিরিন আক্তারের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী গড়ে উঠেনি এখনো। এতেই দেশের অ্যাথলেটিকসের রুপ দশা ফুটে উঠছে। বিষয়টি স্বীকার করে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, ‘জনবহুল দেশ হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের অ্যাথলেটিকসে বড় ধরনের কোন অর্জন নেই। কারণ প্রান্তিক পর্যায় থেকে খেলোয়াড় উঠে আসছে না। তাদেরকে যে



শটপুটে রেকর্ড গড়েন নৌবাহিনীর গোলাম সারোয়ার



নারীদের ৪০০ মিটার হার্ডলসে রেকর্ড বর্ধা খাতুনের

নৌবাহিনীর শিরিন আক্তার, সাবিহা আল সোহা, নুসরাত জাহান রুনা ও নাথেরা খাতুন। তাঁরা সময় নিয়েছেন ৩ মিনিট ৫১.৬২ সেকেন্ড। ১৯৯৩ সালে বিজেএমসির নাছিম, সুবনা, মনিয়া ও সুমিতার রেকর্ড ছিলো ৩:৫৫.৫৫ সেকেন্ডের।

সেরা যারা

বাংলাদেশ অ্যাথলেট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পুরুষদের ইভেন্টে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন ৪০০ মিটার হার্ডলসে ৩২ বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নাজিমুল হাসান রনি এবং মেয়েদের মধ্যে সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন ৪০০ মিটার হার্ডলসে নতুন জাতীয় রেকর্ডধারী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মোছাঃ বর্ষা খাতুন। বাংলাদেশ জাজেস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সেরা কোচ ও সংগঠক হয়েছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাবেক অ্যাথলেট ও জাতীয় কোচ ফরিদ খান চৌধুরী।

শিরিনের ১৬ আর ইসমাইলের পঞ্চম

জাতীয় অ্যাথলেটিকসে দেশসেরা স্প্রিন্টে সেই দুই পুরানো মুখ। তিন বছর পর দেশের দ্রুততম মানবের মুকুট পুনরুদ্ধার করেন মো. ইসমাইল। তাঁর টাইমিং ১০.৬১ সেকেন্ড (ইলেক্ট্রোনিक्स)। এ নিয়ে পঞ্চমবার এই খেতাব জিতলেন তিনি। অন্যদিকে দ্রুততম মানবীর মুকুট অক্ষুণ্ণ রাখেন শিরিন আক্তার। টানা ১৬ বার দেশের মেয়েদের মধ্যে সেরা অ্যাথলেট হলেন। তাঁর টাইমিং ১২.০১ সেকেন্ড (ইলেক্ট্রোনিक्स)। দু'জনেই নৌবাহিনীর অ্যাথলেট।

২০১৮ সালে প্রথমবার ১০০ মিটার স্প্রিন্টে দেশসেরা হয়েছিলেন ইসমাইল। এরপর টানা আরও তিনবার। তবে লন্ডন প্রবাসী স্প্রিন্টার ইমরানুর রহমান লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার পর আর সেই মুকুট ধরে রাখতে পারেননি নৌবাহিনীর এই স্প্রিন্টার। সেনাবাহিনীতে যোগ

দিয়ে ২০২২ থেকে ২৪ টানা তিনটি দ্রুততম মানবের খেতাব জিতে নেন ইমরানুর। এবার অবশ্য চোটের কারণে জাতীয় অ্যাথলেটিকসে খেলতে আসেননি তিনি। এতেই বাজিমাত করেন ইসমাইলের। তিনি বলেন, 'ইমরানুর না থাকায় অবশ্য কিছু সুবিধাতো পেয়েছি। তবে অন্যরাও বেশ এগিয়েছে'। মুকুট পুনরুদ্ধারে কতটা কষ্ট করতে হয়েছে, তা নিজের মুখে জানালেন ইসমাইল, 'গত সাত মাস টানা পরিশ্রম করেছি এই খেতাব পুনরুদ্ধারের জন্য। খাবারে প্রায় দুই লাখ টাকা খরচা গেছে। ১০০ মিটারের মধ্যে শেষ ১০ মিটারে এগিয়ে আসতে আমাকে অনেক কাজ করতে হয়েছে'। টাইমিং নিয়ে সন্তুষ্ট ইসমাইল, 'এটাই আমার ক্যারিয়ার সেরা টাইমিং। আগের টাইমিং ছিল ১০.৬৩ সেকেন্ড।

জাতীয় ও সামার অ্যাথলেটিক্সে ক্যারিয়ারে টানা ১৬ বারের মতো দ্রুততম মানবীর খেতাব জিতলেন শিরিন। অবস্থাদুটে মনে হচ্ছে, শিরিনের বিকল্প এখনো তৈরী হয়নি। যেখানে তাঁর টাইমিং ১২.০১ সেকেন্ড, সেখানে তাঁরই

সতীর্থ সুমাইয়া দেওয়ানের টাইমিং ১২.১৫ সেকেন্ড। ১৪ মাইক্রোসেকেন্ড পেছনে। তিনিও কৃতিত্ব দিলেন কোচ কাফিকে, 'আমার কোচ কাফি স্যার খুব কষ্ট করেছেন আমার জন্য। আমি কৃতজ্ঞ উনার কাছে'। ভবিষ্যত লক্ষ্য নিয়ে শিরিনের কথা, 'আমার একটাই আশা আমি আন্তর্জাতিক আসরে একটি স্বর্ণপদক এনে দিতে চাই দেশকে। তারপর অন্যকথা ভাববো'। দীর্ঘ ধরে সেরা শিরিনের প্রতিপক্ষ কি এখনো তৈরী হয়নি? এমন প্রশ্নের উত্তরে শিরিনের কথা, 'আসলে প্রতিপক্ষ তৈরী হয়নি তা আমি বলবো না। কারণ ট্র্যাকে ন্যানো ও মাইক্রোসেকেন্ডে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে। তাই দৌড়ানোর সময়েও চোখ খোলা রেখে সজাগ থাকতে হয়'।

৪০০ মিটারে টানা দশমবার জহিরের শ্রেষ্ঠত্ব

এবারের জাতীয় অ্যাথলেটিকসে ৪০০ মিটার স্প্রিন্ট নিয়ে আগের দিন নাটক কম হয়নি। বদলে দিতে হয়েছে সূচি। সর্বাধিক ৬টি হিটে অংশ নেন সর্বোচ্চ ৪৮ জন অ্যাথলেট। এত অ্যাথলেটের ভিড়ে অবশ্য জহির রায়হানকে কেউ হারাতে পারেনি। টানা ১০ম বার শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রেখেছেন নৌবাহিনীর এই অ্যাথলেট। ৪৭.৫৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে প্রথম স্থান পেয়েছেন জহির রায়হান। যদিও এটা সেরা টাইমিং হয়নি। ২০১৯ সালে জাতীয় অ্যাথলেটিকসে রেকর্ড ৪৬.৮৭ সেকেন্ডে গড়া স্বর্ণপদকটি ছিল ক্যারিয়ার সেরা টাইমিং। জহিরের কথা, 'আগের দিন দু'বার দৌড়েছি। হিট ও পরেরবার সেমিফাইনালে। এবার ফাইনাল হয়েছে। কিছুটা ধকল ছিল। এছাড়া সকালে আবহাওয়া অনুকূলে ছিল না। সব মিলিয়ে ক্যারিয়ার সেরা টাইমিং হয়নি। তবে টানা ১০ম বার সেরা হতে পেরে আমি খুশি'। টানা সাফল্য পাওয়ার রহস্য কী? জবাবে জহির বলেন, 'আমি নিয়মিত অনুশীলনের মধ্যে থাকি। এই তো জাতীয় আসরের আগে বিকেলসপিতে নিয়মিত ঘাম ঝরিয়েছি।



নারীদের ৪ গুণন ১০০ মিটার রিলেতে স্বর্ণজয়ী নৌবাহিনীর শিরিন আক্তার, সনিয়া আক্তার, সুমাইয়া দেওয়ান ও কবিতা রায়



৪ গুণন ৪০০ মিটারে রেকর্ড গড়েন নৌবাহিনী শিরিন আক্তার, সাবিহা আল সোহা, নুসরাত জাহান রুনা ও নাথেরা খাতুন

স্বর্ণপদকের জন্য সবসময় নিজেকে প্রস্তুত রাখি। বলতে পারেন এটা আমার কঠোর পরিশ্রমের ফসল। সামনেই বিশ্ব ইনডোর অ্যাথলেটিকস রয়েছে। মার্চের এই আসরে জহির ও অংশ নিতে চান, ‘বিশ্ব আসরে কে না অংশ নিতে চায়। তবে ফেডারেশন যাকে মনোনীত করবে সেই যাবে। আমি এ নিয়ে আর কী বলবো...’।

হার্ডলসে ৩২ বছরের রেকর্ড ভাঙলেন রনি

জাতীয় স্টেডিয়ামে এর আগেও হার্ডলসে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু এভাবে সব আলো নিজের দিকে কখনও কেড়ে নিতে পারেননি নাজিমুল হোসেন রনি। ৪০০ মিটার হার্ডলসে ৩২ বছরের রেকর্ড ভেঙে সোনা জিতেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এই অ্যাথলেট। রেকর্ড গড়তে রনি সময় নেন ৫০.৮৪ সেকেন্ড। এর আগে ১৯৯৩ সালে যে রেকর্ড গড়েছিলেন আবদুল রহিম নঈম। তিনি সেবার সময় নিয়েছিলেন ৫১.৮৭ সেকেন্ড। ২০১৭ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন নাজিমুল। সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার আগে অ্যাথলেটিকস সম্পর্কেই কোনও ধারণা ছিল না। ২০২১ সালে প্রথমবার সেনাবাহিনীর চূড়ান্ত বাছাইয়ে টিকে যান। সেই সুবাদে জাতীয় পর্যায়ে দৌড়ানোর সুযোগ পান। তবে সে বছর সেনাবাহিনীর আন্তঃইউনিটে দৌড়ান ৪০০ মিটার স্প্রিন্টে। সেখানে সোনা জেতেন নাজিমুল। এরপর নিজের পছন্দের ইভেন্ট হার্ডলসে নজর দেন ২৬ বছর বয়সী এই অ্যাথলেট। প্রথমবার জাতীয় অ্যাথলেটিকসে জেতেন রুপা। এরপর সোনা জেতেন। এবার তো দীর্ঘদিনের পুরানো রেকর্ড ভেঙেছেন। রেকর্ড গড়ার কীর্তি করে উচ্ছ্বসিত রনি বলেন, ‘অবশ্যই নিজের চেষ্টা ছিল, আমার কোচও আমাকে নিয়ে কাজ করেছেন’।

প্রথম স্বর্ণই সৌরভের রেকর্ড

জাতীয় অ্যাথলেটিকসের শেষ দিনে পোলভল্টে তৃতীয় চেষ্টায় প্রথম স্বর্ণপদকেই রেকর্ড গড়েন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সৌরভ মিয়া। পোলে লাফিয়ে উচ্চতা অতিক্রম করেছেন ৪.৫০ মিটার। আগের রেকর্ডটি ছিল হুমায়ুন কবিরের। ২০০৬ সালে জাতীয় অ্যাথলেটিকসে নৌবাহিনীর অ্যাথলেট জাম্প করেছিলেন ৪ দশমিক ৩৫ মিটার। তিনবারের চেষ্টায় এবারই প্রথম স্বর্ণপদক জেতেন সৌরভ। আর প্রথম স্বর্ণপদকেই

রেকর্ড গড়েছেন নরসিংদীর এই অ্যাথলেট। এ নিয়ে তিনি বলেন, ‘এই ইভেন্টটা মনে-প্রাণে আমার জড়িয়ে গেছে। নিজ থেকে অনেক কষ্ট করেছে। তো আমাদের দেশে অ্যাথলেটদের জন্য ওইরকম ফ্যাসিলিটিস নাই, বিশেষ করে পোলভল্টে তো ওরকম ভাবে দেখা হয় না। অন্য ইভেন্ট নিয়ে মানুষের আগ্রহ থাকে’। তিনি যোগ করেন, ‘আমার মনে হয় পোল ভল্টের জন্য যদি আমাদের দেশের বাইরে পাঠানো হয়, কারণ আমাদের এখানে পোলের স্বল্পতা থাকে, এটা একটা ব্যয়বহুল খেলা, তো সবকিছু ইকুইপমেন্ট দেওয়া হয় তবে অনেক সহজ হয় আমাদের জন্য’। আন্তর্জাতিকভাবে লক্ষ্য নিয়ে রাকিব জানান, ‘অবশ্যই ভালো কিছু করার ইচ্ছা আছে। সামনে সাউথ এশিয়ান গেমস আছে, ইনশাআল্লাহ পদক জেতার চেষ্টা তো থাকবেই’।

রিলেতে ৩২ বছরের রেকর্ড ভাঙলেন শিরিন, সোহা, রুনা ও নাথেরা

৪ গুণিতক ৪০০ মিটার রিলেতে ৩২ বছরের রেকর্ড ভেঙে দিলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর শিরিন আক্তার, সাবিহা আল সোহা, নুসরাত জাহান রুনা ও নাথেরা খাতুন। তাঁরা সময় নিয়েছেন ৩ মিনিট ৫১.৬২ সেকেন্ড। আগের রেকর্ড ছিল ১৯৯৩ সালে বিজেএমসির নাছিম, সুবনা, মনিয়া ও সুমিতার। সময় নিয়েছিলেন ৩

মিনিট ৫৫.৫৫ সেকেন্ড।

৪৮তম জাতীয় অ্যাথলেটিকসেও চূড়ান্ত ফলাফল

১০০ মিটার স্প্রিন্ট: পুরুষদের বিভাগে নৌবাহিনীর মো. ইসমাইল ১০.৬১ সেকেন্ডে স্বর্ণ, একই সংস্থার রাকিবুল হাসান ১০.৬৩ সেকেন্ডে রৌপ্য ও সেনাবাহিনীর জুবায়েল ইসলাম ১০.৮৯ সেকেন্ডে ব্রোঞ্জপদক জিতে নেন। নারীদের বিভাগে নৌবাহিনীর শিরিন আক্তার ১২.০১ সেকেন্ডে স্বর্ণ, একই সংস্থার সুমাইয়া দেওয়ান ১২.১৫ সেকেন্ডে রৌপ্য ও বিকেএসপির আজমি খাতুন ১২.৫৯০ সেকেন্ডে ব্রোঞ্জ জেতেন।

১৫০০ মিটার দৌড়: পুরুষ বিভাগে ৪ মিনিট ০৫.৫০ সেকেন্ডে সেনাবাহিনীর মোশাররফ হোসেন স্বর্ণ, ৪ মিনিট ০৬.২০ সেকেন্ডে নৌবাহিনীর শাওন রৌপ্য ও ৪ মিনিট ০৬.৩০ সেকেন্ড সময় নিয়ে ব্রোঞ্জ জেতেন সেনাবাহিনীর রাকিবুল ইসলাম। নারীদের বিভাগে নৌবাহিনীর প্রিয়া আক্তার ৪ মিনিট ৫০.৮০ সেকেন্ডে স্বর্ণ, একই সংস্থার রিংকি বিশ্বাস ৪ মিনিট ৫১.৩০ সেকেন্ডে রৌপ্য ও ৪ মিনিট ৫১.৫০ সেকেন্ডে ব্রোঞ্জ জেতেন সেনাবাহিনীর প্রীতি আক্তার।

৪০০ মিটার স্প্রিন্ট: পুরুষদের বিভাগে নৌবাহিনীর জহির রায়হান ৪৭.৭২ সেকেন্ডে স্বর্ণ, একই সংস্থার আবদুল মান্নান ৪৮.৬২ সেকেন্ডে রৌপ্য ও বিমান বাহিনীর মাইন উদ্দিন ৪৯.১২ সেকেন্ডে ব্রোঞ্জ জেতেন। নারীদের বিভাগে নৌবাহিনীর নুসরাত জাহান রুনা ৫৭.৭৩ সেকেন্ডে স্বর্ণ, বিকেএসপির সুমাইয়া আক্তার ৫৮.২৯ সেকেন্ডে রৌপ্য ও নৌবাহিনীর সাবিয়া আল সোহা ৫৮.৮৫ সেকেন্ডে ব্রোঞ্জ জেতেন।

৫০০০ মিটার দৌড়: পুরুষদের বিভাগে সেনাবাহিনীর সোহানুর রহমান ১৫ মিনিট ৩৫.৬০ সেকেন্ডে স্বর্ণ, একই সংস্থার আবু সাইদ ১৫ মিনিট ৩৭.৭০ সেকেন্ডে রৌপ্য ও



পোলভল্টে রেকর্ড সৌরভ মিয়া



পুরুষদের ২০০ মিটারে জয়ের পর উচ্ছ্বসিত রাকিবুল হাসান

নৌবাহিনীর এলাহি সরদার ১৫ মিনিট ৩৮.৫০ সেকেন্ডে ব্রোঞ্জ জেতেন। নারীদের বিভাগে সেনাবাহিনীর প্রীতি আক্তার ১৮ মিনিট ৫৬.৫০ সেকেন্ডে স্বর্ণ, একই সংস্থার পাপীয়া খাতুন ১৯ মিনিট ০.৩০ সেকেন্ডে রৌপ্য ও নৌবাহিনীর রিংকি বিশ্বাস ১৯ মিনিট ০২.১০ সেকেন্ডে ব্রোঞ্জপদক জিতে নেন।

হাইজাম্প: পুরুষদের বিভাগে নৌবাহিনীর মাহফুজুর রহমান ২.১০ মিটার উচ্চতায় স্বর্ণ, সেনাবাহিনীর জামিরুল মোল্লা ২ মিটার উচ্চতায় রৌপ্য ও একই সংস্থার স্বপন বিশ্বাস ১.৯৫ মিটার উচ্চতায় লাফিয়ে ব্রোঞ্জ জেতেন। নারীদের বিভাগে সেনাবাহিনীর রিতু আক্তার ১.৭৩ মিটার উচ্চতায় স্বর্ণ, নৌবাহিনীর উম্মে হাফসা রুমকি ১.৭০ মিটারে রৌপ্য ও সেনাবাহিনীর জান্নাতুল ১.৬০ মিটার উচ্চতায় লাফিয়ে ব্রোঞ্জপদক জিতে নেন।

ম্যারাথন: পুরুষদের বিভাগে সেনাবাহিনীর আল আমিন ২ মিনিট ২৩.৪৯ সেকেন্ডে স্বর্ণ, একই সংস্থার ইমরানুর রহমান ২ মিনিট ২৯.৫৪ সেকেন্ডে রৌপ্য ও সেনাবাহিনীর ফরিদ মিয়া ২ মিনিট ৩০.৪৫ সেকেন্ডে ব্রোঞ্জ জেতেন।

শটপুট: পুরুষদের বিভাগে নৌবাহিনীর গোলাম সারোয়ার ১৫.৫০ মিটার দূরত্বে নতুন রেকর্ড গড়ে স্বর্ণ, একই সংস্থার ইব্রাহিম ১৩.৮৪ মিটার দূরত্বে রৌপ্য ও সেনাবাহিনীর আবুল হোসেন অনিক ১৩.৭৪ মিটার দূরত্বে ব্রোঞ্জপদক জিতে নেন। নারীদের এই বিভাগে নৌবাহিনীর জাকিয়া আক্তার ১২.৩০ মিটার দূরত্বে স্বর্ণ, সেনাবাহিনীর জান্নাত বেগম ১১.৬৮ মিটারে রৌপ্য ও নৌবাহিনীর মায়া আক্তার ১০.৬ মিটার দূরত্বে ব্রোঞ্জপদক জিতে নেন।

২০,০০০ মিটার হাটা (পুরুষ): সেনাবাহিনীর

কৃষ্ণ সাহা ১ ঘণ্টা ৪৭.০২ মিনিটে স্বর্ণ, একই সংস্থার রহিম উদ্দিন ১ ঘণ্টা ৫১.৪৩ মিনিটে রৌপ্য ও সেনাবাহিনীর সোহেল রানা ১ ঘণ্টা ৫৯.২৭ মিনিটে ব্রোঞ্জপদক জেতেন।

লংজাম্প: পুরুষদের বিভাগে সেনাবাহিনীর মাসুদ রানা ৭.৪৩ মিটার দূরত্বে স্বর্ণ, একই সংস্থার আলিউল আজিম ৭.৩৯ মিটারে রৌপ্য ও নৌবাহিনীর মো. ইসমাইল ৭.২৫ মিটার দূরত্বে লাফিয়ে ব্রোঞ্জপদক জিতে নেন। নারীদের বিভাগে নৌবাহিনীর সোনিয়া আক্তার ৫.৮৯ মিটার দূরত্বে স্বর্ণ, একই সংস্থার স্বপ্না খাতুন ৫.৮৫ মিটার দূরত্বে রৌপ্য এবং সেনাবাহিনীর নেহা রানী অধিকারী ৫.৮০ মিটার দূরত্বে লাফিয়ে ব্রোঞ্জপদক জেতেন।

১০০ মিটার হার্ডলস (নারী): সেনাবাহিনীর রোখসানা বেগম ১৫.৮১ সেকেন্ডে স্বর্ণ, নৌবাহিনীর স্বপ্না খাতুন ১৫.৮৮ সেকেন্ডে রৌপ্য ও সেনাবাহিনীর সুমাইয়া জামান ১৬.০৪ সেকেন্ডে ব্রোঞ্জ পদক জেতেন।

১০,০০০ মিটার দৌড় (পুরুষ): সেনাবাহিনীর আবু সাইদ ৩৪ মিনিট ২৫.৭৮ সেকেন্ডে স্বর্ণ, নৌবাহিনীর আসিফ বিশ্বাস ৩৫ মিনিট ১৩.৩৫ সেকেন্ডে রৌপ্য ও জেলের রহিম উদ্দিন ৩৭ মিনিট ২০.২০ সেকেন্ডে ব্রোঞ্জ পদক জিতে নেন। নারীদের বিভাগে সেনাবাহিনীর পাপীয়া খাতুন ৪৪ মিনিট ১৭.৮০ সেকেন্ডে স্বর্ণ, একই দলের প্রীতি আক্তার ৪৪ মিনিট ১৯.৮০ সেকেন্ডে রৌপ্য ও নৌবাহিনীর রিংকি বিশ্বাস ৪৪ মিনিট ২৭.৫০ সেকেন্ডে ব্রোঞ্জপদক জেতেন।

হ্যামার থ্রো: পুরুষদের বিভাগে নৌবাহিনীর মাহফুজ হাসান ৫২.৮৪ মিটার দূরত্বে স্বর্ণ, সেনাবাহিনীর গৌরাজ রায় ৫১.১৭ মিটারে রৌপ্য ও একই সংস্থার শফিকুল ইসলাম ৪৯.৩৭ মিটার দূরত্বে ব্রোঞ্জ জেতেন।

জ্যাভলিন থ্রো: পুরুষদের বিভাগে সেনাবাহিনীর

আশরাফুল ৬১.৬১ মিটার দূরত্বে স্বর্ণ, নৌবাহিনীর মেহেদী হাসান ৬০.৫৬ মিটার দূরত্বে রৌপ্য ও সেনাবাহিনীর মাকসুদুর রহমান ৫৭.৪৩ মিটার দূরত্বে ব্রোঞ্জ পদক জেতেন। নারীদের বিভাগে সেনাবাহিনীর জান্নাত বেগম ৪১.৮৬ মিটার দূরত্বে স্বর্ণ, একই সংস্থার পাপীয়া আক্তার ৩৬.৯৭ মিটার দূরত্বে রৌপ্য ও নৌবাহিনীর জেসমিন খাতুন ৩৪.২৫ মিটার দূরত্বে ব্রোঞ্জপদক জেতেন।

১১০ মিটার হার্ডলস (পুরুষ): সেনাবাহিনীর তানভির ফয়সাল ১৪.৯২ সেকেন্ডে স্বর্ণ, একই সংস্থার সাগর আলী ১৫.০৬ সেকেন্ডে রৌপ্য ও নৌবাহিনীর সোহেল রানা ১৫.৫৩ সেকেন্ডে ব্রোঞ্জ জেতেন।

৪০০ মিটার হার্ডলস: পুরুষদের বিভাগে সেনাবাহিনীর নাজমুল হোসেন রনি ৫০.৮৪ সেকেন্ডে নতুন রেকর্ড গড়ে স্বর্ণপদক জেতেন। একই সংস্থার মাসুদ রানা ৫৩.০৬ সেকেন্ডে রৌপ্য ও বিমানবাহিনীর রবিউল ইসলাম ৫৩.২৬ সেকেন্ডে ব্রোঞ্জ জেতেন। নারীদের বিভাগে সেনাবাহিনীর বর্ষা খাতুন ১ মিনিট ০৪.৬১ সেকেন্ডে স্বর্ণ, একই সংস্থার অনন্যা বিশ্বাস ১ মিনিট ০৫.২০ সেকেন্ডে রৌপ্য ও নৌবাহিনীর বিবি আসমা ১ মিনিট ০৭.২৩ সেকেন্ডে ব্রোঞ্জ পদক জেতেন।

৩০০০ মিটার দৌড় (নারী): নৌবাহিনীর রিংকি বিশ্বাস ১০ মিনিট ৫৭.১০ সেকেন্ডে স্বর্ণ, সেনাবাহিনীর প্রীতি আক্তার ১১ মিনিট ০১.০০ সেকেন্ডে রৌপ্য ও খুলনার আরিফা ১২ মিনিট ৫০.০০ সেকেন্ডে ব্রোঞ্জ জেতেন।

৩০০০ মিটার স্টেপল চেজ (পুরুষ): সেনাবাহিনীর সোহানুর রহমান ৯ মিনিট ৩৪.১০ সেকেন্ডে স্বর্ণ, নৌবাহিনীর শাওন ৯ মিনিট ৫২ সেকেন্ডে রৌপ্য ও সেনাবাহিনীর মুন্সি এমারাত উল্লাহ ৯ মিনিট ৫৪.৭০ সেকেন্ডে ব্রোঞ্জপদক জিতে নেন।



হাইজাম্পে স্বর্ণজয়ী সেনাবাহিনীর রিতু আক্তার



১০ হাজার মিটারে স্বর্ণজয়ী পাপিয়া খাতুন



১৫০০ মিটারে স্বর্ণজয়ী মোশাররফ হোসেন



নারীদের ১৫০০ মিটারে সেরা পিয়া আখতার

৪ গুণন ১০০ মিটার রিলে: পুরুষদের বিভাগে নৌবাহিনীর জহির রায়হান, রাকিবুল হাসান, কাজী শাহ ইমরান ও এম ইসমাইল ৪১.২৯ সেকেন্ডে স্বর্ণ, সেনাবাহিনী ৪১.৩৬ সেকেন্ডে রৌপ্য ও বিমানবাহিনী ৪২.৫৩ সেকেন্ডে ব্রোঞ্জপদক জেতে। নারীদের বিভাগে নৌবাহিনীর শিরিন আখতার, কবিতা রায়, সুমাইয়া দেওয়ান ও সোনিয়া আখতার ৪৬.৪৩ সেকেন্ডে স্বর্ণ, বিকেএসপি ৪৮.১৫ সেকেন্ডে রৌপ্য ও সেনাবাহিনী ৪৮.১৯ সেকেন্ডে ব্রোঞ্জ জেতে।

২০০ মিটার স্প্রিন্ট : পুরুষদের বিভাগে নৌবাহিনীর রাকিবুল হাসান ২১.৩৯ সেকেন্ডে স্বর্ণ, একই দলের জহির রায়হান ২১.৭৬ সেকেন্ডে রৌপ্য ও সেনাবাহিনীর জুবাইল ইসলাম ২১.৮৩ সেকেন্ডে ব্রোঞ্জ জিতে নেন। নারীদের এই বিভাগে নৌবাহিনীর শিরিন আক্তার ২৪.৭৪ সেকেন্ডে স্বর্ণ, একই দলের সুমাইয়া দেওয়ান ২৪.৮৪ সেকেন্ডে রৌপ্য ও বিকেএসপির আজমি খাতুন ২৫.৩২ সেকেন্ডে ব্রোঞ্জপদক জেতেন।

৪ গুণন ৪০০ মিটার রিলে : পুরুষদের বিভাগে নৌবাহিনীর আবদুল মান্নান, জহির রায়হান, আরিফুল ইসলাম ও আশরাফুজ্জামান ৩ মিনিট ১৬.৪২ সেকেন্ডে স্বর্ণ, সেনাবাহিনী ৩ মিনিট ১৭.৮১ সেকেন্ডে রৌপ্য ও বিমানবাহিনী ৩ মিনিট ২১.২২ সেকেন্ডে ব্রোঞ্জ জেতে। নারীদের বিভাগে নৌবাহিনীর শিরিন আক্তার, সাবিহা আল সোহা, নুসরাত জাহান রুনা ও নাথেরা খাতুন সময় নিয়েছেন ৩:৫১.৬২ সেকেন্ড। পূর্বে এই ইভেন্টে ১৯৯৩ সালে বিজেএমসির নাছিমা, সুবনা, মনিয়া ও সুমিতা এর রেকর্ড ছিলো সময় নিয়েছিলেন ৩:৫৫.৫৫ সে.(ই)। ৩ মিনিট ৫১.৬২ সেকেন্ডে নতুন রেকর্ড গড়ে স্বর্ণ, বিকেএসপি ৩ মিনিট ৫৭.৮৩ সেকেন্ডে রৌপ্য ও সেনাবাহিনী ৩ মিনিট ৫৮.৮৬ সেকেন্ডে ব্রোঞ্জ জেতে।

৮০০ মিটার দৌড় : পুরুষদের বিভাগে সেনাবাহিনীর মোশাররফ হোসেন ১ মিনিট ৫৪.৭৪ সেকেন্ডে স্বর্ণ, একই দলের রাকিবুল ইসলাম ১ মিনিট ৫৫.৩৪ সেকেন্ডে রৌপ্য ও

নৌবাহিনীর আসলাম শিকদার ১ মিনিট ৫৮ সেকেন্ডে ব্রোঞ্জপদক জিতে নেন। নারীদের বিভাগে সেনাবাহিনীর স্মৃতি খাতুন ২ মিনিট ১৪.১৯ সেকেন্ডে স্বর্ণ, একই দলের মুন্নি কর্মকার ২ মিনিট ১৭.৯২ সেকেন্ডে রৌপ্য ও বিকেএসপির সুমাইয়া আক্তার ২ মিনিট ২২.৯২ সেকেন্ডে ব্রোঞ্জপদক জিতে নিয়েছেন।

ডিসকাস থ্রো : পুরুষদের বিভাগে নৌবাহিনীর ফারুক আহমেদ ৪৪.৫ মিটার দূরত্বে স্বর্ণ, সেনাবাহিনীর আবদুল আলীম ৪৩.০৭ মিটারে রৌপ্য ও আনসারের আজহারুল ইসলাম ৪২.১৬ মিটার দূরত্বে ফেলে ব্রোঞ্জ জেতেন। নারীদের বিভাগে নৌবাহিনীর জাকিয়া আক্তার ৪১.০৫ মিটারে স্বর্ণ, বাংলাদেশ জেলের আলপনা আক্তার ৩৪.৬৯ মিটারে রৌপ্য ও নৌবাহিনীর জাফরিন আক্তার ৩৪.৫০ মিটার দূরত্বে ব্রোঞ্জপদক জেতেন।

পোলভল্ট (পুরুষ) : সেনাবাহিনীর সৌরভ মিয়া ৪.৫০ মিটারে নতুন রেকর্ড গড়ে স্বর্ণপদক, নৌবাহিনীর শরিফুল ইসলাম ৪.৪৫ মিটারে রৌপ্য এবং সেনাবাহিনীর আবু বকর সিদ্দিক

ও নৌবাহিনীর ফেরদৌস আলম ৪.২০ মিটারে যৌথভাবে ব্রোঞ্জপদক জিতে নেন।

ত্রিপল জাম্প : পুরুষদের বিভাগে নৌবাহিনীর রতন মৃধা ১৪.৯৪ মিটারে স্বর্ণ, একই দলের মনজুরুল মোল্লা ১৪.৭৩ মিটারে রৌপ্য ও সেনাবাহিনীর আল আমিন হোসেন ১৪.৫৩ মিটারে ব্রোঞ্জ জেতেছেন। নারীদের বিভাগে নৌবাহিনীর স্বপ্না খাতুন ১২.৩১ মিটারে স্বর্ণ, একই দলের সোনিয়া আক্তার ১২.২৮ মিটারে রৌপ্য ও সেনাবাহিনীর জান্নাতুল ১২.১৬ মিটারে ব্রোঞ্জ জিতে নেন।

দলগত চূড়ান্ত ফল

দলগত বিভাগে ২১টি স্বর্ণ, ১৭টি রৌপ্য ও ১২টি ব্রোঞ্জপদক জিতে সেরা হয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। ১৯টি স্বর্ণ, ১৯টি রৌপ্য ও ১৯টি ব্রোঞ্জ জিতে দ্বিতীয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। ৩টি রৌপ্য ও ৩টি ব্রোঞ্জপদক জিতে বিকেএসপি তৃতীয়। ১টি রৌপ্য ও ১টি ব্রোঞ্জ জিতে বাংলাদেশ জেল চতুর্থ, ৪টি ব্রোঞ্জ জিতে বিমান বাহিনী পঞ্চম, একটি করে ব্রোঞ্জপদক জিতে খুলনা জেলা ও বাংলাদেশ আনসার যথাক্রমে ষষ্ঠ ও সপ্তম হয়েছে।



চ্যাম্পিয়ন নৌবাহিনীর উল্লাস

তাহসিনের চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁহসিনের শিরোপা জয়

মোরসালিন আহমেদ



গ্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমান স্মৃতি আন্তর্জাতিক (উর্ধ্ব-২০০০) রেটিং দাবা প্রতিযোগিতায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ আনসারের ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়া শিরোপা জয় করেছেন। তবে সমান পয়েন্ট পেয়ে রানারআপ হয়েছেন বাংলাদেশ পুলিশের ফিদেমাস্টার সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ। ৯ ম্যাচে উভয়ে ৭ পয়েন্ট অর্জন করায় টাইব্রেকিং পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের মধ্যে শিরোপা নির্ধারণ করা হয়। যদিও প্রথম রাউন্ডে ১৩ জন জয় পেয়ে আসর জেতার মিশন শুরু করেন। এরপর দ্বিতীয় রাউন্ড শেষে সেই সংখ্যা ৬ জনে দাঁড়ায়। তৃতীয় রাউন্ডে টানা জয় নিয়ে সাকলাইন এককভাবে শীর্ষে উঠেন আসেন। চতুর্থ রাউন্ডেও শতভাগ জয় নিয়ে শীর্ষস্থান অক্ষুণ্ণ রাখেন। কিন্তু পঞ্চম রাউন্ডে সাকলাইনকে হারিয়ে এককভাবে শীর্ষে চলে আসেন তাহসিন। ষষ্ঠ রাউন্ডে তাহসিনের সঙ্গে ফের শীর্ষে উঠেন সাকলাইনও। তবে সপ্তম রাউন্ডে তাহসিন-সাকলাইনের সঙ্গী হন জাভেদ। অষ্টম রাউন্ডেও শীর্ষে ছিলেন তাহসিন-সাকলাইন। এমনকি, নবম রাউন্ড শেষে উভয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে প্রতিযোগিতা শেষ করেন।

শিরোপা জয়ের পথে তাহসিন ৫টি জয় পেয়েছেন। তবে ৪ ম্যাচ ড্র করেছেন। তিনি তাহমিদুল হক, ক্যান্ডিডেটমাস্টার মো. সাজিদুল হক, নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার কাজী জারিন তাসনিম, ফিদেমাস্টার সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ ও ফিদেমাস্টার খন্দকার আমিনুল ইসলামকে পরাজিত করেন। কিন্তু আন্তর্জাতিকমাস্টার মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন সাগর, আন্তর্জাতিকমাস্টার আবু সুফিয়ান শাকিল, ফিদেমাস্টার মোহাম্মদ জাভেদ ও নারী ফিদেমাস্টার ওয়াদাফা আহমেদের সঙ্গে ড্র করেন। অন্যদিকে রানারআপ সাকলাইন ৬টি জয় ও ২টি ড্র করেন এবং ১টি ম্যাচে পরাজিত হন। তিনি অ্যাংমচার গ্যান্ডমাস্টার মোহাম্মদ সাগর, ফিদেমাস্টার মেহেদি হাসান পরাগ, ফিদেমাস্টার মোহাম্মদ জাভেদ, ফিদেমাস্টার খন্দকার আমিনুল ইসলাম, ফিদেমাস্টার মো. শরীফ হোসেন ও নারী ফিদেমাস্টার ওয়াদাফা আহমেদকে পরাজিত করেন। তবে আন্তর্জাতিকমাস্টার মোহাম্মদ

মিনহাজ উদ্দিন সাগর ও আন্তর্জাতিকমাস্টার আবু সুফিয়ান শাকিলের সঙ্গে ড্র করেন। কিন্তু একমাত্র হারের মুখ দেখেন তাহসিন তাজওয়ার জিয়ার সঙ্গে।

এদিকে ৬.৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আন্তর্জাতিকমাস্টার মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন সাগর তৃতীয় ও ফিদেমাস্টার মোহাম্মদ জাভেদ চতুর্থ এবং ৬ পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশ বিমানের আন্তর্জাতিকমাস্টার আবু সুফিয়ান শাকিল পঞ্চম স্থান লাভ করেন। তবে ৫.৫ পয়েন্ট পেয়ে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম হয়েছেন যথাক্রমে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ফিদেমাস্টার খন্দকার আমিনুল ইসলাম, নারী ফিদেমাস্টার ওয়াদাফা আহমেদ ও নারী ফিদেমাস্টার নোশিন আঞ্জুম। এছাড়া ৫ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার সাইহান শান নবম, মো. নাসির উদ্দিন অপু দশম ও স্বর্ণাভো চৌধুরী একাদশতম হয়েছেন।

উল্লেখ্য বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সহযোগিতায় ও সেন্ট যোসেফ ওল্ড বয়েজ ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পন পাওয়ার চেস ক্লাবের আয়োজনে ১৬-২২ ফেব্রুয়ারি এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৯ রাউন্ড সুইস লিগ পদ্ধতিতে ৩১ জন দাবাড়ু অংশগ্রহণ করেন। খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়ার হাতে ট্রফি তুলে দেন বাংলাদেশ পুলিশের ডিআইজি বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সহসভাপতি ড. শোয়েব রিয়াজ আলম। বিজয়ীদের নগদ অর্থ পুরস্কার দেওয়া হয়।

অনূর্ধ্ব-২০০০ রেটিং গ্রুপে মোমিন চ্যাম্পিয়ন

এদিকে গ্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমান স্মৃতি আন্তর্জাতিক (অনূর্ধ্ব-২০০০) রেটিং দাবা প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লড়াই শেষে ৯ ম্যাচে ৩ জন ৭.৫ পয়েন্ট পেয়ে টাইব্রেকিং পদ্ধতির মাধ্যমে আবদুল মোমিন চ্যাম্পিয়ন, শেখ রাশেদুল হাসান রানারআপ ও সিয়াম চৌধুরী তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন। ৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করে চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ হয়েছেন যথাক্রমে মো. আনিচুজ্জামান জুয়েল, কাজী সাইফ ও মো. আনিসুজ্জামান মল্লিক। ৬.৫ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম থেকে দ্বাদশতম হয়েছেন যথাক্রমে ক্যান্ডিডেটমাস্টার যোয়ার হক প্রধান, জাস্টিন মাথিয়াস বাউ, মো. মেসবাহ উদ্দিন, শাহিনুর হক, মো. জিয়া উদ্দিন ও সঞ্জয় সমাদ্দার। ১৬-২৪ ফেব্রুয়ারি ৯ রাউন্ড সুইস লিগ পদ্ধতিতে

মোট ১০৭ জন দাবাড়ু অংশগ্রহণ করেন। বিজয়ীদের নগদ অর্থ পুরস্কার দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস দাবায় মোমিন অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (অনূর্ধ্ব-২০০০) রেটিং দাবা প্রতিযোগিতায় ৬ ম্যাচে ৫.৫ পয়েন্ট পেয়ে আবদুল মোমিন অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। তবে ৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে রানারআপ থেকে ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন যথাক্রমে দেলোয়ার হোসেন, রুবেল হোসেন, নীলয় দেবনাথ, ক্যান্ডিডেটমাস্টার মো. আজমাইন পারভেজ সাইর ও দীন মোহাম্মদ। এছাড়া ৪.৫ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম হতে এগারোতম হয়েছেন যথাক্রমে মো. গাজী সালাহ উদ্দিন, নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার ওয়ারসিয়া খুশবু, মাহফুজুর রহমান শাহিন, মো. আনোয়ার হোসেন দুলাল ও সিয়াম আহমেদ। স্পোর্টস বাংলার পৃষ্ঠপোষকতায় ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি এ প্রতিযোগিতা সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। ৬ রাউন্ড সুইস লিগ পদ্ধতিতে ৮৭ জন দাবাড়ু অংশগ্রহণ করেন। বিজয়ীদের নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থ পুরস্কার দেওয়া হয়।

বিশ্ব জুনিয়র দাবায় নীড়-তাহসিন

বিশ্ব জুনিয়র দাবা প্রতিযোগিতায় দেশের দুই উদীয়মান দাবাড়ু আন্তর্জাতিকমাস্টার মনন রেজা নীড় ও ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়া অংশগ্রহণ করছেন। মন্টিনিগ্রোর পেট্রোভাক শহরে ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে এ আসর শুরু হয়েছে। শেষ হবে ৭ মার্চ। ১১ রাউন্ড সুইস লিগ পদ্ধতিতে ৬৪টি দেশের ১৩ জন গ্যান্ডমাস্টার, ৭ জন নারী গ্যান্ডমাস্টার, ৩৯ জন আন্তর্জাতিকমাস্টার ও ১৩ জন নারী আন্তর্জাতিকমাস্টারসহ মোট ১৭১ জন দাবাড়ু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নীড়ের জন্য গ্যান্ডমাস্টার নর্ম এবং তাহসিনের সামনে আন্তর্জাতিকমাস্টার ও গ্যান্ডমাস্টার নর্ম অর্জনের সুযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য বিশ্ব জুনিয়র দাবায় চ্যাম্পিয়ন হলে সরাসরি গ্যান্ডমাস্টার খেতাব এবং রানারআপ ও তৃতীয় হলে সরাসরি আন্তর্জাতিকমাস্টার খেতাব দেওয়া হয়। এমন কি, এ আসর থেকে গ্যান্ডমাস্টার ও আন্তর্জাতিকমাস্টার নর্ম অর্জন করা সম্ভব।



তারুণ্যের
উৎসব ২০২৫

নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনে তৃণমূল থেকে শুরু হয়ে জেলা ও বিভাগ শেষে জাতীয় পর্যায়ে এসে তারুণ্যের উৎসব সফলভাবে শেষ হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর ধারণা থেকে বিদ্যায় বছরের ৩০ ডিসেম্বর থেকে দেশব্যাপী 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' শুরু হয়। ২১ দিনব্যাপী নানারকম খেলাধুলার আয়োজনের মধ্য দিয়ে ১৯ ফেব্রুয়ারি তারুণ্যের এ উৎসব শেষ হয়। এ উৎসব কেবল দেশব্যাপী নয়, বিদেশে বাংলাদেশের মিশনসমূহে সমান গুরুত্ব দিয়ে উদযাপন করা হয়েছে। এ উৎসবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ছিল তরুণদের মাধ্যমে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা, পারস্পরিক সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে তোলা ও বাংলাদেশের বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতির সৌন্দর্যকে উপভোগ করা। এ উপলক্ষে বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশন নানারকম কর্মসূচি পালন করে। 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তারুণ্যের উৎসবে প্রাণ ফিরেছে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে। ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজে তারুণ্যের উৎসবের উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকসুদ জাহেদী।

কাবাডি: তারুণ্যের উৎসবে যুব কাবাডির জাতীয় পর্বে বালক বিভাগে বিকেএসপি ও বালিকা বিভাগে রাঙামাটি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকসুদ জাহেদী। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম এনডিসি। অনূর্ধ্ব-১৮

তারুণ্যের উৎসবের সফল সমাপ্তি

মোরসালিন আহমেদ

বালক ও বালিকা যুব কাবাডিতে ৮ জোনে বিভক্ত ৬১টি জেলার ৩৩৯টি উপজেলা অংশ নেয়। বালক বিভাগে ৩৩১টি ও বালিকা বিভাগে ১৯৮টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। শুরুতে জেলা পর্যায়ে, তারপর জোনাল পর্বে শেষে ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে জাতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত পর্বে বালক ও বালিকা বিভাগে মোট ৩২টি দল অংশগ্রহণ করে।

ব্যাডমিন্টন: বালক বিভাগের শিরোপা লড়াইয়ে ফুয়াদ হাসান ফারদিল এবং বালিকা বিভাগে এস কে পৃথা চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। জাতীয় নারী ব্যাডমিন্টনের প্রথম চ্যাম্পিয়ন রুমানা আহমেদ বিজয়ীদের পুরস্কৃত করেন। উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কামরুন নাহার ডানা।

সাইক্লিং: জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে মানিক মিয়া এভিনিউ থেকে জাতীয় স্টেডিয়াম আনন্দর্যালির আয়োজন করে সাইক্লিং ফেডারেশন। অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকসুদ জাহেদী প্রধান

অতিথি ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম এনডিসি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ড. শেখ মোহাম্মদ জোবায়েদ হোসেন।

দাবা: ওপেন বিভাগ অনূর্ধ্ব-১৮ গ্রুপে রাজশাহী বিভাগের ফিদেমাস্টার সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ, অনূর্ধ্ব-১৬ গ্রুপে ঢাকা বিভাগের ক্যাভিডেটমাস্টার মো. সাজিদুল হক, অনূর্ধ্ব-১৪ গ্রুপে আয়ান রহমান, অনূর্ধ্ব-১২ গ্রুপে সাফায়েত কিবরিয়া আজান, অনূর্ধ্ব-১০ গ্রুপে রায়ান রশিদ মুফক ও অনূর্ধ্ব-৮ গ্রুপে আজান মাহমুদ এবং বালিকা বিভাগ অনূর্ধ্ব-১৮ গ্রুপে নৌবাহিনীর নারী ফিদেমাস্টার ওয়াদিকা আহমেদ, অনূর্ধ্ব-১৬ গ্রুপে বরিশাল বিভাগের



জান্নাতুল শ্রীতি, অনূর্ধ্ব-১৪ গ্রুপে নৌবাহিনীর নারী ক্যাভিডেটমাস্টার ওয়ারসিয়া খুশবু, অনূর্ধ্ব-১২ গ্রুপে নারায়ণগঞ্জের সিদরাতুল মুনতাহা, অনূর্ধ্ব-১০ গ্রুপে ওয়ারসিয়া হায়দার ও অনূর্ধ্ব-৮ গ্রুপে খন্দকার মুখমাতুল মওলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। তবে স্কুল দলগত র‍্যাপিড ওপেন বিভাগ এবং বালিকা বিভাগ উভয় বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সাউথ পয়েন্ট স্কুল এন্ড কলেজ।

নারী ক্রিকেট: চার দলের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা তারুণ্যের উৎসব টি-





ব্যবস্থাপনায় ছিলেন থ্রোবল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শামীম আল মামুন।

মাউন্টেনয়ারিং: বাংলাদেশ মাউন্টেনয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন তারুণ্যের উৎসবের অংশ হিসেবে বেইস ক্যাম্প বাংলাদেশে (সামরিক যাদুঘর) ক্লাইমিং অনুশীলন ও পর্বত আরোহণ যাত্রাংশ প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

বিকেএসপি: আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলনায় তারুণ্যের উৎসব সপ্তম বিকেএসপি কাপ টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টের ৮টি ইভেন্টের মধ্যে ৭টিতে বিকেএসপির খেলোয়াড়রা একচেটিয়া আধিপত্যে বিস্তার করে দলগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। পুরস্কার বিতরণ করেন বিকেএসপির পরিচালক প্রশিক্ষণ কর্নেল মো. গোলাম মাবুদ

টোয়েন্টি নারী ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করে। ফাইনালে বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ ওমেন্স ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন। খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকসুদ জাহেদী। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম এনডিসি।

রোলার স্কেটিং: আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্যে বাংলাদেশ রোলার স্কেটিং ফেডারেশন আনন্দর্যালি বের করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকসুদ জাহেদী। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম এনডিসি।

টেনিস: জাতীয় টেনিস কমপ্লেক্সে জুনিয়র টেনিস ইনিশিয়েটিভ (জেটিআই) প্রোগ্রামের আওতায় টেনিস কার্নিভালের আয়োজন করা হয়। কার্নিভালে ১৮টি স্কুলের প্রথম হতে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম এনডিসি বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

কুস্তি: তারুণ্যের উৎসব কুস্তি প্রতিযোগিতার পুরুষ ও নারী উভয় বিভাগে বাংলাদেশ আনসার দলগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। প্রতিযোগিতায় ৭টি দলের ১৪০ জন পুরুষ ও নারী কুস্তিগীর ২০টি ওজন শ্রেণিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

ভারোত্তোলন: চতুর্থ ইয়ুথ (অনূর্ধ্ব-১৭) জাতীয় ক্লাব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা ও আনন্দর্যালির আয়োজন করে বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশন।

সাঁতার: ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস টিম ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং জেলা ও ক্লাব ক্যাটাগরিতে কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এছাড়া ডাইভিং প্রতিযোগিতায় নৌবাহিনী প্রথম ও বিকেএসপি দ্বিতীয় হয়েছে। বিজয়ীদের পুরস্কৃত করেন রিয়ার

এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ। এর আগে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মুহাম্মদ হিরুজ্জামান। এ আসরে মোট ২৩টি দল অংশগ্রহণ করে।

থ্রোবল: ধানমন্ডি মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে থ্রোবল প্রতিযোগিতা, স্কুল-কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও আনন্দর্যালির আয়োজন করা হয়। বালক বিভাগে বাংলাদেশ জেল এবং বালিকা বিভাগে গাজীপুর ক্রীড়া সংঘ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পাক্ষিক 'ক্রীড়াঙ্গত' পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদ হোসেন খান দুলাল, মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদিকা প্রকৌশলী ফিরোজা করিম নেলী, ইয়োগা অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হারুন, থ্রোবল অ্যাসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আতাউর রহমান, যুগ্মসম্পাদক মো. শরীফুল ইসলাম স্বপন, কোষাধ্যক্ষ এম এ সালাম শান্ত, পরিবেশ অধিদপ্তরের সিনিয়র সহকারী সচিব আব্দুল্লাহ আল মামুন, পরিকল্পনা কমিশনের সিনিয়র সহকারী সচিব মাকসুদা আক্তার মাসু। সার্বিক



হাসান। টুর্নামেন্টে ২২টি দলের ১৩৪ খেলোয়াড় অংশ নেয়।

বিবিধ ক্রীড়া: তারুণ্যের উৎসব ঘিরে বর্তমানে আরও বেশ কিছু ডিসিপ্লিনের খেলা চলমান রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে দেশব্যাপী অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় ফুটবল লিগ ও অনূর্ধ্ব-১৭ বালক ও বালিকা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট অন্যতম। প্রতিবেদন লেখাকালীন সময় তারুণ্যের উৎসব অনূর্ধ্ব-২৩ জাতীয় যুব ভলিবল, অনূর্ধ্ব-১৭ ক্লাব রাগবি ও স্কোয়াশ আয়োজনসহ কিছু ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিযোগিতা চলছিল।



ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) এবারের আসর চলাকালীন নারী বিপিএল নিয়ে অনেক আশাব্যঞ্জক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি ঢাকা ক্যাপিটালসসহ কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি নারী বিপিএলেও দল নিতে চায় বলে খবর বেরিয়েছে। একাদশ বিপিএল নিয়ে নানা সমস্যা ও প্রশ্নের মুখে পড়া বিসিবি অবশ্য তাড়াহুড়ো না করে নারী বিপিএল আয়োজনে ‘ধীরে চলো’ নীতি গ্রহণ করেছে। যার ফলে শেষ পর্যন্ত এবার আর মেয়েদের বিপিএল মাঠে গড়াচ্ছে না।

তবে এরইমধ্যে উয়োমেস ডিপিএল চালু করে দিয়েছে বিসিবি। পঞ্চাশ ওভারের সংস্করণের ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ অনেক বছর ধরেই নারী ক্রিকেটে দেশের প্রধান ও জনপ্রিয় আসর। এ ব্যাপারে বিসিবির নারী বিভাগের প্রধান হাবিবুল বাশার সুমন বলেন, ‘আমরা বিপিএল আয়োজন করতে পারিনি, মেয়েরা যেন অন্তত এই লিগে ভালো ক্রিকেট খেলতে পারে, সেটাই চাই। এবার সিঙ্গেল লিগ পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতার আয়োজন করছি। মান বজায় রেখে দ্রুতই লিগ শেষ করতে চাই। এরপরই মেয়েদের বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব রয়েছে। গরমের আগেই লিগ শেষ করার পরিকল্পনা আছে’।

এবার ৯ দলের আসর

গত বছর উয়োমেস ডিপিএলে দল সংখ্যা ছিল ১০টি। একটি কমে এবার দলের সংখ্যা ৯। সিটি ক্লাব, জাবিদ আহসান সোহেল ক্রিকেট ক্লাব ও রূপালী ব্যাংক এবার খেলছে না। প্রথম বিভাগ থেকে উঠে এসেছে বাংলাদেশ পুলিশ ও শেলটেক ক্রিকেট একাডেমি। এ ছাড়া অন্য দলগুলো হলো মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, আবাহনী লিমিটেড, গুলশান ইয়ুথ ক্লাব, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি), বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, কলাবাগান ক্রীড়া চক্র, খেলাঘর সমাজ কল্যাণ সমিতি।

বেড়েছে অংশগ্রহণ ফি

উয়োমেস ডিপিএলে দলগুলোর অংশগ্রহণ ফি বাড়ানো হয়েছে। এবার লিগে অংশগ্রহণ ফি এক লাখ টাকা বাড়িয়ে চার লাখ টাকা নির্ধারণ

মাঠে গড়িয়েছে নারী ক্রিকেট লিগ

মো. মুলতানুর রহমান



করা হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন দল পাবে দুই লাখ টাকা (যা আগেরবারের চেয়ে ৫০ হাজার বেশি), আর রানার্সআপ দল পাবে দেড় লাখ টাকা। ঢাকার বাইরে ম্যাচ খেলতে প্রতি দলকে ১০ হাজার টাকা পরিবহন খরচ ও লাঞ্চ বাবদ সাত হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। এবারের আসরের ভেন্যুগুলো হলো- মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, সাভারের বিকেএসপি ও ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব) মাঠ।

প্রথম ম্যাচেই হোঁচট মোহামেডানের

গত বার অবিস্থাস্য ধারাবাহিকতা ৯ ম্যাচের ৯টিই জিতে পূর্ণ ১৮ পয়েন্ট নিয়ে অপরাজিতভাবে ঢাকা নারী ক্রিকেট লিগের শিরোপা জিতেছিল মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা এবার নিজেদের প্রথম ম্যাচেই দেখেছে মুদ্রার অন্য পিঠ! প্রথম বিভাগ থেকে উঠে আসা শেলটেক ক্রিকেট একাডেমির বিপক্ষে মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে ৫৩ রানের পরাজয় দিয়ে শুরু হয় মোহামেডানের মিশন। নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন শেলটেকের করা ৯ উইকেটে ২৪৯ রানের জবাবে ১৯৬ রানে অলআউট হয়ে যায় গত আসরের শিরোপাজয়ীরা। প্রথমে ২৮ বলে



ট্রফি সামনে রেখে হাস্যোজ্জ্বল ৯ দলের অধিনায়ক। এবার কার হাতে উঠবে নারীদের প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা?

অপরাজিত ২৮ রান এবং পরে ৩৩ রানে ৩ উইকেট নিয়ে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার জিতেন শেলটেকের লেগ স্পিনার ফাহিমা খাতুন।

অষ্টম উয়োমেস ডিপিএলের উদ্বোধনী দিনের লো স্কোরিং অন্য দুই ম্যাচে জয় তুলে নেয় গুলশান ইয়ুথ ক্লাব ও আবাহনী লিমিটেড। ইউল্যাব ক্রিকেট গ্রাউন্ডে গুলশান ইয়ুথ ক্লাবের বোলারদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ২৮.৪ ওভারে মাত্র ৬৪ রানে গুটিয়ে যায় খেলাঘর সমাজ কল্যাণ সমিতির ইনিংস যা টপকাতে গুলশান ইয়ুথ ক্লাবের খেলতে হয় ১৭ ওভার এবং হারাতে হয় ৩ উইকেট। বিজয়ী দলের অফস্পিনার সান্দিহা ইসলাম আশা ৫.৪ ওভারে ৯ রান খরচে ৬ উইকেট তুলে নিয়ে খেলাঘরের ইনিংসে ধস নামান। অন্যদিকে বিকেএসপির এক নম্বর মাঠে বাংলাদেশ পুলিশ ক্রিকেট ক্লাবকে ৯৮ রানে ‘বুকড’ করে দেওয়ার পর আবাহনী পায় ৪ উইকেটের জয়।

নিগারের আক্ষেপ ও দুঃখ

তাঁর প্রধান পরিচয় বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক। উইকেটকিপার ব্যাটার নিগার সুলতানা জ্যোতি এবারের নারী ক্রিকেট লিগে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শেলটেক ক্রিকেট একাডেমিকে, যে দলটি এতদিন মিরপুর বয়েজ ক্লাব নামে পরিচিত ছিল। টুর্নামেন্ট মাঠে গড়ানোর আগের দিন অংশগ্রহণকারী ৯ দলের অধিনায়ককে নিয়ে মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে ট্রফি উন্মোচন ও ফটোসেশনের আয়োজন করে বিসিবি। সেখানে অনুযোগের সুরে নিগার বলেন, ‘লিগ যদি ধারাবাহিকভাবে না খেলা হয়, তাহলে সেটি অনেক ক্রিকেটারের জন্য দুঃখজনক’। জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা তা-ও নিয়মিত অনুশীলন করার বা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার সুযোগ পান। অন্যদের কথা ভেবেই নিগারের এই দুঃখ। শেষ কবে মিরপুরে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ খেলেছেন, অনেক ভেবে তা মনে করতে হয়েছে নিগারকে, ‘সম্ভবত ২০১১ সালে’।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে গতবারের তৃতীয় স্থান

প্রথম ম্যাচেই হেরেছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান, তাও আবার নবাগত শেলটেক ক্রিকেট একাডেমির বিপক্ষে





পাওয়া রূপালী ক্রীড়া পরিষদ এবারের আসরে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে লিগে ১০ দল থাকার কথা থাকলেও কমে হয়েছে ৯টি, যা নারী ক্রিকেটারদের জন্য সুযোগ কিছুটা সীমিত করে দিয়েছে। এ নিয়েই খানিকটা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন জাতীয় নারী দলের অধিনায়ক, ‘অনেক সময় নারী ক্রিকেটারদের প্রতি অবিচার করা হয়। যারা জাতীয় দলের বাইরে, তাঁদের জন্য ঘরোয়া লিগই নিজেকে প্রমাণের মঞ্চ। লিগে অংশগ্রহণ না থাকলে বা ম্যাচ সংখ্যা কমলে সেটা ক্রিকেটারদের জন্য হতাশাজনক। এবার হয়তো দল কমেছে, তবে প্রতিযোগিতার মান উন্নত হবে। আমি মনে করি, অন্তত চার-পাঁচটি দল বেশ শক্তিশালী। তাই প্রতিটি ম্যাচই ক্রিকেটারদের জন্য জাতীয় দলে জায়গা করে নেওয়ার বড় সুযোগ হবে’।

আরও দু’ বছর খেলতে চান সালমা

বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে খেলেছেন সালমা খাতুন। জিতিয়েছেন

আরও অন্তত দু’ বছর ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে চান নারী জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক সালমা খাতুন



গুলশান ইয়ুথ ক্লাবের অফস্পিনার সান্দিহা ইসলাম আশা প্রথম ম্যাচে খেলাঘরের বিপক্ষে মাত্র ৯ রান খরচে ৬ উইকেট শিকার করেন

এশিয়া কাপের মতো টুর্নামেন্টও। বছর দুয়েক হলো খুলনার এই ক্রিকেটারকে আর জাতীয় দলে দেখা যায়নি। ২০২৩ সালে ভারতের বিপক্ষে মিরপুরে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছিলেন সালমা, সেটাই ছিল এখন পর্যন্ত সাবেক টাইগ্রেস অধিনায়কের সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ। সম্ভবত বাংলাদেশের লাল-সবুজ জার্সি গায়ে তাঁর ক্যারিয়ার শেষই হয়ে গেছে। নারীদের ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে মোহামেডানের হয়ে খেলছেন সালমা। পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী দলটিকে নেতৃত্বও দিচ্ছেন এই স্পিন অলরাউন্ডার। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে নিজের খেলা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সালমা গণমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে বলছিলেন, ‘আসলে ওভাবে কোনো সিদ্ধান্ত এখনও নিইনি আমি। আরও দুই বছর হয়তো-বা খেলব, তারপর সিদ্ধান্ত নেব কী করব না করব’। মোহামেডানের স্কোয়াড নিয়ে সম্ভ্রষ্ট জানিয়ে সালমা বলেন, ‘আমাদের দল ভালো হয়েছে। অবশ্যই চেষ্টা করব গত আসরের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ধারাবাহিকতা ধরে রাখার। দলের ওপর আমার আত্মবিশ্বাস আছে’।

চোখ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে

এবারের নারী প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগে জাতীয় দল ও আশেপাশের ক্রিকেটারদের জন্য অন্য একটি লক্ষ্যও ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। জানুয়ারিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের ব্যর্থতার পর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলার জন্য এখন বাছাই পর্ব উতরাতে হবে বাংলাদেশ দলকে। আগামী ৪-৯ এপ্রিল পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হবে ওই বাছাইপর্ব। উইমেন্স ডিপিএল ক্রিকেট বাছাইয়ের প্রস্তুতি হিসেবেও দেখছেন জাতীয় দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি, ‘সামনে যেহেতু আমাদের কোয়ালিফায়ার আছে, এর আগে এই টুর্নামেন্ট আমাদের জন্য খুবই ফরুত্বপূর্ণ। কদিন আগে আমরা চার দিনের একটি ক্যাম্প করেছি। যে ক্রিকেটাররা সেখানে ছিল, বেশির ভাগই বিভিন্ন ক্লাবের ক্রিকেটার। সেখানেও এভাবে সবাইকে বলা হয়েছে যে, এই টুর্নামেন্ট (ঢাকা

শ্রীলঙ্কার হাসান তিলকরত্নের পর বাংলাদেশ নারী জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সারোয়ার ইমরান

লিগ) যেন আমরা সেই ভিত্তিতেই খেলি, যেভাবে আমরা নিজেদের দেখতে চাই কোয়ালিফায়ারে। এখানে যদি আমরা ভালো ক্রিকেট খেলতে পারি, সেটির প্রভাব কোয়ালিফায়ারে পড়বে’।

তিলকরত্নের জায়গায় ইমরান

বিগত প্রায় আড়াই বছর ধরে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের প্রধান কোচের দায়িত্বে ছিলেন হাসান তিলকরত্নে। শ্রীলঙ্কান এই সাবেক ক্রিকেটার বরাবরই আলোচনার পাদপ্রদীপ থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন। সর্বশেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ মিশন দিয়েই টাইগ্রেসদের সঙ্গে তাঁর চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে। তিলকরত্নে নিজেও বিসিবি-কে সব বুঝিয়ে দিয়ে বাংলাদেশ থেকে বিদায় নিয়েছেন। এরপরই নতুন দেশীয় কোচকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছে বিসিবি। নতুন করে নিগার সুলতানা জ্যোতিদের দায়িত্বের ভার অর্পিত হয়েছে সারোয়ার ইমরানের কাঁধে। উইমেন্স ডিপিএল শুরুর আগে তাঁর তত্ত্বাবধানে কয়েকদিন অনুশীলনও করেছে মেয়েরা।

১৯৮৪ সালে কোচিংয়ে আসা সারোয়ার ইমরান বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের পরিচিত ও অন্যতম জনপ্রিয় মুখ। প্রশিক্ষক হিসেবে লম্বা ক্যারিয়ারে ক্লাব ক্রিকেট তো বটেই এমনকি বাংলাদেশ জাতীয় পুরুষ ক্রিকেট দলেরও কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাঁর অধীনেই ২০০০ সালে ভারতের বিপক্ষে নিজেদের ঐতিহাসিক অভিষেক টেস্ট খেলেছিল বাংলাদেশ। সর্বশেষ মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের প্রধান কোচেরও দায়িত্ব পালন করেছিলেন সারোয়ার ইমরান। টাইগ্রেসদের প্রধান কোচ হওয়ার পর নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলছিলেন, ‘নতুন চ্যালেঞ্জ সামনে, বিশ্বকাপের কোয়ালিফাই ম্যাচ আছে। ব্যাটিংটা অবশ্যই চ্যালেঞ্জ, এটা আমাদের উন্নতি করতেই হবে। কারণ টপ লেভেলে যেতে হলে ব্যাটিংয়ের বিকল্প কিছু নেই’।

এক সেঞ্চুরি, অনেক কীর্তি

মো. মনির উদ্দিন



চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারতের বিপক্ষে টেসে জিতে প্রথম দুই ওভারে দুই রানে দুই উইকেট খুইয়ে কী বিপদেই না পড়েছিল বাংলাদেশ।

দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট

স্টেডিয়ামে এরপর মোহাম্মদ শামি, হারিশ রানা ও অক্ষর প্যাটেলের তাণ্ডবে ৮.৩ ওভারে মাত্র ৩৫ রানের মধ্যেই ৫ উইকেট হারিয়ে রীতিমতো কাঁপছিল টাইগারদের ড্রেসিংরুম।
রোহিত শর্মা স্লিপে দাঁড়িয়ে জাকের আলীর ক্যাচ না ছাড়লে উইকেট সংখ্যার ঘরে বসতো

আত্মবিশ্বাস এবং সেটির প্রয়োগ ঘটান হাতখুলে মেরে খেলার মাধ্যমে। উভয়েই খেলেন ওয়ানডেতে ক্যারিয়ারসেরা ইনিংস। ১১৪ বলে ৬৮ রান করে জাকের আলী আউট হয়ে গেলেও তাওহিদ হুদয় ঠিকই তুলে নেন সেঞ্চুরি, ১১৮ বলে ১০০ রান। নব্বই পেরুনো দুটি ইনিংসের পর শতকের দেখা পেলেন তিনি। দু'জনের জুড়িদারিতে ষষ্ঠ উইকেটে বাংলাদেশ পায় ১৫৪ রান যা রেকর্ডের বেশ কয়েকটি পাতায় আঁচড় কাটতে সমর্থ হয়েছে। যদিও হুদয়-জাকেরের ব্যাটে ভর করে ৪৯.৪ ওভারে ২২৮ রান তোলা বাংলাদেশ কোনো রকম লড়াই ছাড়াই ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করে ৬ উইকেটের ব্যবধানে।



‘৬’
এবং
একইসঙ্গে
হয়ে যেত প্যাটেলের
হ্যাটট্রিকও। শূন্য রানে
‘জীবন’
জাকের
হাতে
দারুণ

দলের বিপর্যয় রুখে দেওয়ার মানসিকতায় দেখে শুনে ধীরস্থিরভাবে ৮৫ বলে হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করা হুদয় এরপরই মূলত ‘গিয়ার’ পরিবর্তন করে মেরে খেলতে শুরু করেন।

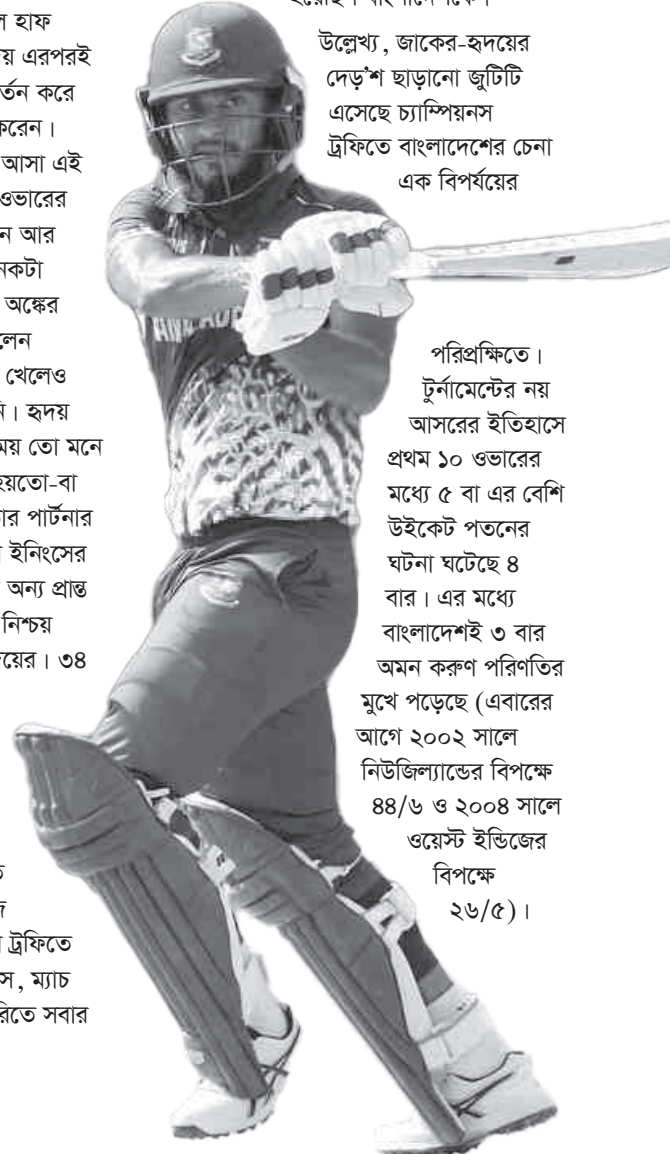
সপ্তম ওভারে উইকেটে আসা এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান চল্লিশ ওভারের পর পেশিতে টান খাওয়ায় যেন আর দৌড়াতে পারছিলেন না। অনেকটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আকাজিত তিন অঙ্কের ম্যাজিক্যাল ফিগার হুদয় ছুঁয়ে ফেলেন

১১৪ বলে। অবশ্য এরপরের চার বল খেলেও আউটের আগে আর কোনো রান পাননি। হুদয় একা যে ১০০ রান করেছেন, একটা সময় তো মনে হয়েছিল পুরো বাংলাদেশ দল মিলেও হয়তো-বা ওই রান করতে পারবে না! এক্ষেত্রে তাঁর পার্টনার জাকের আলীর ৬৮ রানের মহামূল্যবান ইনিংসের কথা ভুলে গেলে চলবে না। উইকেটের অন্য প্রান্ত থেকে ওরকম যোগ্য সহায়তা না পেলে নিশ্চয় সেঞ্চুরি তুলে নেওয়া সম্ভব হতো না হুদয়ের। ৩৪ ওয়ানডের ক্যারিয়ারে প্রথম শতকের আগে গত বছরের মার্চে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অপরাজিত ৯৬ রানই ছিল তাঁর সর্বোচ্চ। সেই ইনিংসের পর ৪টি ওয়ানডে খেলে কোনোটিতেই ২২ রানের বেশি করতে পারেননি। গত ডিসেম্বরে চোটের কারণে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের দলেও ছিলেন না। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে মাঠে ফিরেই গড়লেন অন্যরকম ইতিহাস, ম্যাচ জেতাতে না পারলেও দুর্দান্ত এক সেঞ্চুরিতে সবার হুদয় জয় করেছেন তাওহিদ হুদয়।

ষষ্ঠ উইকেটে রেকর্ড

দুবাইয়ে ভারতীয় বোলারদের তাণ্ডবে ৩৫ রানে বাংলাদেশের পঞ্চম উইকেট পড়ার ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে ২০৬ বলে ১৫৪ রানের দুর্দান্ত জুটি গড়েন তাওহিদ হুদয় ও জাকের আলী অনিক। ওয়ানডেতে ষষ্ঠ উইকেটে এটিই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পার্টনারশিপের নতুন রেকর্ড। এর আগে ষষ্ঠ উইকেটে সর্বোচ্চ অবিচ্ছিন্ন ১৫০ রানের জুটির একপ্রান্তেও ছিলেন জাকের আলী। ২০২৪ সালের ১২ ডিসেম্বর সেন্ট কিটসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৭১ রানের মাথায় ৫ উইকেট হারানোর পর পঞ্চাশ ওভার শেষে আর কোনো উইকেটের পতন ছাড়াই বাংলাদেশের ইনিংস ৩২১ রান পর্যন্ত টেনে নিয়েছিলেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ (৬৩ বলে অপরাজিত ৮৪) ও জাকের আলী অনিক (৫৭ বলে অপরাজিত ৬২)। এত বড় স্কোর গড়ার পরও বোলারদের ব্যর্থতায় ওই ম্যাচটা ৪ উইকেটে হারতে হয়েছিল বাংলাদেশকে।

উল্লেখ্য, জাকের-হুদয়ের দেড়শ ছাড়ানো জুটিটি এসেছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বাংলাদেশের চেনা এক বিপর্যয়ের



পরিপ্রক্ষিতে।
টুর্নামেন্টের নয়
আসরের ইতিহাসে
প্রথম ১০ ওভারের
মধ্যে ৫ বা এর বেশি
উইকেট পতনের
ঘটনা ঘটেছে ৪
বার। এর মধ্যে
বাংলাদেশই ৩ বার
অমন করুণ পরিণতির
মুখে পড়েছে (এবারের
আগে ২০০২ সালে
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে
৪৪/৬ ও ২০০৪ সালে
ওয়েস্ট ইন্ডিজের
বিপক্ষে
২৬/৫)।

ওয়ানডে ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি তুলে নেওয়ার জন্য আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির মতো বড় আসর বেছে নিয়েছেন তাওহিদ হুদয়

একই ম্যাচে জাকের আলী অনিক খেলেছেন ক্যারিয়ারসেরা ৬৮ রানের ইনিংস



হৃদয় ও জাকের মিলে ষষ্ঠ উইকেটে ১৫৪ রানের জুটি গড়ে একাধিক রেকর্ডের জন্ম দিয়েছেন

জুটিতে এটাই সর্বোচ্চ

তাওহিদ হৃদয় ও জাকের আলীর মধ্যকার ষষ্ঠ উইকেটে ১৫৪ রান ভারতের বিপক্ষে যে কোনো উইকেটেই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সংগ্রহ। পেছনে পড়ে গেল সপ্তম উইকেটে ১৪৮ রানের আগের জুটির কীর্তি, ২০২২ সালের ৭ ডিসেম্বর মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে যেটি গড়েছিলেন মেহেদী হাসান মিরাজ (৮৩ বলে অপরাজিত ১০০) ও মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ (৯৬ বলে ৭৭)। তাঁরা দু'জনে ৬/৬৯ থেকে ২১৭/৭ পর্যন্ত টেনে নিয়ে বাংলাদেশকে দিয়েছিলেন ৭ উইকেটে ২৭১ রানের সংগ্রহ এবং বোলারদের দৃঢ়তায় নাটকীয়ভাবে ৫ উইকেটে জিতেছিল বাংলাদেশ।

ভারতের বিপক্ষে পঞ্চম

বাংলাদেশের পঞ্চম ব্যাটসম্যান হিসেবে ওয়ানডেতে ভারতের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেছেন তাওহিদ হৃদয়। তাঁর আগে এই সংক্রমে ভারতীয় বোলারদের পিটিয়ে শতক হাঁকানো অন্য ৪ জন বাংলাদেশি ব্যাটসম্যান হলেন- অলক কাপালি (৯৬ বলে ১১৫, করাচি, ২৮ জুন ২০০৮, ভারত ৭ উইকেটে জয়ী), মুশফিকুর রহিম (১১৩ বলে ১১৭, ফতুল্লা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, ভারত ৬ উইকেটে জয়ী),

লিটন দাস (১১৭ বলে ১২১, দুবাই, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮, ভারত ৩ উইকেটে জয়ী) ও মেহেদী হাসান মিরাজ (৮৩ বলে অপরাজিত ১০০, মিরপুর, ৭ ডিসেম্বর ২০২২, বাংলাদেশ ৫ রানে জয়ী)। পাঁচ সেঞ্চুরিয়ানের মধ্যে কেবল মিরাজই জয়ের আনন্দ নিয়ে মাঠ ছাড়তে পেরেছিলেন, অন্য চারজনকে পুড়তে হয়েছে পরাজয়ের যন্ত্রণায়।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে সর্বোচ্চ

তাওহিদ হৃদয় ও জাকের আলীর ষষ্ঠ উইকেটে ১৫৪ রান চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ইতিহাসে এই উইকেটে সর্বোচ্চ পার্টনারশিপ। ইতিপূর্বে ষষ্ঠ উইকেটে ১৩১ রান যোগ করে শীর্ষে ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার জাস্টিন কেম্প (১১০ বলে ৬৪) ও মার্ক বাউচার (৯৮ বলে ৬৯), ২০০৬ সালের টুর্নামেন্টে মোহালিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে। ম্যাচটিতে ১২৪ রানের বড় জয় পেয়েছিল প্রোটিয়ারা।

তামিম ইকবালের পর

২০১৭ সালে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে অনুষ্ঠিত আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ওভালে স্বাগতিক ইংলিশদের বিপক্ষে ১২৮ রান করেছিলেন তামিম ইকবাল। এই বাঁহাতি ওপেনারের ১৪২ বলের ইনিংসে ছিল ১২ বাউন্ডারি ও ৩ ছক্কার মার। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সেটিই ছিল তামিমের প্রথম ম্যাচ। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি অভিষেকে সেঞ্চুরি করা প্রথম কোনো বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানের রেকর্ড সেদিন গড়েছিলেন তিনি। এবার ভারতের বিপক্ষে ১০০ রান করার সুবাদে তাওহিদ হৃদয় হলেন টুর্নামেন্টে অভিষেকে শতক হাঁকানো দ্বিতীয় বাংলাদেশি ব্যাটসম্যান, সব মিলিয়ে নবম। এ ছাড়া ভারতের মোহাম্মদ কাইফের (২০০২ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে অপরাজিত ১১১) পর ওপেনারদের বাইরে অভিষেকে সেঞ্চুরিতেও হৃদয় দ্বিতীয়।

আরও তিন সেঞ্চুরিয়ান

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অভিষেকে সেঞ্চুরি করা তামিম

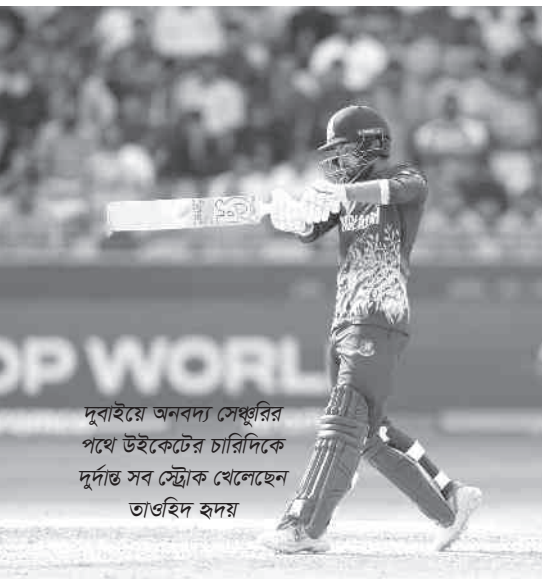
ইকবাল ও তাওহিদ হৃদয়ের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। ওই দু'জনের বাইরে টুর্নামেন্টের ইতিহাসে বাংলাদেশ পেয়েছে আরও ৩টি সেঞ্চুরির দেখা- শাহরিয়ার নাফিস (১৬১ বলে অপরাজিত ১২৩, বিপক্ষে জিম্বাবুয়ে, জয়পুর, ১৩ অক্টোবর ২০০৬), সাকিব আল হাসান (১১৫ বলে ১১৪, বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, কার্ডিফ, ৯ জুন ২০১৭) ও মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ (১০৭ বলে অপরাজিত ১০২, বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, কার্ডিফ, ৯ জুন ২০১৭)। সাকিব ও রিয়াদ সেঞ্চুরি করেছিলেন একই ম্যাচে, গত আসরে কার্ডিফে নিউজিল্যান্ডের করা ২৬৫ রান তাড়া করতে নেমে বাংলাদেশ ৩৩ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে মহাবিপদে পড়ার পর ওই দুই পাণ্ডবের জোড়া সেঞ্চুরিতে পঞ্চম উইকেটে ২২৪ রানের মহাকাব্যিক জুটির সুবাদে বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত ৫ উইকেটে ম্যাচ জিতে লিখেছিল সেমিফাইনালে ওঠার গৌরবময় ইতিহাস।

হৃদয়ের প্রথম শতক

ভারতের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ১১৮ বলে ৬ বাউন্ডারি ও ২ ছক্কার সাহায্যে কাঁটায় কাঁটায় ১০০ রানে আউট। ওয়ানডে ক্যারিয়ারে এটিই তাওহিদ হৃদয়ের সর্বোচ্চ ইনিংস এবং ৩৪তম ম্যাচের ৩০তম ইনিংসে প্রথম সেঞ্চুরি। এই সংক্রমে তাঁর আগের সর্বোচ্চ সংগ্রহ ছিল অপরাজিত ৯৬ রান, যেটি করেছিলেন গত বছরের মার্চে, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে চট্টগ্রামে। তাওহিদ হৃদয় ২০২৩ সালের ১৮ মার্চ সিলেটে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে অভিষেকেই সেঞ্চুরির সুবাস পেতে পেতে হারিয়ে ফেলেছিলেন দুটো বাউন্ডারির দ্রুত্রে, ৮৫ বলে ৯২ রান করে হয়েছিলেন বোল্ড আউট।

জাকের ক্যারিয়ারসেরা

ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত পারফরম্যান্সের সুবাদে বর্তমানে বাংলাদেশের সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন তাঁকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'রেডি প্রোডাক্ট' হিসেবে। গত বছরের মার্চে জাতীয় দলের হয়ে প্রথম টি-টোয়েন্টি খেলতে নেমেই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিলেটে ৩৪ বলে ৬৮ রানের 'বিস্ফোরক' ইনিংস খেলে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন জাকের আলী অনিক। ২৭ বছর বয়সী এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যানের ওয়ানডে ডেবু ২০২৪ সালের ৯ নভেম্বর। আফগানিস্তানের বিপক্ষে শারজায় ২৭ বলে অপরাজিত ৩৭ রান দিয়ে শুরু করে ১, ৪৮ ও ৩ রানের পর এই সংক্রমে প্রথম হাফ সেঞ্চুরির দেখা পান গত ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেতে, ৫৭ বলে অপরাজিত ৬২ রান। ক্যারিবিয়দের সঙ্গে সেন্ট কিটসে যেখানে শেষ করেছিলেন, চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারতের বিপক্ষে দুবাইয়ে যেন সেখান থেকেই শুরু করে করেন জাকের এবং আউট হওয়ার আগে করেন ক্যারিয়ারসেরা ৬৮ রান। ৩ টেস্টের ৬ ইনিংসে ২৩৬ রান জাকের আলী এই ফরম্যাটে সর্বোচ্চ ইনিংস ৯১।



দুবাইয়ে অনবদ্য সেঞ্চুরির পথে উইকেটের চারিদিকে দুর্দান্ত সব স্ট্রোক খেলেছেন তাওহিদ হৃদয়



সেই ২০০৯-১০ মৌসুমে ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সর্বশেষ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এবং তারপরের বার (২০১০-১১)

রানার্সআপ। ডিপিএল ২০১৩-১৪ মৌসুমে লিস্ট 'এ' স্বীকৃতি পাওয়ার পর ঢাকার ক্রিকেটের ঐতিহ্যবাহী দলটি কয়েকবার দুর্দান্ত স্কোয়াড সাজিয়েও শেষ হাসি হাসতে পারেনি। গতবার সম্ভাবনা জাগিয়েও ইমরুল কায়েসের নেতৃত্বে শেষ পর্যন্ত রানার্সআপ হয়েই সম্মুখ থাকতে হয় মোহামেডানকে এবং লিগের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে শিরোপা অক্ষুণ্ণ রাখে আবাহনী লিমিটেড।

গত এক দশক ধরে প্রিমিয়ার ক্রিকেটে নিরঙ্কুশ দাপট দেখানো আবাহনী ক্ষমতার পালাবদলে এবার অনেকটাই শক্তি হারিয়ে শীর্ষ থেকে মাঝারি সারির দলে পরিণত হয়েছে। বিপরীতে এক ঝাঁক প্রতিষ্ঠিত তারকায ঠাসা দারুণ ভারসাম্যপূর্ণ ও শক্তিশালী দল গড়েছে মোহামেডান। দলবদলের পর সার্বিক পর্যালোচনায় কাগজে-কলমে এক নম্বর দলের তকমা পাওয়া সাদা-কালো জার্সিধারীরা দীর্ঘ দেড় দশকের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে এবার ট্রফির দেখা পেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না, বরং সেটাই হবে স্বাভাবিক। তামিম ইকবালের অধিনায়কত্বে মুশফিকুর রহিম ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদকে নিয়ে গতবার বিপিএলের প্রথম শিরোপা জেতা ফরচুন বরিশাল এবারও ওই তিনজনকে রেখে ট্রফি ধরে রেখেছে। বাংলাদেশের ক্রিকেটের আলোচিত এই 'তিন পাণ্ডব' একজোট হয়ে এবার নতুন মিশন শুরু করবেন মোহামেডানের জার্সি গায়ে। মার্চের শুরুর দিকে পবিত্র রমজানের মধ্যে শুরু হতে যাওয়া ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বরাবরের মতো অংশগ্রহণ করার অপেক্ষায় রয়েছে ১২টি দল। গত মৌসুমের ধারাবাহিকতায় এবারও ডিপিএলে কোনো বিদেশি ক্রিকেটার খেলার সুযোগ পাচ্ছে না। লিগের ম্যাচগুলো হবে মিরপুরের শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম এবং বিকেএসপি ৩ ও ৪ নম্বর মাঠে। দলবদলের বাজারে আগেভাগেই নেমে পড়া মোহামেডান ভেতরে ভেতরে দল গোছানোর কাজ অনেকটাই এগিয়ে রাখে। তবে দু'দিনব্যাপী দলবদলের শেষ দিনেই তারা আনুষ্ঠানিকভাবে স্কোয়াড চূড়ান্তের কাজ সম্পন্ন করে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা না হলেও তামিম ইকবালই দলকে নেতৃত্ব দেবেন বলে জানা গেছে। প্রাইম ব্যাংক থেকে আসা বাঁহাতি এই অভিজ্ঞ ওপেনারের অধিনায়কত্বেই হারানো শিরোপা পুনরুদ্ধারের মিশনে নামবে মোহামেডান। তামিম কেবল একাই আসেননি, প্রাইম ব্যাংক থেকে নিয়ে এসেছেন উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান মুশফিকুর রহিম ও অভিজ্ঞ বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলামকে। এ ছাড়া গতবারের স্কোয়াড থেকে আরও কয়েকজনের সঙ্গে ধরে রাখা হয়েছে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদকে। ফরম্যাট যখন ওয়ানডে, এই তিন পাণ্ডবের সম্মিলনে দুর্দান্ত কিছু আশা করতেই পারে দলটি।



মুশফিকুর রহিম, তামিম ইকবাল ও মাহমুদউল্লাহ- বাংলাদেশের 'তিন পাণ্ডব' এবার খেলবেন শক্তিশালী মোহামেডানে

শিরোপা-খরা ঘোচাতে পারবে মোহামেডান?

মো. মুলতানুর রহমান

তামিম, মুশফিক ও মাহমুদউল্লাহর পাশাপাশি পেস মোহামেডানের ব্যাটিং লাইনআপে আরও রয়েছে বেশ কিছু বড় নাম। এর মধ্যে তাওহিদ হুদয়, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন ও আরিফুল ইসলামের মতো প্রতিশ্রুতিশীলরা যেমন আছেন, তেমনি রয়েছেন রনি তালুকদারের মতো অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যানও। অলরাউন্ডার বিভাগে প্রথমেই থাকবেন মেহেদী হাসান মিরাজ। অভিজ্ঞ

এই অফস্পিন অলরাউন্ডারের পাশাপাশি পেস অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিনও হবেন সমান কার্যকরী। এ ছাড়া ব্যাটে-বলে পারফর্ম করতে সক্ষম আরিফুল হক, আনিসুল ইসলাম ইমন, আবু হায়দার রনি ও আরাফাত সানি মুখা। বিশেষজ্ঞ স্পিনার হিসেবে তাইজুল ইসলামের কথা বলা হয়েছে আগেই, থাকছেন আরেক বাঁহাতি স্পিনার নাসুম আহমেদ। পেস ইউনিটের 'নেতা' হিসেবে তাসকিন আহমেদকে ধরলে সেখানেও রীতিমতো 'তারকাজট'- ইবাদত হোসেন, মুশফিক হাসান, ইকবাল হোসেন ইমন ও শহীদউদ্দিন। সব মিলিয়ে এবার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের স্কোয়াড শক্তিশালী, প্রতিভাবান ও অভিজ্ঞ। তারা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন নিয়েই মাঠে নামবে। হাতে যথেষ্ট বিকল্প থাকায় এদের মধ্য থেকে কাকে রেখে কাকে বাদ দেই ভাবতে ভাবতে একাদশ সাজাতে দারুণ মধুর সমস্যায় পড়তে হতে পারে মোহামেডানকে।

আগেরবার ধানমন্ডি ক্লাবে খেলা সাকিব আল হাসান অনলাইনে দলবদল করেও চব্বিশ ঘন্টা না যেতেই নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ক্রিকেটার হিসেবে অনিশ্চয়তাময় ভবিষ্যতের সামনে থাকা এই স্পিন অলরাউন্ডারকে নিয়ে লিজেন্ডস অব রুপগঞ্জ 'হাইপ' তুললেও শেষ পর্যন্ত তাঁর ডিপিএলে খেলা হচ্ছে না। তারপরও একঝাঁক তরুণ ও মেধাবী ক্রিকেটার নিয়ে যথেষ্ট শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ দল সাজিয়েছে ক্লাবটি। যে কারণে মোহামেডানের পর এবারের লিগে দ্বিতীয় সেরা দল মনে করা হচ্ছে রুপগঞ্জকে। সৌম্য সরকার, তানজিদ হাসান তামিম, জাকের আলী অনিক ও তানজিম হাসান সাকিব- বাংলাদেশের হয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে



নাজমুল হোসেন শান্ত : আবাহনী

খেলা চার তারকার পাশাপাশি আবাহনী থেকে মাহমুদুল হাসান জয় ও বাঁহাতি স্পিনার তানবির ইসলাম, সঙ্গে প্রাইম ব্যাংক থেকে শেখ মেহেদী হাসান, রেজাউর রহমান রাজা, ধানমন্ডি ক্লাবের সাইফ হাসান, শাইনপুকুরের হয়ে গত লিগ খেলা আকবর আলী... এরা সবাই এবার লিজেডস অব রূপগঞ্জের হয়ে মাঠ মাতাবেন।

সর্বশেষ বিপিএলে খুলনা টাইগার্সের কোচ হিসেবে তালহা জুবায়ের সবার নজর কেড়েছেন। জাতীয় দলের সাবেক এই পেসার ঢাকা লিগে মোহাম্মদ সালাউদ্দিনের জায়গায় প্রাইম ব্যাংকের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্বপালন করবেন। নির্ভরযোগ্য পারফরমার জাকির হাসান (বাঁহাতি উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান), শাহাদাত হোসেন দীপু, পেস বোলার হাসান মাহমুদ, বাঁহাতি স্পিনার নাজমুল ইসলাম অপু, ওপেনার নাসিম শেখ, সাকিবর হোসেন, শামীম পাটোয়ারী, খালেদ আহমেদ, আবদুল্লাহ আল মামুন, রিশাদ হোসেন, ইরফান শুক্কুর, আরাকাত সানি ও নাহিদ ইসলামদের নিয়ে বেশ চমৎকার দল গড়েছে প্রাইম ব্যাংক।

এবারের দল বদলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দল আবাহনী। নাইম শেখ, এনামুল হক বিজয়, মাহমুদুল হাসান জয়, জাকের আলী অনিক, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, আফিফ হোসেন ও তাসকিন আহমেদসহ আগেরবারের প্রথম একাদশের অন্তত ১০ জন নিয়মিত ক্রিকেটার এবার আবাহনী ছেড়েছেন। সবশেষ দুই আসরের শিরোপাধারী এবং গত এক দশকের মধ্যে ছয় বার চ্যাম্পিয়ন হওয়া দলটি এবার অনুমিতভাবেই ফেব্রুয়ারিদের সারিতে থাকছে না। নাজমুল হোসেন শান্ত, মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত ও তরুণ বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান ছাড়া সেই অর্থে কোনো নামী ও প্রতিষ্ঠিত পারফরমার আবাহনীতে নেই। নতুন করে যারা এসেছেন তাদের মধ্যে ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন, মোহাম্মদ মিঠুন, মুমিনুল হক, নাহিদ রানা, জিসান আলম ও রিপন মন্ডলের নাম উল্লেখযোগ্য। এর বাইরে আকাশী হলুদ শিবিরে নাম লেখানোদের মধ্যে আছেন শাহরিয়ার কমল, শামসুল ইসলাম অনিক, মেহেদী হাসান, মাহফুজুর রহমান রাবিব, এস এম মেহরব হাসান, এনামুল হক ও নাইমুর রহমান নয়ন। প্রায় এক যুগ ধরে আবাহনীর প্রধান কোচের পদে থাকা খালেদ মাহমুদ সূজন এবার দলটিতে থাকছেন না। আবাহনীর নতুন কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিসিবির নির্বাচকের পদ ছেড়ে আসা হান্নান সরকার। অন্যদিকে খালেদ মাহমুদ সূজন এবার সামলাবেন প্রিমিয়ার লিগে ওঠা নতুন দল গুলশান ক্রিকেট ক্লাবের দায়িত্ব।

পারিশ্রমিক কমায় খেলোয়াড়দের হতাশা...

ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি আসর বিপিএলের পর এবার দেশের লিস্ট 'এ' ক্রিকেটের একমাত্র ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্টেও ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিকে লেগেছে বড়সড় ধাক্কা। বিশেষ করে ক্লাবগুলোর 'সিডিকেটের' কারণে উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে পারিশ্রমিক, দেশের সামগ্রিক বাস্তবতা মাথায় রাখলেও ক্রিকেটাররা সংবাদমাধ্যমের কাছে হতাশা লুকাননি। এমনিতে ডিপিএলে পারিশ্রমিকের অঙ্ক সাধারণত কখনোই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয় না। এমনি



রিশাদ হোসেন : প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব

বেশিরভাগ সময় মৌখিকভাবেই সেরে নেওয়া হয় আর্থিক চুক্তি। জানা গেছে, এবার কথাবার্তা চূড়ান্ত হওয়ার পরও একাধিক ক্লাব অন্তত পারিশ্রমিক কমানোর অনুরোধ করেছে ক্রিকেটারদের। কোনো উপায় না দেখে কমানো পারিশ্রমিকেই খেলতে রাজি হয়েছেন ক্রিকেটাররা। 'সব জায়গায় উন্নতি হয়, আমাদের নিচের দিকে যাচ্ছে'- আক্ষেপমাখা কণ্ঠে পারিশ্রমিকের বিষয়ে বলছিলেন আবাহনীতে যোগ দেওয়া মোহাম্মদ মিঠুন। প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব থেকে মোহাম্মদানে যোগ দেওয়া তাইজুল ইসলাম বলেন, 'আন্টিমেটলি টাকার জন্যই তো খেলে ক্রিকেটাররা। প্রত্যেক টুর্নামেন্ট থেকেই যখন টাকা কমে যায়, অবশ্যই এটা একটা দুঃখজনক বিষয়। শুধু জাতীয় দলের ক্রিকেটার নয়, অনেক ক্রিকেটার আছে যাদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে পরিবার চালাতে হয়। তাঁদের অনেক কঠিন হয়ে যায়। আমার মনে হয়, ইনশাআল্লাহ এই পরিস্থিতি দ্রুত কেটে যাবে'। মোহাম্মদানের ম্যানেজার সাজ্জাদ আহমেদ শিপনও মনে নিয়েছেন পারিশ্রমিক সমস্যার কথা, 'দিন শেষে সব দলেরই (পারিশ্রমিকের) সমস্যাটা

চলছে, চলবে। এর মধ্যেই যেভাবে পারা যায়, এডজাস্ট করার চেষ্টা করছি'।

টিভিতে সম্প্রচার করা হবে

বিসিবির কাছ থেকে তিন বছরের জন্য ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের সম্প্রচার ও স্পনসরশিপ স্বত্ব কিনে নিয়েছে ইমাগো অ্যান্ড কনসোর্টিয়াম। তাদের মাধ্যমে নিজেদের টেলিভিশন ও ইউটিউব চ্যানেলে খেলা দেখাবে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল টি-স্পোর্টস। বিষয়টি নিশ্চিত করে সিসিডিএম প্রধান সালাহউদ্দিন চৌধুরী বলেন, 'মিরপুরের সবগুলো ম্যাচ দর্শকেরা টি-স্পোর্টসে দেখতে পারবেন। আর বিকেএসপির ম্যাচগুলো টি-স্পোর্টস ইউটিউব চ্যানেলে দেখা যাবে। এ নিয়ে বিসিবির সঙ্গে তাদের একটি চুক্তি হয়েছে।' এই চুক্তির আওতায় জাতীয় ক্রিকেট লিগের ম্যাচও দেখানোর কথা রয়েছে বলে জানান বিসিবির এই পরিচালক। জানা গেছে, ওটিটি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেশের বাইরেও প্রিমিয়ার লিগের খেলা দেখানোর চেষ্টা করবে টি-স্পোর্টস কর্তৃপক্ষ।



তানজিদ হাসান তামিম : লিজেডস অব রূপগঞ্জ



সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরের জন্য জাতীয় নারী ফুটবল দল

নারী ফুটবলের সংকট অবমান হয়েও হলো না

মো. সামিম সরদার



দেশের নারী ফুটবলে হঠাৎ করে গভীর সংকট। ইংলিশ কোচ পিটার বাটলারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে ১৮ ফুটবলার অনুশীলন বর্জন করে আসছেন। এই কোচ

দায়িত্বে থাকলে তাঁরা মাঠে ফিরবেন না, প্রয়োজনে খেলাই ছেড়ে দেবেন- এমন ঘোষণাও দিয়েছিলেন। পাঁচটা বিদ্রোহ করেছিলেন কোচ পিটার নিজেও। এই পরিস্থিতির জন্য তিনি সিনিয়র ৮ খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে নালিশও করেছিলেন। তাদের দলে রাখলে তিনিও থাকবেন না-এমন কথা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন গণমাধ্যমকে। সাবিনাসহ সিনিয়রদের এই বিদ্রোহের মধ্যেই জাতীয় ফুটবল দল সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরে গেছে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলে। ১৮ ফুটবলারকে বাদ দিয়েই নতুন এক দল নিয়ে কোচ গেছেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিতে। দ্বন্দ্ব আর বিদ্রোহে এলোমেলো হয়ে যাওয়া দেশের নারী ফুটবলে স্বস্তির বাতাসও বইছিল হঠাৎ করে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি সাবিনারা বাফুফের নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণের সাথে আলোচনা করেন এবং পিটারের অধীনেই

অনুশীলনে ফিরতে রাজী হন। মেয়েদের সাথে আলোচনার পর কিরণ নিজেই গণমাধ্যমকে বলেন-সাবিনারা অনুশীলনে ফিরবেন। তবে এখনই নয়, জাতীয় দল সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর থেকে ফিরে আসার পর কিছুদিন ছুটিতে থাকবেন। তারপর সবাইকে এক সাথে ক্যাম্পে ডাকা হবে।

যদিও ওই ঘোষণার পর বিদ্রোহী ফুটবলারদের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলা হয়নি। কোচ পিটার বাটলার অবশ্য তারপর গণমাধ্যমে কথা বলেছেন এবং কয়েকজন সিনিয়র খেলোয়াড়কে নিয়ে তার যে আপত্তি আছে সেটা বুঝিয়েছেন। বাফুফে থেকে পিটারকে এ বিষয়ে গণমাধ্যমে কথা বলতে বারণ করা হয়েছে। পিটার অবশ্য সেসব শুনছেন না। সাংবাদিকরা কথা বলতে চাইলেই তিনি উদার। এ সব নিয়ে মাঝে জটিলতাও বেড়েছে। বাফুফের বিশেষ কমিটি কোচ কতটা শৃঙ্খলা বজায় রাখছেন সেটাও খতিয়ে দেখেছে। বিদ্রোহীরা বলেছেন তারা ফিরবেন। কোচ নিজের অবস্থানেই আছেন। তাহলে সংকট সমাধান হলো কীভাবে? এ মুহূর্তে বাফুফে ভবনের ক্যাম্প ফাঁকা। জাতীয় দল আরব আমিরাত যাওয়ায় ক্যাম্পের অন্য খেলোয়াড়দেরও ছুটি দিয়েছে বাফুফে। ফের কবে সবাইকে ডাকা হবে সে বিষয়ে বাফুফে

এখনো কোনো ধারণা দিতে পারেনি। কাদের ডাকা হবে না তা নিয়েও আছে নানা প্রশ্ন। ফের ক্যাম্পে শুরুর সময় নতুন নাটকও দেখা যেতে পারে। যথাসময়ে সংকট নিরসনে ব্যর্থ হওয়া বাফুফে এখন কী কৌশলে হাঁটছে, সেটা বোঝা যাবে নতুন করে ক্যাম্পে শুরুর পর।

যে ১৮ ফুটবলার বিদ্রোহের কারণে জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় আছেন। ক্যারিয়ারের সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে সাবিনা, কুম্ভা, সানজিদা, মাসুমা, সিনিয়র শামসুন্নাহার, নীলা, সুমাইয়া, মারিয়াদের। তবে এখনো টগবগে ঋতুপর্ণা, মনিকা, রূপনা, তহরা, জুনিয়র শামসুন্নাহাররা। বাকিদের ক্যারিয়ারতো শুরু। নতুন করে ক্যাম্পে কাদের ডাকা হবে, তা দেখলেই বোঝা যাবে বাফুফে কোন পথে হাঁটছে?

বিদ্রোহীরা এরই মধ্যে বড় দুটি ধাক্কা খেয়েছে। প্রথমত তারা এখন বাফুফের চুক্তির বাইরে। সাবিনাদের বাইরে রেখে ৩৭ ফুটবলারের সাথে চুক্তি করেছে বাফুফে। দ্বিতীয়ত সাবিনাদের বাদ দিয়ে তৈরি হয়েছে জাতীয় দল। বাফুফের এই দুটি সিদ্ধান্ত আভাস দিচ্ছে কোনো কিছুই কারও জন্য থেমে থাকে না। জাতীয় দল আরব আমিরাত যাওয়ার আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে বিদ্রোহীদের



সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের কোচ প্রধান পিটার বাটলার



বিমানবন্দরে নারী ফুটবল দল

ভাগ্যে কী আছে তা নিয়ে কথা বলেছেন কোচ পিটার বাটলার। তিনি এ প্রসঙ্গে কৌশলেই মন্তব্য করেছেন। সবার জন্য তাঁর দরজা খোলা-এমন কথা বলে তিনি পরিস্থিতি উন্নতির একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে এটাও বলেছেন-ওই গ্রুপে কিছু ভালো ফুটবলার আছে। যাদের কোয়ালিটিকে তিনি সম্মান করেন।

আরব আমিরাত যাওয়ার আগে তিনি এমন কথা বললেও তার তিন দিন আগে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে যাননি একুশে পদক গ্রহণ করতে। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন- ঠিকমত বাফুফে তাঁকে অবহিত করেনি, অনুশীলন ছিল ও জ্বর ইত্যাদি। কোচ এমন কথা বললেও এমনও শোনা গেছে তিনি সাবিনাদের সাথে ওই অনুষ্ঠানে যাননি ইচ্ছা করেই। এমনকি তাঁর সহকারী কোচরাও ছিলেন অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত। এসব অঙ্ক মেলালে এটাও মনে হতে পারে সাবিনারা ফেরার ঘোষণা দিলেও সংকট কাটেনি পুরোপুরি।

সাবিনাদের আরব আমিরাত সফরে রাখা হবে না-এটা অনুমিতই ছিল। তাহলে এই সময় কেন বিদ্রোহ অবসানের ঘোষণা? এর ব্যাখ্যা বাফুফের নারী উইংয়ের প্রধান কিরণ দিয়েছেন এভাবে 'সিনিয়র মেয়েরাও চাচ্ছিলো বিশ্বাম নিতে। তাই সিনিয়রাও ছুটিতে। আরব আমিরাত থেকে জাতীয় দল দেশে ফিরলে তারাও ছুটিতে যাবে। তারপর আমরা সবাইকে একসঙ্গে ক্যাম্পে ডাকবো। সবাই ফিরলে আমরা উইমেন্স উইং শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে মেয়েদের ও কোচের সাথে বসে বিষয়টি নিয়ে যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল সেটা মিটিয়ে দেওয়া হবে। কারণ, কেউ কারও ওপর অসন্তুষ্ট থাকলে ভালো কিছু হবে না'।

সাবিনাদের চুক্তির কী হবে সেটাও পরিষ্কার করেছে বাফুফে। অনুশীলনে ফিরে বিদ্রোহীদের চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বারবার অনুরোধ করা হয়েছিল বাফুফে থেকে। তাঁরা করেননি। নতুন করে ক্যাম্প ডাকলে যারা যোগ দেবেন এবং অনুশীলনে যাবেন তাঁরা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে পারবেন। অনুশীলনে না যাওয়া পর্যন্ত ওই ১৮ জনের কেউ চুক্তিতে স্বাক্ষর করার সুযোগ পাবেন না। আগের মতো বল এখনো সাবিনাদের কোর্টে। বিদ্রোহ অবসানের শেষ সুযোগটা যেমন তাঁরা নিয়েছেন, এখন নেওয়ার পালা অনুশীলনে ফেরার শেষ সুযোগ। না হলে ভাগ্যে কী আছে সেই আভাস তো দেওয়াই হয়েছে তাদের বাদ দিয়ে নতুনদের আরব আমিরাত পাঠিয়ে।

আপাতদৃষ্টিতে ঝামেলা মিটে যাওয়ার ইঙ্গিত

মিললেও এর রেশ ভেতরে ভেতরে থেকে যাবে কি না এবং আগামীতে আবার শৃঙ্খলাভঙ্গের মতো কিছু ঘটবে কি না সেই দিক বিবেচনা করে মেয়েদেরকে কাউন্সিলিং করা হবে বলেও জানানো হয়েছে বাফুফে থেকে। ১৬ বছর ধরে এই মেয়েদের নিয়ে কাজ করছে বাফুফে। আগে কখনো শৃঙ্খলাভঙ্গের মতো ঘটনা ঘটেনি। এই বিষয়টাকে বাফুফে তাই দুর্ঘটনা আর ভুল বোঝাবুঝি হিসেবেই দেখছে।

কোচের সাথে সিনিয়র কয়েকজন ফুটবলারের দূরত্ব তৈরি হয়েছিল গত সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সময়ই। তাহলে কোচকে পুনরায় নিয়োগ দেওয়া হলো কেন সে প্রশ্নও ওঠছে। যদিও বাফুফের নারী উইংয়ের দাবি তারা এ কোচ নিয়োগের সুপারিশ করেনি। বাফুফের জরুরি কমিটি আছে সভাপতি, সিনিয়র সহসভাপতি ও চার সহসভাপতিকে নিয়ে। ওই কমিটি সভা করে পুরুষ ও নারী দলের কোচ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখানে নারী কমিটি বল ঠেলে দিয়েছে ওই জরুরি কমিটির কোর্টে। কিরণের মতে 'বাটলার ভালো কোচ, দলের জন্য একজন ভালো কোচ দরকার। তাই শীর্ষ কর্মকর্তারা তাঁকে নিয়োগ দিয়েছেন'।

কোচ পিটার বাটলারের বিরুদ্ধে সিনিয়র ১৮ ফুটবলারের বিদ্রোহের কারণে নতুন একটি দলকে খেলতে হচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ। ২৩ সদস্যের যে দলটি নিয়ে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিতে গেছেন বাংলাদেশ কোচ সেখানে মাত্র ৮ ফুটবলারের আছে গত সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার অভিজ্ঞতা। বাকিরা বয়সভিত্তিক দলের।

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই দেশের পার্থক্য বেশি নয়। বাংলাদেশের চেয়ে ১৬ ধাপ এগিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি। র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রায় সমশক্তির হলেও মাঠের শক্তিতে বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকবে পরিবর্তিত দলের কারণে। এলোমেলো অবস্থা থেকে নতুন একটি দল তৈরি করেছেন কোচ পিটার বাটলার। এই দল নিয়ে খেলা, তাও আবার ভিন্ন কন্ডিশনে। বাংলাদেশ দুই ম্যাচে কি ফলাফল করে ফেরে সেটা দেখার অপেক্ষায়।

সাফে খেলা ৮ ফুটবলারের মধ্যে থেকেই পিটার নতুন নেতৃত্ব খুঁজে নিয়েছেন। ডিফেন্ডার আফসিদা খন্দকার প্রান্তিকে অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আফসিদার নেতৃত্বে নতুন এক বাংলাদেশ নিয়ে নতুন করে পথচলা শুরু হলো জাতীয় নারী ফুটবল দলের।

বেশিরভাগ নতুন খেলোয়াড় নিয়ে ভালো কিছু

করার চ্যালেঞ্জ থাকবে ইংলিশ কোচ পিটার বাটলারের। তিনি নিশ্চয়ই চাইবেন এই দুই ম্যাচে এমন ফলাফল হোক যাতে সিনিয়রদের প্রয়োজনীয়তা যে কমছে দিন দিন, সেই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হোক। ২৬ ফেব্রুয়ারি ফিফা ফ্রেডলি এবং ২ মার্চ আনঅফিসিয়াল ফ্রেডলি ম্যাচ নতুন মেয়েদের জন্য দারুণ এক পরীক্ষাও।

আরব আমিরাত সফর অবশ্য জাতীয় দলের জন্য বিশাল কোনো গুরুত্বের না। আসল পরীক্ষা তো জুনের এশিয়ান কাপ বাছাই। সেখানে আরও শক্তিশালী দলের বিপক্ষে খেলতে হবে। যদি সিনিয়রা ফেরেন তাহলে একরকম কথা, না ফিরলে নতুনদের নিয়েই কঠিন চ্যালেঞ্জে নামতে হবে পিটার বাটলারকে। এক সময় নারী জাতীয় দল ছিল তারুণ্যে ভরা। সাবিনা ছাড়া সবাই ছিলেন বয়সভিত্তিক দলের খেলোয়াড়। সেই অবস্থায় আবার ফিরে যাবে দেশের নারী ফুটবল? নারী ফুটবল দলকে দক্ষিণ এশিয়ার সেরা বানাতে লম্বা একটা সময় মেয়েদের ভবনে রেখে অনুশীলন করাতে হয়েছে বাফুফেকে। এর পেছনে বিশাল বিনিয়োগও আছে বাফুফের। নারী ফুটবলের সাজানো-গোছানো ঘর হঠাৎ এলোমেলো কোচ-খেলোয়াড়ের দ্বন্দ্ব।

আরব আমিরাত সফরের ২৩ সদস্যের দল

গোলরক্ষক : মোসাম্মৎ ইয়ারজান বেগম, মিলি আক্তার, মেঘলা রানী রায়।

ডিফেন্ডার : কোহাতি কিসকু, জয়নব বিবি রিতা, আফসিদা খন্দকার, সুরমা জান্নাত, সুলতানা, কানম আক্তার, মরিয়ম বিনতে হান্না, অর্পিতা বিশ্বাস অর্পিতা।

মিডফিল্ডার : হালিমা আক্তার, স্বপ্না রানী, মুনিকি আক্তার, বন্যা খাতুন।

ফরোয়ার্ড : আইরিন খাতুন, আকলিমা খাতুন, শাহেদা আক্তার রিপা, অয়ন্তা বালা মাহাতো, ঐশি খাতুন, তনিমা বিশ্বাস, সুরভী আকন্দ প্রীতি, নবিরন খাতুন।

বিদ্রোহের কারণে বাটলারের দলে যাদের জায়গা হয়নি

সাবিনা খাতুন, কৃষ্ণা রানী সরকার, মাসুরা পারভীন, সানজিদা আক্তার, মারিয়া মাদ্দা, মনিকা চাকমা, ঋতুপর্ণা চাকমা, শিউলি আজীম, নীলুফার ইয়াসমীন নীলা, তহুদা খাতুন, সাগরিকা, মাতসুশিমা সুমাইয়া, শামসুন্নাহার, শামসুন্নাহার (জুনিয়র), রূপনা চাকমা, স্বর্ণা রানী মন্ডল, নাসরিন আক্তার ও সাখী বিশ্বাস।



এশিয়ান লিজেডস লিগে দেখা যাবে তামিম ইকবালকে



টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ টাইগার্সকে নেতৃত্ব দেবেন মোহাম্মদ আশরাফুল

আশরাফুলের নেতৃত্বে খেলবেন তামিম

মো. রেজাউল হক

টুর্নামেন্টটিতে খেলবেন এশিয়ান স্টারসের হয়ে। ওই দলে তিনি সতীর্থ হিসেবে পাবেন ভারতের কেরার যাদব, শাহবাজ নাদিম, শ্রীলঙ্কার দিলশান মুনাবিরা, লাহিরু থিরিমান্নে, শেহান জয়াসুরিয়া ও আফগানিস্তানের হামিদ হাসানকে।

ভারতের সাবেক প্রধান নির্বাচক চেতন শর্মার উদ্যোগে ৫ দলকে নিয়ে আগামী ১০ মার্চ থেকে রাজস্থানে শুরু হবে এশিয়ান লিজেডস লিগ। বাংলাদেশ টাইগার্স ছাড়াও টুর্নামেন্টের অন্য দলগুলো হলো ইন্ডিয়ান রয়্যালস, শ্রীলঙ্কান লায়নস, আফগানিস্তান পাঠানস এবং এশিয়ান স্টারস। উদ্বোধনী দিনে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ টাইগার্স সন্ধ্যা ৭টায় খেলবে ইন্ডিয়ান রয়্যালসের বিপক্ষে। এ ছাড়া ১১ মার্চ আফগানিস্তান পাঠানস, ১২ মার্চ এশিয়ান স্টারস এবং ১৪ মার্চ শ্রীলঙ্কান লায়নসের মোকাবেলা করবে টাইগার্সরা। দুটি করে এলিমিনেটর ও কোয়ালিফায়ার শেষে ১৮ মার্চ হবে এশিয়ান লিজেডস লিগের ফাইনাল।

• **বাংলাদেশ টাইগার্স স্কোয়াড :** মোহাম্মদ আশরাফুল (অধিনায়ক), তামিম ইকবাল, নাদিম ইসলাম, নাদিফ চৌধুরী, আরিফুল হক, জিয়াউর রহমান, শুভাগত হোম চৌধুরী, তুষার ইমরান, ধীমান ঘোষ, মেহেদী মারুফ, আবুল হাসান রাজু, মুক্তার আলী, ইলিয়াস সানি, জুবায়ের হোসেন লিখন, শফিউল ইসলাম ও নাজিমউদ্দিন। কোচ- হার্শেল গিবস (দক্ষিণ আফ্রিকা)।



যাবে তাঁকে। এত ব্যস্ততার ফাঁকেই ব্যাট-বল হাতে মাঠে নামবেন আশরাফুল। এই টুর্নামেন্টে সাকিব আল হাসানের খেলার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত থাকছেন বাংলাদেশের অলরাউন্ডার।

তামিম-আশরাফুল ছাড়াও বাংলাদেশ টাইগার্সের হয়ে খেলবেন নাদিম ইসলাম, আরিফুল হক, জিয়াউর রহমান, নাজিমউদ্দিন, তুষার ইমরান, শফিউল ইসলামের মতো সাবেক তারকা ক্রিকেটাররা। আর এই টুর্নামেন্ট দিয়েই দীর্ঘদিন পর বড় পরিসরের ক্রিকেটে দেখা যাবে ধীমান ঘোষ, আবুল হাসান রাজু, জুবায়ের হোসেন লিখন ও মুক্তার আলীর মতো ক্রিকেটারদের।

এই টুর্নামেন্টে আশরাফুলদের কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক মারকুটে ব্যাটসম্যান হার্শেল গিবস। এদিকে, বাংলাদেশি হলেও সাবেক স্পিন অলরাউন্ডার অলক কাপালি

অনেকদিন জাতীয় দলের বাইরে থাকার পর বিপিএলের মাঝপথে গত জানুয়ারি মাসে এক ফেইসবুক পোস্টের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন তামিম ইকবাল। তবে এখনই ক্রিকেট ছাড়ছেন না তিনি। বাঁহাতি এই অভিজ্ঞ ওপেনারকে বাইশ গজে আবারও দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যাবে। চলতি মাসেই ভারতের রাজস্থানে শুরু হতে যাওয়া এশিয়ান লিজেডস লিগে নাম লিখিয়েছেন বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক। সাবেক ক্রিকেটারদের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটিতে বাংলাদেশ টাইগার্সের হয়ে খেলবেন তামিম। টুর্নামেন্টের প্রযোজ্য ড্রাফট হয়েছে দিল্লিতে। সেখানেই খেলোয়াড়দের দলে ভিড়িয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। তামিমও ছাড়া এই টুর্নামেন্টে দেখা যাবে বাংলাদেশের ক্রিকেটের এক বাঁক সাবেক তারকাদের। বাংলাদেশ টাইগার্সের নেতৃত্ব দেবেন আরেক সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুল, যাকে মনে করা হয় বাংলাদেশের ক্রিকেটের প্রথম সুপারস্টার।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছেন তামিম ইকবাল। সদ্য শেষ হওয়া বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) তাঁর উইলার বলক দেখেছেন সমর্থকরা। নিজ দল ফরচুন বরিশালকে চ্যাম্পিয়ন করতেও বড় অবদান রেখেছেন এই বাঁহাতি ওপেনার, দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। এশিয়ান লিজেডস লিগেও তামিমের ব্যাটের দিতে চেয়ে থাকবে তাঁর দল।

ওদিকে মাঠের ক্রিকেটের পাঠ চুকিয়ে সম্প্রতি কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করেছেন মোহাম্মদ আশরাফুল। এবারের বিপিএলে রংপুর রাইডার্সের সহকারী কোচ হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। এরপর পেয়েছেন আরও বড় দায়িত্ব। ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন নারী ক্রিকেট লিগে গুলশান ইয়ুথ ক্লাবের প্রধান কোচ হিসেবে শুরু করেছেন নতুন মিশন। এরপর পুরুষদের ডিপিএলে ধানমন্ডি ক্লাবের হেড কোচের পদে দেখা



টুর্নামেন্টে ৫ দলের অধিনায়কেরা- এশিয়ান স্টারসের কেরার যাদব, শ্রীলঙ্কান লায়নসের থিসারা পেরেরা, ইন্ডিয়ান রয়্যালসের শিখর ধাওয়ান, বাংলাদেশ টাইগার্সের মোহাম্মদ আশরাফুল ও আফগানিস্তান পাঠানসের আসগর আফগান



৪০০ মিটার স্প্রিন্টে সাম্প্রতিক সময়ে দেশের এক ও অদ্বিতীয় নাম জহির রায়হান। যার প্রমাণ আরও একবার পাওয়া গেল ৪৮তম জাতীয় অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে। দুটি

জাতীয় রেকর্ড গড়ে রেকর্ডটা দশে দশ করেছেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অ্যাথলেট। প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে দুটি নতুন জাতীয় রেকর্ড হয়েছে। নাজিমুল-বর্ষার রেকর্ডের দিনে প্রত্যাশিতভাবে আলো ছড়িয়েছেন জহিরও। জাতীয় ও সামার মিট মিলিয়ে এখন পর্যন্ত দশম বারের মতো এই ইভেন্টে দেশসেরা হলেন তিনি। দশে দশ করতে জহির দৌড় করেন ৪৭.৭৩ সেকেন্ড সময় নিয়ে। এরপর মোহাম্মদ ইসমাঈল, রাকিবুল হাসান ও কাজী শাহ ইমরানকে সঙ্গে নিয়ে ৪ গুণিতক ১০০ মিটারেও স্বর্ণ পদক জয় করেন জহির। সে হিসেবে আসরের দ্বিতীয় দিনটা দারুণ কেটেছে তাঁর। ১০ বার এই ইভেন্টে অংশ নিয়ে ১০ বারই স্বর্ণপদক জিতে নিজের অপরিহার্যতা প্রমাণ করেছেন। শেরপুরের এই অ্যাথলেট ২০১৮ সাল থেকে নিয়মিতভাবে ট্র্যান্ড এন্ড ফিল্ডে দৌড়াচ্ছেন। তারপর থেকে জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে কখনো হারের মুখ দেখেননি। এর মধ্যে আবার ২০১৯ সালে ৪৬.৮৬ সেকেন্ড ছিল তাঁর ক্যারিয়ারের সেরা টাইমিং।

এবার স্বর্ণপদক জিতলেও টাইমিং নিয়ে সেভাবে সন্তুষ্ট হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আসরের দ্বিতীয় দিনে জাতীয় রেকর্ডের দিন ২০০ মিটার দৌড়ে রাকিবুল হাসানের কাছে হেরে যান জহির রায়হান। ছেলেদের ২০০ মিটারে রাকিবুলকে হতাশ করে ২০০ মিটারে তৃতীয় স্বর্ণ পদক জয় করেন। এর আগে ২০২২ ও ২০২৩ সালে টানা দুবার রাকিবুল এই ইভেন্টে স্বর্ণ জয়ের কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। ২০২৪ সালে অবশ্য ইনজুরির কারণে অংশ নিতে পারেননি নৌবাহিনীর এ অ্যাথলেট। জহির রায়হানকে হারাতে ২১.৩৯ সেকেন্ড সময় নিয়েছিলেন নৌবাহিনীর রাকিবুল। ভবিষ্যত বিবেচনায় স্বপ্নের সেই পুরোনো

জাতীয় রেকর্ড জহির রায়হানের দশ দশ

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

কথা নতুন করে ব্যক্ত করেন জহির রায়হান। উন্নত প্রশিক্ষণের দাবী জানিয়ে জহির বলেন, ‘আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভালো করতে হলে দীর্ঘমেয়াদি অনুশীলনের কোনো বিকল্প নেই। ২০১৭ সালে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে সেমিফাইনালে খেলেছিলাম একটা নিবিড় অনুশীলনের মধ্যে থাকার কারণে। তখন সাফল্যের কারণে আমি বেশ আলোচিতও হয়েছিলাম। কিন্তু এরপর থেকে আমি আর বাইরের কোনো দেশে উন্নতমানের অনুশীলনের জন্য সুযোগ পাইনি। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আমাকে শুধু আশ্বাসই দেওয়া হয়েছে। কর্মকর্তাদের আশ্বাসে আমার ক্যারিয়ারের ৫-৭

বছর চলে গেলেও কোনো উন্নতি হয়নি’।

জহির রায়হান দাবী করেছেন, যদি উন্নতমানের প্রশিক্ষণ দিতে পারতেন তাহলে গত ৩ থেকে ৪ বছর দারুণ সময় কাটাতে পারতেন। এই সময়ে যদি প্রত্যাশিতমানের অনুশীলন করতে না পারার ব্যর্থতাও রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে অনুশীলন করতে পারলে ভালো কিছু করা সম্ভব। অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের নতুন কমিটিতে যারা এসেছেন, তাঁরা বিষয়টি বিবেচনা করবেন বলে ধারণা করছেন সংশ্লিষ্টদের। পরিকল্পনা মাসিক এগুলো ভালো কিছু সম্ভব বলে অনেক অ্যাথলেটই মনে করেন। সবশেষ জাতীয় অ্যাথলেটিকসে অংশ নেওয়া নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক অ্যাথলেট দাবী করেছেন, গত কয়েক বছর শুধু একজন খেলোয়াড়কেই প্রাধান্য দিয়ে ফেডারেশনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। অন্য খেলোয়াড়দের প্রাধান্য দিলে আরও বেশি পরিমাণে অ্যাথলেট আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হতে বেশি সময় নিতে পারতেন। সবমিলিয়ে এসএ গেমসের মতো আসরে পদক জিততে হলে যেমন দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন তেমনি ভালোমানের খেলোয়াড়ও উঠিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।



বাস্কেটবলকে সাফল্যের পথে রেখে যেতে চাই : আতিকুল

মোরসালিন আহমেদ



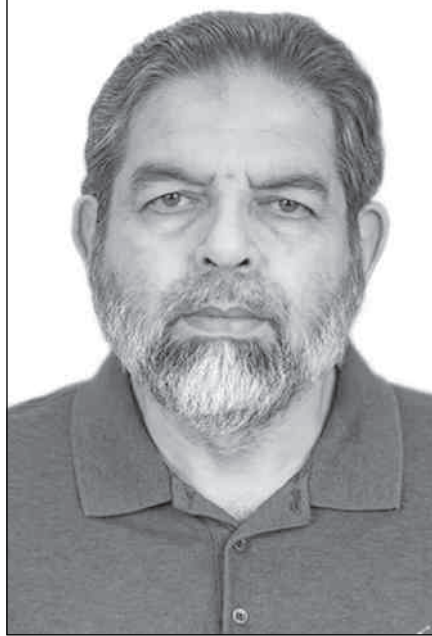
আমাদের দেশে
বাস্কেটবল এখনো
সেভাবে জনপ্রিয়
হয়ে ওঠেনি।
খুঁয়োজনীয়
অবকাঠামোর
অভাবে খেলাটি
ঠিক মতো তৃণমূল
পর্যায়ও খুব বেশি

ছড়াতে পারেনি। এমনকি জেলা ও বিভাগীয় শহরে তেমন চর্চা নেই। বলতে গেলে সবকিছুই ঢাকা সর্বোপরি জাতীয় পর্যায় কেন্দ্রিক। অবশেষে নানারকম প্রতিকূলতার মধ্যে এগিয়ে চলা এ সম্ভাবনাময় খেলাটির প্রাণ ফিরিয়ে দিতে সার্চ কমিটির মাধ্যমে গঠিত বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন মেজর (অব.) মোহাম্মদ আতিকুল হাফিজ। একসময় তিনি ক্লাব পর্যায় সর্বোচ্চ আসরে দাপিয়ে খেলেছেন। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ জাতীয় বাস্কেটবল দলের কোচও ছিলেন। এ খেলাটিকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। কেনো এগোতে পারছি না, তাও জানেন। তাই তো দায়িত্ব পালন শেষে তিনি আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পর্যায় সাফল্যের পথে বাস্কেটবল ফেডারেশনকে রেখে যেতে চান। একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর পরিকল্পনার কথাগুলো জানিয়েছেন পাক্ষিক ক্রীড়াঙ্গতকে। বাস্কেটবলের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্য নিয়ে তাঁর আলাপচারিতার চুমুক অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন: খেলোয়াড় থেকে হঠাৎ সংগঠক বনে যাওয়া-ভাবতে কেমন লাগছে?

মেজর (অব.) মোহাম্মদ আতিকুল হাফিজ: বাস্কেটবল এর সঙ্গে সম্পৃক্ততা সেই স্কুল জীবনে। আমি যখন সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুলে ভর্তি হই তখন স্কুলের অন্যতম খেলা ছিল বাস্কেটবল। এমনকি জাতীয় পর্যায় আমাদের স্কুল সাড়া জাগানিয়া টিম ছিল। ক্লাস ফোর-ফাইভ থেকে খেলাটির সঙ্গে আমার সখ্য গড়ে ওঠে। পরবর্তী সময় শীর্ষপর্যায় ক্লাব বাস্কেটবলে খেলেছি। জাতীয় দলের কোচও ছিলাম। কাজেই এক একটি অনুভূতি এক নয়, একেক রকম। যখন খেলোয়াড় ছিলাম তখন একরকম অনুভূতি ছিল। যখন কোচের ভূমিকায় ছিলাম তখন আরেকরকম অনুভূতি কাজ করত। এখন সংগঠকের ভূমিকায় অন্যরকম ভাললাগা কাজ করছে। দিনশেষে আমি বাস্কেটবলেরই আপনজন।

প্রশ্ন: কিন্তু আপনি তো কখনো কমিটিতেই ছিলেন না, দায়িত্ব পেয়ে কি চাপ অনুভব করছেন?



আতিকুল হাফিজ: চাপ অনুভব করার কোনো কারণ দেখছি না। বরং এনজয় করছি। আগে বাইরে থেকে বাস্কেটবল উন্নয়নের চেষ্টা করেছি। এখন ফেডারেশনে এসে সরাসরি কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাস্কেটবলকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে যেতে চাই।

প্রশ্ন: যখন দায়িত্ব নিলেন তখন ফেডারেশনের অবস্থা কেমন ছিল?

আতিকুল হাফিজ: সত্যি বলতে কি, দূর থেকে যতটা সাজানো-গুছানো ভেবেছিলাম, দায়িত্ব নেওয়ার পর দেখলাম ততটা নয়। রীতিমতো অগোছালো অবস্থায় পেয়েছি। প্রয়োজনীয় ফাইল খুঁজতে গিয়ে দেখি, নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আবার কোনো কোনো ফাইলের হদিসও পাইনি। যা হোক, পেছনের কাসুদি ঘেটে লাভ নেই। তাতে সময় ব্যয় হবে, কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। তাই সবকিছু নতুন করে শুরু করতে হচ্ছে।

প্রশ্ন: তাহলে বিদায়ী কমিটি ফান্ড কেমন রেখে গিয়েছিল?

আতিকুল হাফিজ: আমি দুঃখিত। সরকারি তহবিল সরাসরি জনসম্মুখে প্রকাশ করা যৌক্তিক নয়; তবে মোটামুটি স্বচ্ছ অবস্থায় ছিল। যদি লম্বা সময়ের কথা বিবেচনা করি, তাহলে ফান্ডের অবস্থা আরো ভাল থাকার কথা ছিল।

প্রশ্ন: অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ক্রীড়াঙ্গন সংস্কার

প্রক্রিয়ার পেছপটে আপনি সাধারণ সম্পাদক। বাস্কেটবলে সহসাই কি সংস্কার দেখতে পাব?

আতিকুল হাফিজ: প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া- যা ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের বাৎসরিক ক্রীড়াপঞ্জি প্রকাশ করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এরই মধ্যে পুরুষ ও নারী টুর্নামেন্ট এবং অনূর্ধ্ব-১৬ বালক ও বালিকা টুর্নামেন্ট সম্পন্ন করেছে। রেফারি ও কোচদের মানোন্নয়নে বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হয়েছে। এ মুহূর্তে ৯টি করে পুরুষ ও নারী দলের অংশগ্রহণে স্বাধীনতা দিবস ফেডারেশন কাপ টুর্নামেন্ট চলমান রয়েছে। আমরা সারা বছর খেলাটা বাস্কেটবল কোর্টে রাখতে চাইছি। বিমিয়ে পড়া খেলাটায় প্রাণ ফিরিতে আনতে চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন: ফাইল নাড়াচাড়া করতে গিয়ে যদি সদ্যবিদায়ী কমিটির অনিয়ম বা দুর্নীতি চোখে পড়ে তাহলে কি তদন্ত করার উদ্যোগ নেন?

আতিকুল হাফিজ: অনিয়ম বা দুর্নীতি তদন্ত করা নিয়ন্ত্রক সংস্থার এখতিয়ারভুক্ত। তবে কোথাও যদি কোনো রকম অনিয়ম বা দুর্নীতির আলামত পাই, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের অভিভাবক- ক্রীড়া নীতিনির্ধারক জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে অবহিত করব।

প্রশ্ন: এবার ভিন্ন প্রসঙ্গে ফিরতে চাচ্ছিলাম। যে ফেডারেশনের নিজস্ব ভেন্যু নেই, সেই খেলার ভবিষ্যৎ কী?

আতিকুল হাফিজ: আমি একজন আশাবাদী মানুষ। আজ নেই, কাল যে থাকবে না- সেটা কেনো মনে করব? নিজস্ব ভেন্যু নেই বলে যে খেলার ভবিষ্যৎ নেই- এমন প্রশ্ন মানতে পারছি না। এরই মধ্যে আমরা অস্থায়ী কার্যালয় পেয়েছি। আমাদের জন্য রোলার স্কেটিং-এর মাঠ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। যদিও মিরপুর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে নানারকম টুর্নামেন্ট আয়োজন করে আসছি। আমি মনে করি অচিরেই আমরা স্বনির্ভরতা অর্জন করব। তবে দীর্ঘ দিন ধরে নিজস্ব ভেন্যুর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসছি।

প্রশ্ন: দীর্ঘ দিন ধরে বাস্কেটবলের এমন নেই, নেই-এসব না হওয়ার পেছনে দুষ্টবন কাকে?

আতিকুল হাফিজ: দোষারোপ করা আদালতের কাজ, সংগঠকের নয়। আমরা এখানে কাউকে দুষতে আসিনি। আমি মনে করি, সংগঠকের কাজ হচ্ছে বাস্তবতা মেনে নিয়ে সংগঠন (বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশন) গড়ে তোলা। তবে হ্যাঁ, এটি দুঃখজনক এ জন্যই যে- যারা দীর্ঘ সময় ধরে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন তারা সেদিকে

বিশেষ নজর দেননি।

প্রশ্ন: তাহলে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে বাল্কেটবলের মান এখন কোন পর্যায়ে?

আতিকুল হাফিজ: বাল্কেটবলে এখনো আমাদের ভাল করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এটি একটি সম্ভাবনাময় খেলা। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য- এ খেলার মান এখন নিম্নস্তরে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

প্রশ্ন: মান যদি নিম্নস্তরেই হয় তাহলে আন্তর্জাতিক আন্ডিনায় ভাল করার সম্ভাবনা দেখছেন কতটুকু?

আতিকুল হাফিজ: আমি কিন্তু একটু আগেই বলেছি, বাল্কেটবলে আমাদের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে হলে সারা বছর খেলাটা কোর্টে রাখতে হবে, নতুন খেলোয়াড় সৃষ্টি করতে হবে, উচ্চতর প্রশিক্ষণ দিতে হবে, নিয়মিত লিগ, টুর্নামেন্ট করতে হবে, নিজেদের মান যাচাই করতে বিদেশের মাটিতে টুর্নামেন্ট খেলতে হবে। এক কথায় বলতে গেলে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হবে। আমরা সেই লক্ষ্যেই কিন্তু এগোতে শুরু করেছি। জানি না, আমাদের কমিটির মেয়াদ কত দিনের? আমরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আন্ডিনায় বাল্কেটবলের ভিত শক্তভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগোচ্ছি, পরবর্তীতে যারা আসবেন তারা যদি তা চলমান রাখতে পারেন, তাহলে অবশ্যই বাল্কেটবলে ভাল করা ও সাফল্যে পাওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন: নানা পরিকল্পনার কথা বলছিলেন, কিন্তু এ খেলাটি তো তৃণমূল পর্যায়ও পৌঁছতে পারেনি?

আতিকুল হাফিজ: তৃণমূল পর্যায় না পৌঁছানোর অন্যতম দু'টি কারণ হচ্ছে বাল্কেটবলের অবকাঠামোর অভাব এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। এ দু'টি পরিপূরক হয়ে গেলে এ খেলার প্রচার, প্রসার ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। তারচেয়েও বড় কথা, মাঠের খেলা মাঠে না থাকলে জনপ্রিয় হবে কীভাবে? বাল্কেটবল এমন এক খেলা, যেখানে জয় বা পরাজয় থাকবে ড্র কিংবা অমীমাংসিত থাকার সুযোগ নেই। এ খেলায় শ্বাসরুদ্ধকর উত্তেজনা থাকে; থাকে সুস্থ বিনোদন। তাই এ খেলাকে তৃণমূল পর্যায়ে প্রচলন করা গেলে দেশীয় বাল্কেটবলের চেহারা পাল্টে যাবে। প্রচার-প্রচারণার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আশা করছি।

প্রশ্ন: খেলাটি ছড়িয়ে দেওয়ার কথা কি ভেবেছেন?

আতিকুল হাফিজ: জাতীয় ফেডারেশন হিসাবে খেলাটি দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া আমাদের অন্যতম দায়িত্ব। অতীতে কে কি করেছেন, সেদিকে যেতে চাই না। তবে অ্যাডহক কমিটির মাধ্যমে আমরা যারা এসেছি তখন থেকেই এ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছি। সত্যিকার অর্থে তৃণমূল পর্যায় পৌঁছতে না পারলে কাজক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব নয়। কাজেই আমরা জাতীয় পর্যায় বা ঢাকাকেন্দ্রিক হয়ে থাকতে চাই না। নানা পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশব্যাপী খেলাটি ছড়িয়ে দিয়ে বাল্কেটবলকে প্রাণবন্ত করে তুলতে

চাই। বিশেষ করে আমরা স্কুল বাল্কেটবলের উপর গুরুত্ব বেশি দিচ্ছি। বর্তমানে বিকেএসপি, ঢাকা, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও যশোর থেকেই মূলত নতুন খেলোয়াড় বেরিয়ে আসছে।

প্রশ্ন: খেলাধুলা আয়োজনে স্পন্সর প্রতিষ্ঠানের বিকল্প নেই, এক্ষেত্রে বাল্কেটবলে কতটা সাড়া পাচ্ছেন?

আতিকুল হাফিজ: যেকোনো খেলাধুলা আয়োজনে স্পন্সরশিপ বা পৃষ্ঠপোষকতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মাঠে নিয়মিত খেলা থাকলে দর্শক আসবে, খেলাটির জনপ্রিয়তা বাড়বে- তাতে স্পন্সররা আকৃষ্ট হন। পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসেন। এক্ষেত্রে বাল্কেটবলও এর বাইরে নয়। তবে বাল্কেটবল খেলা আয়োজনে বিশেষ খরচের প্রয়োজন পড়ে না। তাই এ খেলার আয়োজনে স্পন্সরের অনুপস্থিতি খুব একটা প্রভাব ফেলে না। তারপরও বাল্কেটবলে যে স্পন্সর পাচ্ছি না, তা নয়।

প্রশ্ন: গতানুগতিক ধারার বাইরে কী কী আয়োজন করার পরিকল্পনা করছেন?

আতিকুল হাফিজ: আন্তর্জাতিক বাল্কেটবল ফেডারেশন এ খেলাটিকে আরো অধিকতর জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে নানারকম উদ্যোগ গ্রহণ করছে। হরেকরকম টুর্নামেন্টের আয়োজন করছে। এর মধ্যে 'প্রি অন প্রি বাল্কেটবল' বিশ্বব্যাপী দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আমরাও এ ধরনের আয়োজন করতে যাচ্ছি। এ ধরনের বাল্কেটবলে আমাদের অল্প সময়ের মধ্যে ভাল ফল ও সাফল্য পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রশ্ন: কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এ মুহূর্তে আমাদের আন্তর্জাতিকমানের খেলোয়াড় কতজন রয়েছেন, কোচিংয়ের মানটাই বা কেমন কিংবা যারা খেলা পরিচালনা করছেন তাদের মানদণ্ডটাই বা কোন পর্যায়?

আতিকুল হাফিজ: দেখুন, আমি কিন্তু আগেও বলেছি, এ মুহূর্তে বাল্কেটবলের মান নিম্নস্তরে। কাজেই উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড় নেই বললেই চলে। তবে আমাদের যেসব অ্যাসেট রয়েছেন, তাদের নিয়ে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন খেলোয়াড় তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছি। যারা কোচিং দিচ্ছেন তাদের মান যে খুব আহামরি তাও নয়। বলতে পারেন সাদামাটা কিংবা সাধারণ মানের। আর হ্যাঁ, যারা খেলা পরিচালনা করছেন তাদের মানদণ্ড চলনসই বলা চলে। যার যার ক্ষেত্রে তাদের সবাইকে আপগ্রেড করা জরুরি। তাই আধুনিক কলাকৌশলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে আমরা বিদেশি এক্সপার্টের মাধ্যমে তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছি।

প্রশ্ন: এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাল্কেটবল ফেডারেশন থেকে কী ধরনের সহায়তা পেতে পারেন?

আতিকুল হাফিজ: আমরা তাদের কাছ থেকে খেলোয়াড়দের জন্য হাইপারফরম্যান্স কোচ চাইব, যারা দেশে খেলা পরিচালনা করেন তাদের জন্য এক্সপার্ট টেকনিক্যাল অফিসিয়াল চাইব- যাদের

দিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ করাব। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাল্কেটবল ফেডারেশন থেকে কি ধরনের সহায়তা পাওয়া যেতে পারে আগাম বলা মুসকিল।

প্রশ্ন: বাল্কেটবলে আন্তর্জাতিক সাফল্য নেই বললেই চলে। এ থেকে বেরিয়ে আসতে কী ধরনের পরিকল্পনা করছেন?

আতিকুল হাফিজ: ঠিকই বলেছেন, আন্তর্জাতিক আন্ডিনায় বাল্কেটবলে আমাদের গর্ব করার মতো তেমন উল্লেখযোগ্য সাফল্য নেই। সর্বোচ্চ সাফল্য বলতে ২০১০ সালে দক্ষিণ এশীয় গেমসে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলাম। এর বাইরে সাবা চ্যাম্পিয়নশিপে ২০১৩ সালে স্বর্ণপদক, ২০১৮ সালে রৌপ্য ও ২০২১ সালে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিলাম। এছাড়া জুনিয়র দলের দু'একটা সাফল্য রয়েছে। সাফল্যের খরা থেকে বেরিয়ে আসতে আমরা জাতীয় পর্যায়ে অনূর্ধ্ব-১৬ (বালক ও বালিকা) দল গঠন করছি। দল দু'টি আগামী ৭-১০ মে শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোয় সাবা (দক্ষিণ এশিয়া বাল্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন) অনূর্ধ্ব-১৬ বাল্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করবে। এ দু'টি দলকে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে অনূর্ধ্ব-১৮, অনূর্ধ্ব-২০ এবং জাতীয় দল হিসাবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গেমস ও টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করব। আমাদের বিশ্বাস তারাই আমাদের সাফল্য এনে দেবেন।

প্রশ্ন: এ মুহূর্তে কার্যক্রম পরিচালনায় কোনটি বেশি বাধা মনে হচ্ছে?

আতিকুল হাফিজ: প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অনুপস্থিতিই আমাদের সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে। নিজস্ব ভেন্যু থাকলে স্বচ্ছন্দে কার্যক্রম চালাতে সুবিধা হয়। কিন্তু পরনির্ভরশীলতা হলে অন্যদের সঙ্গে সিডিউল মিলিয়ে কাজ করতে হয়। এক্ষেত্রে অনেক সময় উদ্যোগ নিয়েও সময়সূচির কারণে অনেক কিছুই বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়ে পড়ে। উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থায় বাল্কেটবলের তেমন অবকাঠামো নেই বললেই চলে। তবে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায় জেলা ও বিভাগীয় শহরে বেশকিছু বাল্কেটবল কোর্ট থাকলেও সেখানে আমজনতা চর্চা করার সুযোগ পান না। আমাদের নিজস্ব ভেন্যু নেই। তারপরও বাল্কেটবল খেলা কোর্টে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

প্রশ্ন: দায়িত্ব পালন শেষে বাল্কেটবল কোথায় রেখে যেতে চান?

আতিকুল হাফিজ: সাফল্য কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য নয়, বরং লক্ষ্যসমূহ অর্জনের পথ। তাই দায়িত্ব পালন শেষে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পর্যায়ে সাফল্যের পথে বাল্কেটবল ফেডারেশনকে রেখে যেতে চাই। বিশেষ করে বাল্কেটবল অনুরাগী, সমর্থক ও স্টেকহোল্ডারদের বাংলাদেশে বাল্কেটবলের উন্নতির যাত্রায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনি একজন খেলোয়াড়, কোচ, অফিসিয়াল, সমর্থক বা স্পন্সর যাই হোন না কেনো- আপনার সম্পৃক্ততা ও সমর্থন সমৃদ্ধ বাল্কেটবল গড়ে তুলতে আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।

সারা দেশে ফুটবল ছড়িয়ে দিতে চাই: কানন

তোফায়েল আহমেদ



‘ধ্যানে, জ্ঞানে, মনে আমি ফুটবল ধারণ করি। ফুটবল আমার জীবনের সব’। মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে এভাবেই বলছিলেন ছাইদ হাসান কানন। ৬১ বছর বয়সী সাবেক এই গোলরক্ষক বুট ও গ্লাভস জোড়া তুলে রেখেছেন অনেক দিন। কিন্তু ফুটবল ভুলে থাকতে পারেননি। বরং যেমনটা বলছিলেন- ফুটবলকেই করেছেন ধ্যান-জ্ঞান।

আসলেই তাই। লম্বা সময় ধরে তিনি যুক্ত রয়েছেন কোচিংয়ের সঙ্গে। সংগঠক হিসেবেও রেখে চলেছেন দক্ষতার ছাপ। বর্তমানে নিজের সাবেক ক্লাব মোহামেডানের গোলরক্ষক কোচের ভূমিকায় রয়েছেন। সঙ্গে যুক্ত আছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনেও (বাবুফে)। ২০২৪ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত বাবুফে নির্বাচনে সদস্য পদে জয়ী হন কানন। এনিয়ে দ্বিতীয়বার বাবুফের নির্বাহী কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন তিনি। এতে করে ফুটবল নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রটা তার জন্য আরও প্রসারিত হয়েছে।

‘৮০ ও ‘৯০ দশকের তারকা ফুটবলার কানন এই সুযোগটা কাজে লাগাতে চান। বাবুফের বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর মধ্যে অনূর্ধ্ব-১৭ জাতীয় ফুটবল লিগ কমিটির দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি। তাঁর প্রত্যাশা, এই কমিটির সারা দেশে ফুটবল ছড়িয়ে দিতে রাখবে অগ্রণী ভূমিকা। সম্প্রতি একান্ত আলাপচারিতায় কানন বলেন, ‘বাবুফেতে আমাকে অনূর্ধ্ব-১৭ জেলা লিগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের পরিকল্পনা এই খেলাটা ৬ মাস ব্যাপী হবে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরো দেশব্যাপী খেলাটা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেওয়া। যা বিগত দিনে হয়নি। অতীতে ফুটবলটা শুধু ঢাকা কেন্দ্রিক ছিল। এখন আমাদের বর্তমান কমিটির সভাপতি তাবিথ আউয়াল সাহেবের লক্ষ্য হচ্ছে- খেলাটা বাংলাদেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া’। কানন মনে করেন, ‘বিভিন্ন জেলায় লিগ থেকে শুরু করে সবকিছু যদি হয়, সেখান থেকে অনেক খেলোয়াড় বের হয়ে আসবে। খেলোয়াড় কিন্তু সব সময় গ্রামে-গঞ্জে থেকেই উঠে আসে। আমরা যদি বাংলাদেশের সব জায়গায় খেলা ছড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে একটা পর্যায়ে জাতীয় দলের পাইপ লাইন সমৃদ্ধ হবে’।

বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে নিয়মিত লিগ ও টুর্নামেন্ট না হওয়ায় এখন জাতীয় দলে খেলোয়াড় সংকট বলতেও মনে করেন কানন। এই সংকট দূর



করার লক্ষ্যের কথা জানিয়ে তিনি আরও বলেন, ‘এখন জাতীয় দলে ভালো খেলোয়াড়ের বড় সংকট। আমরা তৃণমূল থেকে চেষ্টা করছি খেলোয়াড় তৈরি করার। এটা আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। যত ট্যালেন্ট খেলোয়াড় আসবে, জাতীয় দলের পাইপ লাইনে যত পর্যাপ্ত খেলোয়াড় থাকবে, তখনই জাতীয় দল ভালো রেজাল্ট করবে’। বর্তমানে জাতীয় দলের পাইপলাইনে খেলোয়াড় সংকটের জন্য বিগত কমিটির ব্যর্থতাকেও দাবি করেছেন কানন, ‘গত ১৬ বছরে যে চিত্র ছিল, ২০-২৫ জন খেলোয়াড়ের বাইরে জাতীয় দলে খেলোয়াড় নেই। তাদের রিপ্রেসেন্টে যদি আগের কমিটি চিন্তা করতো, তাহলে এই পরিণতি হতো না। জাতীয় দল এতোটা ধুকতো না’।

কথায় কথায় আন্তর্জাতিক ফুটবলে দিনে দিনে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ায় হতাশা ব্যক্ত করেন কানন। দক্ষিণ এশিয়ার এশিয়ার বিশ্বকাপ খ্যাত আসর সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ মাত্র একবারই শিরোপা জিতেছিল। সেটা সেই ২০০৩ সালে। এরপর দুই যুগেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। কিন্তু সাফে আর শিরোপা জিততে পারেনি বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়, সাফে একবার চ্যাম্পিয়ন হলেও একটা সময় মালদ্বীপ ও নেপালের মতো দলকে বাংলাদেশ সেভাবে গুরুত্বই দিতো না। কিন্তু এখন সেই দলগুলো বাংলাদেশের জন্য ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের সঙ্গে টেক্সা দিতে পারছে না কিছুতেই। বরং ভারত বাংলাদেশের থেকে এগিয়ে গেছে অনেকটা পথ। কানন বলেন, ‘ভারতীয় ফুটবল অনেক এগিয়ে গেছে। আমরা কিন্তু ওদের ফুটবল নিয়ে কখনো ভাবিও নি। আমাদের ঠিক পাশের দেশ, ওরা এখন কোথায় চলে গেছে, আমরা কোথায় পড়ে আছি। ওরা কীভাবে এগোচ্ছে, এটা কিন্তু ভাববার বিষয়’। এই জায়গাটায় কাজ করার কথাও জানিয়েছেন কানন, ‘মালদ্বীপের কথাও বলবো। আশির দশকে আমরা মালদ্বীপকে ৮-৯ গোল দিতাম। ওরা আজ আমাদের কীভাবে হারায়? এগুলো কিন্তু আমরা কখনো চিন্তাই করিনি। এই দলগুলো এখন কেন এতো ভালো করছে, এসব

লেভেলে আমরা এখন কাজ করবো’।

এ মাসে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল ভারতের মুখোমুখি হবে। ২৫ মার্চের এই ম্যাচটি দিয়েই এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডে নিজেদের মিশন শুরু হবে হাভিয়ের কাবেরার দলের। ভেন্যু- শিলংয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম। বাংলাদেশের ফুটবল অনুরাগীদের আগ্রহের কেন্দ্রে এখন এই ম্যাচ। কারণ এই ম্যাচ দিয়েই বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হতে পারে হামজা চৌধুরী। তাঁকে নিয়ে কাবেরার তাঁর প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন। হামজার সঙ্গে স্কোয়াডে ঢাকা হয়েছে ইতালি প্রবাসী ফুটবলার ফাহামেদুল ইসলামকে। ১৮ বছর বয়সী ফাহামেদুল ইতালির চতুর্থ স্তরের দল ওলবিয়া সেলসিওর হয়ে খেলেন। আর হামজা তো বিশ্ব ফুটবলেই পরিচিত নাম। কারণ লেস্টার সিটির জার্সিতে তিনি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলেছেন। ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-২১ দলের জার্সিও গায়ে জড়িয়েছিলেন। সব ঠিক থাকলে হামজার ভারতের বিপক্ষে ম্যাচেই বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হবে। বর্তমানে শেফিল্ড ইউনাইটেডে খেলা এই ফুটবলার ঢাকা হয়ে শিলং যাবেন না সরাসরি লন্ডন থেকে শিলং আসবেন, সেটি এখন কৌতূহল সবার। তবে তাঁর নিজের ইচ্ছে ঢাকা হয়ে শিলং যাওয়া। ফাহামেদুলের এবারই বাংলাদেশের জার্সি গায়ে জড়ানো হবে কি না সেটি নিশ্চিত নয়। কারণ তাঁকে আগে কাবেরার মন জয় করতে হবে।



আগে থেকেই দুই প্রবাসী ফুটবলার জামাল ভূঁইয়া ও তারিক কাজী জাতীয় দলের রাডারে আছেন। মাঝে খেলেছেন নাইরেজিয়ান নাগরিকত্ব ছেড়ে বাংলাদেশি পাসপোর্ট গ্রহণ করা এলিটা কিংসলে। এই তালিকায় এবার হামজা নামটাও হয়তো যুক্ত হয়ে যাবে। যুক্ত হতে পারে ফাহামেদুলের নামও। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন মূলত জাতীয় দলকে অল্প সময়ের মধ্যে শক্তিশালী করতে প্রবাসী ফুটবলারদের পেছনে ছুটে। এই উদ্যোগের ইতিবাচক ফল মিলবে বলে বিশ্বাস ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করা কানন। তার কথায়, ‘হামজা আসবে শুনেই কিন্তু মানুষ বাংলাদেশের ফুটবলের দিকে অনেক বেশি নজর রাখছে। হামজা এলে দর্শকদের দৃষ্টি জাতীয় দলের দিকে থাকবে, দর্শকরা উৎসাহিত হবে। প্রবাসী খেলোয়াড় এনে যদি আমরা জাতীয় দলকে জাগিয়ে তুলতে পারি, তাহলে ফুটবল ফের ঘুরে দাঁড়াবে। সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি আছে’।

কাননের সঙ্গে এই আলাপচারিতা হয় মোহামেডান ক্লাব প্রাসঙ্গে দাঁড়িয়ে। ফুটবল যেমন কাননের জীবনের সব, তেমনই এই মোহামেডান ক্লাবও। ক্লাবটির স্থায়ী সদস্য তিনি। গত চার বছর ধরে যুক্ত আছেন কোচিং স্টাফেও। সাদা-কালো জার্সিধারী দলটির গোলকিপিং কোচ তিনি। মোহামেডানের সঙ্গে যুক্ত থাকা নিয়ে



কানন বলেন, ‘মোহামেডান ক্লাবে কাজ করি কারণ এটা আমার প্রাণের জায়গা। আমার জীবন, যৌবন সবই এখানে। এখান থেকেই আমার প্রতিষ্ঠা। এজন্য মোহামেডানকে কিছুর দেওয়ার দায়বদ্ধতা আমার আছে বলে মনে করি’। কানন নিজেকে দায়বদ্ধ মনে করেন ফুটবলের কাছেও, ‘আমি প্রায় ১৫-২০ বছর ফুটবল খেলেছি। এরপর থেকে কোচিংয়ের সঙ্গে আছি। আমি এটা ভাবি, সাবেক খেলোয়াড় হিসেবে আমার একটা দায়িত্ব আছে। জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা আছে। আমি এতোদিন ফুটবল খেলেছি, আমার

অভিজ্ঞতার কিছুটা যদি নতুনদের সঙ্গে ভাগ করতে পারি, তাহলে ওরা উপকৃত হবে বলে মনে করি। এই চিন্তা থেকেই আমার কোচিংয়ে থাকা। উদ্দেশ্য একটাই- নতুনদের কিছু শেখানো’।

‘এ’ লাইসেন্সধারী কোচ কানন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বাইরে বাড়টা জাগরণী ক্লাবের সঙ্গে কাজ করছেন দীর্ঘ সময় ধরে। এই সময়ই তাঁর কোচিংয়ে অনেক খেলোয়াড় জাতীয় দলে খেলেছে বলে তৃপ্ত তিনি, ‘আমি বাড়টা জাগরণী ক্লাবের কোচ। আমার দল থেকে প্রায় ৬৩ জন খেলোয়াড় জাতীয় দলে খেলেছে। এখন মোহামেডানে গোলকিপিং কোচিং করাচ্ছি। আমাদের দলে এখন ৬ জন গোলকিপার আছে। সবাই ভালো পারফর্ম করছে। হোসেন সূজন জাতীয় দলে ঢুকেছে আগেই। এবার সাকিব আল হাসান প্রাথমিক স্কোয়াডে ডাক পেয়েছে। ওরা যে ভালো করছে, এটা আমাকে তৃপ্তি দেয়’।

কানন তাই কোচিংয়ের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে চান। তুলে আনতে চান নতুন নতুন প্রতিভা। ২০০১-০৬ পর্যন্ত বাফুফের নির্বাহী কমিটিতে থাকার পর এবার ফের যুক্ত হয়েছেন দেশের ফুটবলের অবিভাবক সংস্থাটিতে। এখানে থেকেও জোরালো ভূমিকা রাখতে চান ফুটবল উন্নয়নে। ফুটবল যেমন তাকে সব দিয়েছে, তেমনই ফুটবলের জন্যই তিনি নিজেকে উজাড় করে দিতে চান।

১৯৫৪ থেকে ২০২৫। প্রায় ৬৯ বছর ধরে ঢাকার পল্টনে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি স্টেডিয়াম। কালের বিবর্তনে তিনবার নাম পাল্টেছে। ঢাকা স্টেডিয়াম থেকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম। সবশেষ জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম এনডিসির স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে পরিবর্তিত এই নাম ঘোষণা করা হয়।

১৯৫৪ সালে তৈরীর পর থেকে ১৯৭১ কিংবা ২০০০ সাল পরবর্তী সময়ে গুরুত্বপূর্ণ অনেক ইতিহাসের সাক্ষী এই স্টেডিয়াম। ১৯৫৪ সালে মতিঝিলের প্রাণকেন্দ্রে নির্মিত হয় বাংলাদেশের জাতীয় ও প্রধান স্টেডিয়াম। শুরু থেকেই স্টেডিয়ামটি ‘ঢাকা স্টেডিয়াম’ নামে পরিচিত ছিল। এছাড়া এক নম্বর স্টেডিয়াম নামেও ডাকা হতো এই ভেন্যুকে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা স্টেডিয়াম ব্যবহৃত হয়েছে ভিন্নভাবে। ১৬ ডিসেম্বরের পর ঢাকা স্টেডিয়াম পরিণত হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের ছাউনিতে। স্বাধীনতার পরপর অগোছালো দেশে ঢাকা স্টেডিয়াম থেকেই আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করতেন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল

ঢাকা স্টেডিয়াম থেকে জাতীয় স্টেডিয়াম

ওমর ফারুক রুবেল

রেজিমেন্টের সৈনিক ও অফিসাররা। ২০০৫ সালের ১ মার্চ পর্যন্ত স্টেডিয়ামটি ক্রিকেট দলের নিজস্ব মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পরে এখান থেকে ক্রিকেট সরে যায় মিরপুর শের ই বাংলা স্টেডিয়ামে। বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম পৃথিবীর একমাত্র স্টেডিয়াম যেখানে দু’টি ভিন্ন দেশের উদ্বোধনী টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৫ সালে ঢাকা স্টেডিয়ামেই ভারতের বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ‘হোম’ টেস্ট ম্যাচটি খেলেছিল পাকিস্তান। তার ৪৫ বছর পর ২০০০ সালে এ মাঠেই বাংলাদেশ খেলে অভিষেক টেস্ট, প্রতিপক্ষ সেই ভারতই। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, বক্সিং-কী হয়নি এ মাঠে। দেশের ফুটবল ইতিহাসের বেশিরভাগ

ঐতিহাসিক অনেক ঘটনার সাক্ষী এ মাঠ।

১৯৮৫, ১৯৯৩ আর ২০১০ সালের সাফ গেমসের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানের পর ২০১১ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের পর্দা উঠেছিল এ মাঠেই। সে বছরই লিওনেল মেসি, অ্যাঙ্গেল ডি মারিয়া, গঞ্জালো হিগুয়েইন, সার্জিও আগুয়েরো, হাভিয়ের মাচেরানো, ওবি ডি মিকেল, ভিনসেন্ট এনিমিয়ারা আর্জেন্টিনা ও নাইজেরিয়ার আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ মাতিয়েছিলেন এ মাঠেই। ২০০৬ সালে জিনেদিন জিদান এসেছিলেন ঢাকা স্টেডিয়ামে। এছাড়া বক্সিং কিংবদন্তি মোহাম্মদ আলীরও স্পর্শ পেয়েছে ৩৬ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার ঐতিহাসিক এই ভেন্যু। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতার আসার পর ১৯৯৮ সালে স্টেডিয়ামটির নামকরণ করা হয় বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশের বেশ কিছু স্টেডিয়ামের নাম পরিবর্তন করে। ঐতিহাসিক এই ভেন্যুর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় জাতীয় স্টেডিয়াম। বর্তমানে স্টেডিয়ামটি শুধু ফুটবল এবং অ্যাথলেটিক্সের মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

শেষের পথে পঞ্চপাণ্ডব অধ্যায়

সেকান্দার আলী

বাংলাদেশের ক্রিকেট আজকের অবস্থানে পৌঁছাতে কতবার বাঁক বদল হয়েছে মনে করতে পারেন? সাধারণত বড় পরিবর্তনের কথাগুলো মনে থাকে এবং চর্চিত। সেদিক থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সময় ১৯৯৭ সালে আইসিসি ট্রফি জয়, ১৯৯৮ সালে ওয়ানডে দলের স্বীকৃতি, ২০০০ সালে টেস্ট দলের মর্যাদা অর্জনকে বাংলাদেশের ক্রিকেটের বাঁকবদলের বড় ঘটনা হিসেবে দেখা হয়। এ তিনটি বড় অর্জনের সঙ্গে দেশের ক্রিকেটের একটি প্রজন্মের ভূমিকা রয়েছে।

আকরাম খান, মিনহাজুল আবেদীন নান্নু, আমিনুল ইসলাম বুলবুল, নাসিমুর রহমান দুর্জয়, খালেদ মাসুদ পাইলট, খালেদ মাহমুদ সুজন, হাবিবুল বাশাররা ছিলেন দেশের ক্রিকেটের সেই ‘ফাউন্ডার জেনারেশন’ বা ভিত গড়ে দেওয়া প্রজন্ম। কারণ ১৯৯৭ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের ধারাবাহিকতায় পরের বছর ওয়ানডে দলের স্বীকৃতি মিলেছে। ১৯৯৯ সালের বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে হারানোয় টেস্ট দলের স্বীকৃতি পাওয়া সহজ হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না বাংলাদেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রজন্মের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে আইসিসি ট্রফি জয়ের মধ্য দিয়ে। যদিও কালের পরিক্রমায় স্মৃতির পাতায় চলে গেছেন আকরামদের অর্জন। দেশের ক্রিকেটের বর্তমান প্রজন্মের কাছে বুলবুলরা হয়তো জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী দেবে আকরাম-দুর্জয়-নান্নুরাই বাংলাদেশের ক্রিকেটের মহানায়ক। তাঁদের এনে দেওয়ায় মর্যাদায় আজ আলোচিত এবং আলোকিত পঞ্চপাণ্ডব। মশরাফি বিন মুর্তজা, সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ দেশের ক্রিকেটের বাঁক বদলের আরেক প্রজন্ম। গত ২০ বছরে দেশের ক্রিকেটে দলগত খুব বড় কোনো সাফল্য দেশকে উপহার দিতে না পারলেও ব্যক্তিগত অর্জনের দিক থেকে তারকাখ্যাতি পেয়েছেন, তাঁরা পাঁচজন তথা পঞ্চপাণ্ডব। দেশের ক্রিকেটের পাঁচ তারকা



হিসেবে সম্মানিত তাঁরা। আকরাম-বাশারদের মতো এই পঞ্চপাণ্ডবেরও ইতিহাস হওয়ার সময় এসে গেছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি দিয়ে না হলেও ২০২৬ সালের প্রথমার্ধে বিদায় বলে দিতে পারেন পাণ্ডবদের শেষ দুই প্রতিনিধি মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ও মুশফিকুর রহিম। স্বেচ্ছায় না গেলে তাদেরকে ‘বাই’ বলে দিতে পারে বিসিবি।

পঞ্চপাণ্ডবের সবচেয়ে বড় তারকা সাকিব আল হাসান। কেউই এ নিয়ে দ্বিমত করে না। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিষয়টি স্বীকৃত। মশরাফি-সাকিব-তামিমের জনপ্রিয়তা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে মত থাকতে পারে, কিন্তু ক্রিকেটীয় অর্জন এবং অবদানের দিক দিয়ে সাকিব কিংবদন্তি। বাকিরা তার থেকে অনেকটাই পেছনে। সেই সাকিব এখনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায় নেননি। রাজনৈতিক কারণে জাতীয় দলে খেলতে পারছেন না তিনি। পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের সংসদ সদস্য ছিলেন সাকিব। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে গেলে সাকিবদেরও পতন ঘটে। সে সময় কানাডার টি-টোয়েন্টি লিগে খেলতে থাকা জাতীয় দলের সাবেক এ অধিনায়ক বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ না করায় এবং সরকার পতন পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিক ক্ষমা না চাওয়ায় দেশের হয়ে খেলার পথ বন্ধ হয়ে যায় সাবেক বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারের। যদিও সরকার পতনের পর পাকিস্তান ও ভারতে পর পর দুটি টেস্ট সিরিজ খেলেছেন তিনি। ভারতে দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগে সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দিয়েছিলেন দেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বিদায়ী টেস্ট খেলবেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাকিবের সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। চেয়েছিলেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি দিয়ে ওয়ানডে ক্রিকেট থেকে বিদায় নিতে

বাঁহাতি অলরাউন্ডারের সে স্বপ্নও পূরণ হয়নি। বিসিবি থেকে দল ঘোষণার সংবাদ সম্মেলনে প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু বলেছিলেন, ট্রফিপূর্ণ অ্যাকশনের কারণে বোলিং করতে পারবেন না সাকিব। তাঁকে শুধু ব্যাটার হিসেবে দলে বিবেচনা করছেন না তাঁরা। যদিও সাকিবকে দলে না নেওয়ার পেছনে পারফরম্যান্স কোনো বিষয় ছিল না। সেদিক থেকে বলা যায় বাংলাদেশের ক্রিকেটে সাকিব অধ্যায় শেষ। আনুষ্ঠানিক বিদায়ও নিতে পারবেন না তিনি। এমনকি ঘরোয়া ক্রিকেটেও খেলা হবে না বাঁহাতি অলরাউন্ডারের। আসলে ভারতের কানপুরেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সাকিবের বিদায় হয়ে গেছে। সিরিজ কাভার করতে যাওয়া সাংবাদিকদের দেওয়া ফুল ও ক্রেস্টে বিদায় লেখা হয়ে গেছে। সেই ক্রেস্টটি সাকিব সঙ্গে করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে গেছেন কি না জানা নেই। না নিয়ে থাকলে বিদায়ী স্মারক বলে কোনো কিছু থাকবে না বাঁহাতি অলরাউন্ডারের শোকেসে।

সাকিবের খুব ইচ্ছা ছিল পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলা। সে কারণে ২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ যে কোনো মূল্যে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দিল্লির ম্যাচটি জিতে চেয়েছিলেন। তাইতো অ্যাক্সেলো ম্যাথিউসকে টাইমড আউট করে ছিলেন কৌশল হিসেবে। চিড় ধরা আঙুল নিয়ে ব্যাটিং করে ৬৫ বলে ৮২ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে জিতিয়েছেন দলকে। ক্যারিয়ারের সম্ভাব্য শেষ ওয়ানডেতে ম্যাচসেরাও হয়েছিলেন সাকিব। ম্যাচ জিতে বাংলাদেশ কোয়ালিফাই করেছিল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। বাংলাদেশ তাঁকে ছাড়াই খেলছে টুর্নামেন্টে। কি করণ সমাপ্তি দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় তারকার। যে ছিলেন সবার, রাজনীতিতে জড়িয়ে তিন হয়ে গেছেন একাংশের। সেদিক থেকে বলে দিতে পারেন সাকিবের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার সমাপ্ত! পঞ্চপাণ্ডবের তালিকা থেকে



প্রথম নাম কাটা পড়ে মশরাফি বিন মুর্তজার। ২০১৭ সালে চন্ডিকা হাথুরুসিংহের চাপে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় নেন নড়াইল এক্সপ্রেস। শ্রীলঙ্কার মাটিতে খেলেন বিদায়ী ম্যাচটি। ২০২০ সালে শেষ ওয়ানডে খেলেছেন তিনি। জাতীয় দলে থেকে বাদ পড়লেও মশরাফি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে আনুষ্ঠানিক বিদায় বলেননি। ক্রিকেট থেকেও অবসর নেননি তিনি। আনুষ্ঠানিক বিদায় না বললেও মশরাফির ক্রিকেট ক্যারিয়ার যে শেষ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ২০০১ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা নড়াইল এক্সপ্রেসকে ইনজুরির সঙ্গে সংগ্রাম করে খেলতে হয়েছে। তামিম ইকবাল যেন স্বেচ্ছায় নিজের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার বিসর্জন দিয়েছেন। সমালোচনা নিতে না পেয়ে ২০২১ সালে ছেড়েছেন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট। টেস্ট এবং ওয়ানডে ক্রিকেট খেলছিলেন নিয়মিতই। কোমরের চোটের কারণে মাঝে টেস্ট ক্রিকেটে বিরতি পড়েছিল। মশরাফির অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর ওয়ানডে অধিনায়ক করা হয় তামিমকে। তাঁর নেতৃত্বে ভালো করছিল দল। দারুণ কিছু সাফল্য ছিল সংক্ষিপ্ত জার্নিতে। কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি

হওয়ায় দেশেসেরা ব্যাটার তামিম হঠাৎ করেই সব ধরনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলে দেন চট্টগ্রামে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচ শেষে। যারা ক্রিকেট অনুসরণ করেন, তাঁরা সবাই পরের ঘটনা জানেন। বিশ্বকাপের আগে যেটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল জাতীয় দলে। সাকিব-তামিম বৈরিতার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল দলের বিশ্বকাপ পারফরম্যান্সে। যে কারণে নিজেদের দ্বিতীয় খারাপ বিশ্বকাপ গেছে ভারতের মাটিতে। তামিম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় নিয়েছেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণার আগে। জাতীয় দলের ম্যাচ খেলে মাঠ থেকে বিদায় নিতে না পারলেও বিপিএলের শিরোপা জিতে বিদায়ী সংবর্ধনা পেয়েছেন পুরস্কারের মধ্যে।

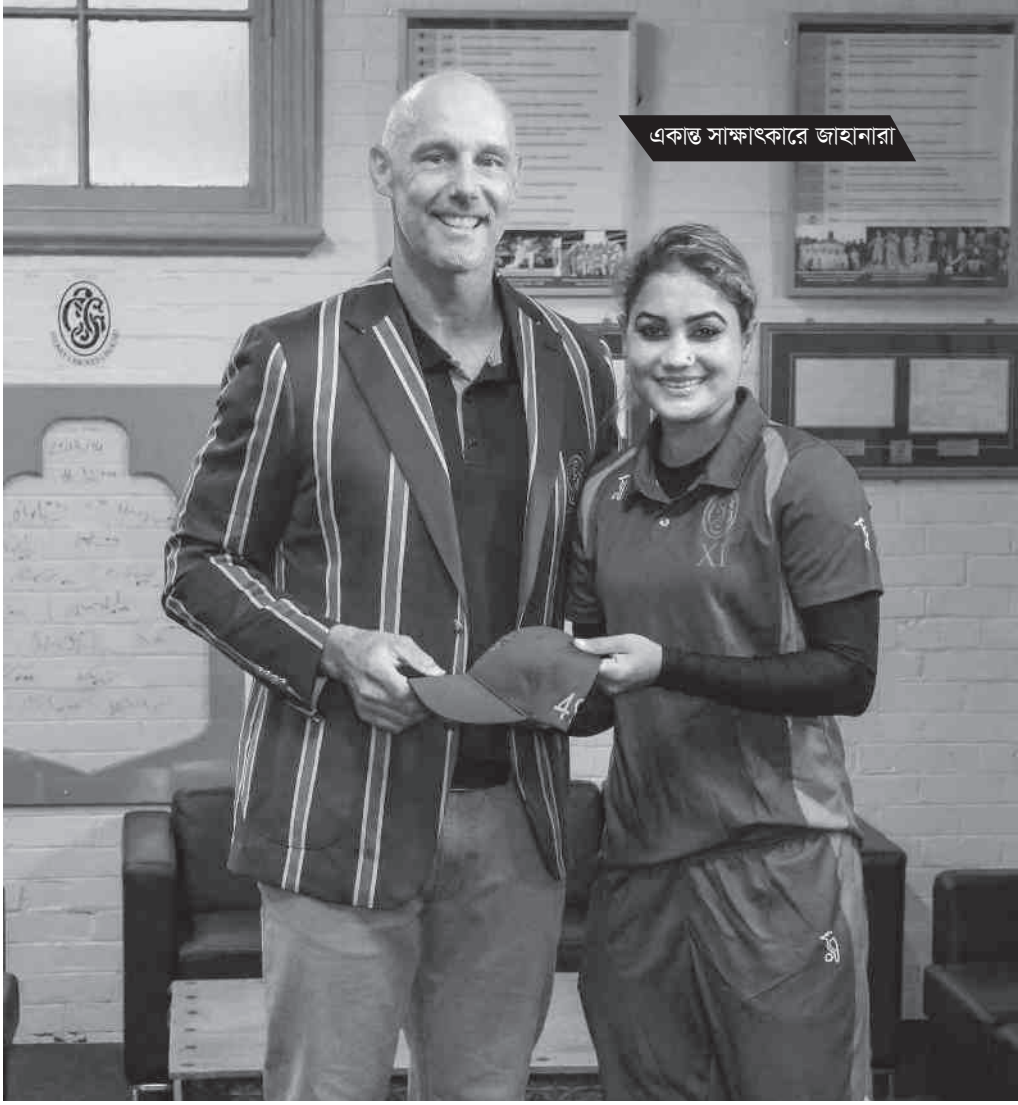
বাংলাদেশ দলকে এখন পঞ্চপাণ্ডবের প্রতিনিধিত্ব করছেন মুশফিক আর মাহমুদউল্লাহ। বিপিএলে খেললেও জাতীয় দলের টি-টোয়েন্টি ছেড়ে দিয়েছেন দুজনেই। মুশফিক ফেইসবুকে ঘোষণা দিয়ে বিদায় নিয়েছেন। মাহমুদউল্লাহ মাঠ থেকে শেষ করেছেন। গত বছর ভারতের বিপক্ষে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি সিরিজটি ছিল তাঁর

শেষ। ওয়ানডে ক্রিকেটে এখনও নিয়মিত সদস্য তিনি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর মাহমুদউল্লাহকে ৫০ ওভারের ক্রিকেটে সেভাবে বিবেচনা নাও করা হতে পারে। কারণ ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ সামনে রেখে পরিকল্পনা সাজাতে চায় বাংলাদেশ। অর্থাৎ আগামী দুই বছর জাতীয় দল প্রস্তুত করা হবে বিশ্বকাপকেন্দ্রিক। মাহমুদউল্লাহ বা মুশফিকের পরবর্তী বিশ্বকাপে খেলার কোনো সুযোগ নেই। এ দুই ক্রিকেটারের বিকল্প পাইপ লাইনে রয়েছে। লিটন কুমার দাসেরই এখন ওয়ানডে দলে জায়গা হয় না। আফিফ হোসেন, শামীম হোসেন পাটোয়ারিরা লাইনে আছেন। বিশেষ করে মাহমুদউল্লাহর জায়গায় পাটোয়ারিকে গড়ে তোলা হচ্ছে। টি-টোয়েন্টিতে স্লাগ ব্যাটার হিসেবে খেলেন তিনি। ঘরোয়া একদিনের ক্রিকেটেও ভালো করছেন শামীম। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর ৫০ ওভারের দলে সুযোগ দেওয়া হতে পারে তাঁকে। ওপেনিংয়ে সৌম্য সরকার, তানজিদ হাসান তামিমের সঙ্গে লিটন কুমার দাস এবং পারভেজ হোসেন ইমেন আছেন। ওপেনিং জুটি নিয়ে হয়তো সমস্যা হবে না। মুশফিকের জায়গায় তাওহীদ হুদয় বা জাকের আলীকে নিয়মিত করা হতে পারে। কিপার ব্যাটার হিসেবে জাকের ভালো করছেন। লিটন দাস দলে ফিরলে দুজন কিপার-ব্যাটার থাকবে। বিশেষ করে ব্যাটিংয়ের চার নম্বর জায়গাটি মেহেদী হাসান মিরাজ সিল করে ফেলায় ব্যাটিং লাইনআপ নিয়ে দৃষ্টিস্তা থাকছে না। বরং পাইপ লাইনে উদীয়মান বেশ কয়েকজন ব্যাটার আছে, যারা জাতীয় দলের পাইপলাইনে যুক্ত হলে পুলটা বড় হবে। সেক্ষেত্রে পঞ্চপাণ্ডবের শেষ দুই প্রতিনিধি বিদায় নিলে দলে সমস্যা হওয়ার কথা না। কারণ বাংলাদেশ ট্রানজেকশন অধ্যায় পার করে এসেছে। বিকল্পরাও ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলে হাত পাকিয়েছেন। জাতীয় দলে কোনো না কোনো সংস্করণে খেলে ফেলেছেন তাঁরা। মাহমুদউল্লাহ বা মুশফিক আর কিছুদিন খেলা চালিয়ে যেতে চাইলেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি দিয়েই বৈশ্বিক টুর্নামেন্ট শেষ করছেন তাঁরা। সাকিব, তামিমের চেয়ে এই ক্ষেত্রে তাঁরা দুজন সৌভাগ্যবান। বাংলাদেশ এই টুর্নামেন্টে ভালো করুক বা নাই করুক মাহমুদউল্লাহ বিদায় বলে দিলে ভালো করবেন। কারণ দেশের মাটিতে খেলে বিদায় নেওয়ার চিন্তাভাবনা কখনও করেননি তিনি। জিম্বাবুয়েতে বিদায় বলেছেন টেস্ট ক্রিকেটকে। ভারতে শেষ করেছেন টি-টোয়েন্টি। সে ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানে ওয়ানডে ক্রিকেট বিদায় বলাটা খারাপ না। সেটা ৩৯ বছর বয়সী ক্রিকেটারকেই চাইতে হবে। তামিমের মতো সাহসী না হলে এরকম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা চ্যালেঞ্জিং।



অস্ট্রেলিয়ায় এসে আমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে গেছে

একান্ত সাক্ষাৎকারে জাহানারা



বাংলাদেশ নারী ক্রিকেটের অন্যতম বড় মুখ জাহানারা আলম। এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করছেন তিনি, খেলছেন সেখানকার ঘরোয়া ক্রিকেটে। অবশ্য এই মুহূর্তে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগও চলছে। কিন্তু আবাহনী লিমিটেডের হয়ে গত আসরেও নজরকাড়া এই তারকা অনপস্থিত সেখানে। কেন তিনি নেই, অস্ট্রেলিয়ায় সময়টা কেমন কাটছে, নিজের জাতীয় দল ক্যারিয়ার নিয়েই-বা ভাবনা কী? তোফায়েল আহমেদ-এর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তারকা এই পেসার-

প্রশ্ন: অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া লিগে খেলছেন। সেখানে সময়টা কেমন কাটছে আপনার?

জাহানারা: অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া লিগে এই প্রথমবার এবং লম্বা সময় ধরে খেলছি। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে খেলছি। সেই হিসেবে আড়াই মাস পেরিয়ে গেছে এসেছি। এখানকার লিগে খেলে খুবই ভালো লাগছে এবং দারুণ সময় কাটছে।

প্রশ্ন: আপনি যে লিগটিতে খেলছেন এবং যে দলের হয়ে খেলছেন, উভয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই। আপনার পারফরম্যান্সই বা কেমন হচ্ছে সেখানে?

জাহানারা: এখানে ক্লাব টুর্নামেন্টে খেলছি। বাংলাদেশে যেমন ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ হচ্ছে, এটাও ঠিক সেরকমই। প্রিমিয়ার প্লেট বলা হয় এখানে। আমি যেটায় খেলছি, এটা ফাস্ট ব্রেকড। প্রিমিয়ার লিগের সর্বোচ্চ পর্যায় বলতে পারেন। আমার দলের নাম সিডনি ক্রিকেট ক্লাব। এখানকার নিয়ম-কানুন সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন ফাস্ট ব্রেকডের নিয়ম এক রকম, সেকেন্ড বা থার্ড ব্রেকডের নিয়ম আরেক রকম। বিগ ব্যাশ বা জাতীয় দলের নিয়ম আরেক রকম। আমাদের বাংলাদেশের ক্রিকেটে সব পর্যায়ে আইসিসির নিয়ম অনুসরণ করা হয়। এখানে বিষয়টা একটু আলাদা। নতুন এই পরিবেশে ভালো লাগছে। সব থেকে মজার ব্যাপার হলো কোকাবুরা বল দিয়ে ফাস্ট ব্রেকডের সব ম্যাচ চালানো হয়। ভিন্ন ভিন্ন গ্রাউন্ডে খেলছি। এই লিগটা অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়। দলগুলোও অনেক শক্তিশালী হয়। আমার পারফরম্যান্স আলহামদুলিল্লাহ ভালো হচ্ছে। ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৫০ ওভার ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে ৮টি ম্যাচ খেলেছি।

উইকেট পেয়েছি ৭টি। পারফরম্যান্সের গ্রাফ নিয়ে আমি খুশি। মজার বিষয় হচ্ছে- এখানে পেস বোলারদের ডিমান্ড অনেক বেশি। এর সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ান উইকেট, অস্ট্রেলিয়ান আবহাওয়া, সবকিছু মিলিয়ে খুব ভালো লাগছে।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক হিসেবে সেখানে কতটা সমীহ পাচ্ছেন?

জাহানারা: আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক ও একজন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হিসেবে এখানে অনেক সমীহ ও সম্মান পাচ্ছি। প্রত্যেকে আমাকে খুব মূল্য দিচ্ছেন। আমি প্রথম বাংলাদেশি বা প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার, যে কি না স্পেশাল স্কলারশিপ পাচ্ছি। এটা আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া। বুঝতেই পারছেন আমাকে কতটা সমীহ বা সন্মান করা হচ্ছে এখানে।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের ক্রিকেট সংস্কৃতি ও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট সংস্কৃতির মধ্যে নিচয়ই পার্থক্য অনেক?

জাহানারা: হ্যাঁ, অবশ্যই। বাংলাদেশের ক্রিকেট সংস্কৃতি আর অস্ট্রেলিয়ার সংস্কৃতির মধ্যে অনেক পার্থক্য।

প্রশ্ন: এ নিয়ে আপনার অভিজ্ঞতাটা বিস্তারিত শুনতে চাই...

জাহানারা: এখানে একটা বাচ্চাকে বা কোনো ক্রিকেটারকে যদি জিজ্ঞেস করেন- তুমি তোমার প্রথম ট্রেনিং কোন একাডেমি বা কোন কোচের থেকে নিয়েছ? ও শুরুতেই বলবে, আমার অভিভাবকের থেকে নিয়েছি। হয় মা,

না হয় বাবা; অভিভাবকরাই এখানে তাদের বাচ্চাদের হাতে ব্যাট-বল তুলে দেয়। তাই তাদের বাসা থেকেই ক্রিকেটটা শুরু হয়। এখানে সবার খুব ব্যস্ত জীবন। সবাই কোনো না কোনো জব করছে। কেউ আসলে বসে নেই এখানে। যিনি পেশাদার ক্রিকেটার, সে ক্রিকেটের বাইরেও কোনো না কোনো চাকরি করছে। দেখা যায় বাবা-মা দুজনই চাকরি করছেন, আর তাদের বাচ্চারা ক্রিকেট খেলেছে। বাচ্চাদের যখন ম্যাচ থাকছে, তখন ছুটি নিয়ে হলেও বাচ্চাদের খেলা দেখতে আসছে বাবা-মারা। ওই বাচ্চা তার অভিভাবকদের থেকে যে মোটিভেশন পাচ্ছে, তা তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর এখানে আসলে সুযোগ-সুবিধার কোনো অভাব নেই। এতো একাডেমি, এতো গ্রাউন্ড, এতো হাই কোয়ালিটির ট্রেনিং, এটা অবিশ্বাস্য। বাংলাদেশে তো এ বিষয়গুলো দুর্লভ। আমাদের মাঠেরও অনেক সংকট। ছেলেদের খেলা থাকলে মেয়েরা খেলতে পারে না। আশা করি আমাদের দেশেও ক্রিকেট সংস্কৃতির আরও বিকাশ ঘটবে।



এখানকার অভিভাবকের মতো আমাদের দেশের অভিভাবকরাও তাদের বাচ্চাদের খেলতে আরও বেশি অনুপ্রাণিত করবেন। আরও বেশি করে পরিবার যুক্ত হোক, অনেক ছোট বেলা থেকেই ক্রিকেটটা শুরু হোক। এখানে যেমন ১২-১৩ বছর বয়সেই একটা ভালো শেইপের মধ্যে এসে যাচ্ছে বাচ্চারা। আমাদের দেশে এইচএসসি, অনার্স শেষ করেও অনেকে ভাবে আমি এখন ক্রিকেট শুরু করবো। আমাদের এই সংস্কৃতির উন্নতি হোক এটাই চাই।

প্রশ্ন: পেস বোলারদের জন্য অস্ট্রেলিয়া তো স্বপ্নের মতো জায়গায়। সেখানকার উইকেটে বোলিং কেমন উপভোগ করছেন?

জাহানারা: এখানে পেসারদের সম্মান ও ভ্যালু অন্য লেভেলে। এখানে প্রত্যেকটা দলে ৪ থেকে ৫জন করে পেসারই থাকে। দুই থেকে তিনজন থাকে স্পিনার, কোনো কোনো দলে এক থেকে দুজনও থাকে। এখানকার উইকেটগুলোও এমন যে আপনি স্পিনেও সহায়তা পাচ্ছেন, পেসেও সহায়তা পাচ্ছেন। তবে পেসারদের ভ্যালুটা বেশি। জানি না এটা কেন। আমাকে এটা খুব আকৃষ্ট করেছে। আমিও খুব ভালো বোলিং করছি। বিভিন্ন ধরনের পেস সহায়ক উইকেটের সঙ্গে আমার পরিচয় হচ্ছে। বোলিং করে মজা পাচ্ছি। সব থেকে বেশি মজা

নিজের জন্য এবং নিজের মানসিক দিকের জন্য আমার ছুটি নেওয়া উচিত। কিছুটা ভালো ফিল করলে পরে ফিরবো। এখানে এসেছিলাম মূলত কয়েকটি ম্যাচ খেলার জন্য। কয়েকটি ম্যাচ খেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের জন্য চলে যাবো, এমন পরিকল্পনা ছিল। উইন্ডিজ সিরিজ সিরিজের জন্য ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়েই অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্য রওনা করি। কিন্তু পরে নিজের মানসিক দিকের কথা চিন্তা করে ছুটি নিয়েছি।

প্রশ্ন: মাঝে খবর প্রকাশ হয়েছিল, মানসিক অবসাদের জন্য আপনি জাতীয় দল থেকে বিরতি নিচ্ছেন। এ বিষয়টা তাহলে সত্য?

জাহানারা: হ্যাঁ, এটা পুরোপুরি সত্য। অস্ট্রেলিয়াতে আসার পর মনে হয়েছে জাতীয় দলে খেলার জন্য আমি মানসিকভাবে ঠিক অবস্থাতে নেই। তাই বিসিবি'কে আমার অবস্থান জানিয়ে ই-মেইল করি।

প্রশ্ন: ঢাকা

জাহানারা: এই প্রথমবার বাংলাদেশের প্রিমিয়ার লিগ মিস করছি, এটা খুব খারাপ লেগেছে। লিগে আমার এত বছরের অভিজ্ঞতা, ভালোলাগা... আসলে ভালোবাসার একটা জায়গা এটি। গত বছর আমার দল আবাহনী রানার্সআপ হয়েছে, আমরা সবাই দারুণ পারফরম্যান্স করেছিলাম সেবার...। এই ভালোলাগা, ভালোবাসা অন্য পর্যায়ে। যখন আপনি দেশের সেরা ঘরোয়া টুর্নামেন্টে দলকে রানার্সআপ করলেন এবং এতো বছর খেললেন, কিন্তু এখন হঠাৎ খেলছেন না, এটা খারাপ লাগবে স্বাভাবিক। আমারও খুব খারাপ লাগছে আমার। খুবই মিস করছি। তবে এখানেও তো একটা প্রিমিয়ার লিগ খেলছি। এখানকার জাতীয় দলের খেলোয়াড়রা খেলছে। তাদের সঙ্গে খেলা, একই ড্রেসিংরুম শেয়ার করা, বিভিন্ন গ্রাউন্ড ও উইকেটে খেলা- সবকিছু মিলিয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে, এখানে নতুন নতুন অনেক কিছু শিখতে পারছি। আমার অভিজ্ঞতাটা হয়তো আরেকটু বাড়বে এতে। এসব চিন্তা করেই আসলে মনে হয়েছে এখানে আরও কিছু ম্যাচ খেলি। সব মিলিয়ে মিশ্র অনুভূতি বলতে পারেন। আরেকটি বিষয় শেয়ার না করলেই নয়। যখন ছুটি নিয়েই ফে ল লাম, তখন এখানকার

পেয়েছি

সিডনি

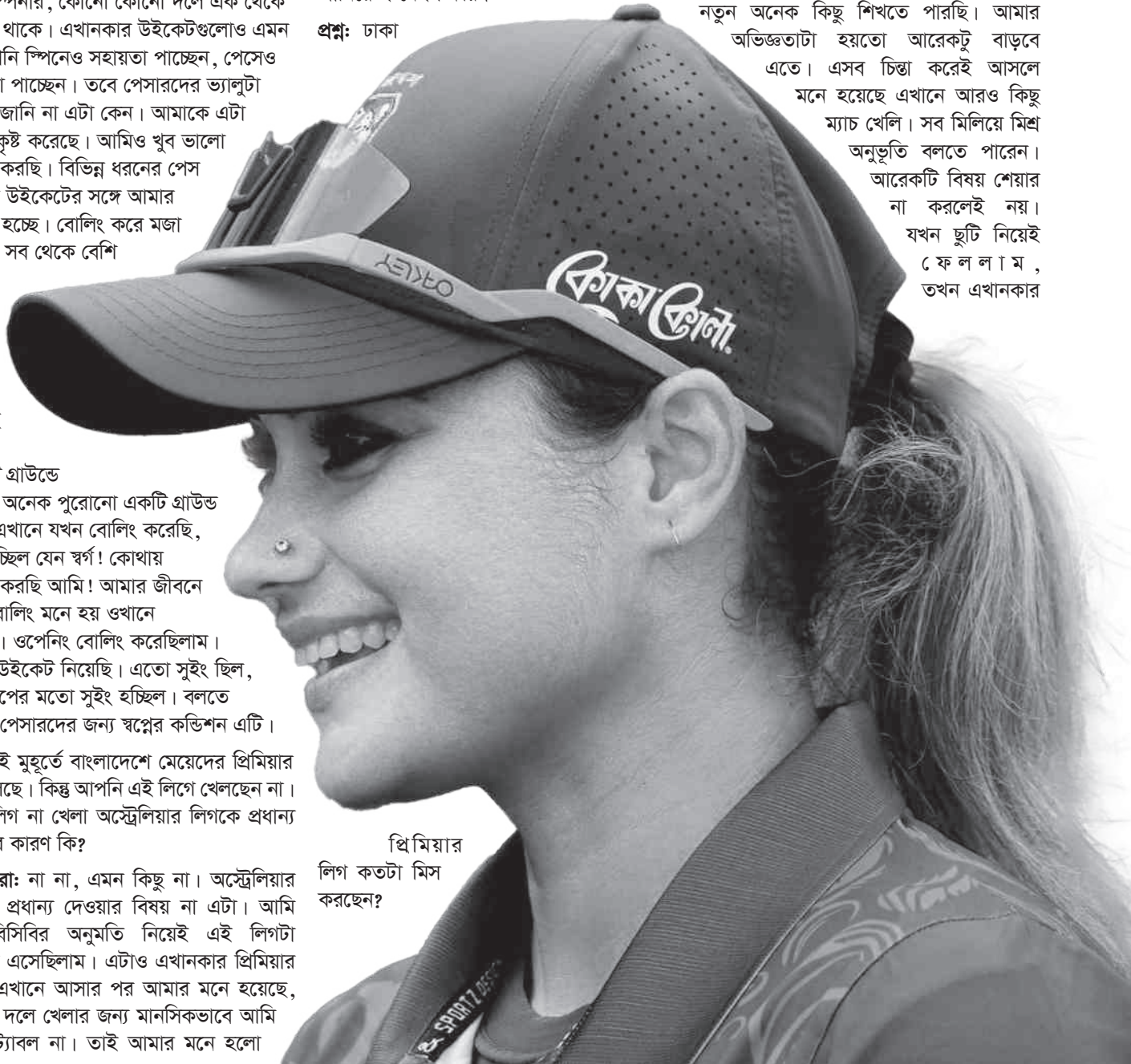
ক্রিকেট গ্রাউন্ডে

খেলে। অনেক পুরোনো একটি গ্রাউন্ড এটি। এখানে যখন বোলিং করেছি, মনে হচ্ছিল যেন স্বর্গ! কোথায় বোলিং করছি আমি! আমার জীবনে সেরা বোলিং মনে হয় ওখানে করেছি। ওপেনিং বোলিং করেছিলাম। একটা উইকেট নিয়েছি। এতো সুইং ছিল, যেন সাপের মতো সুইং হচ্ছিল। বলতে পারেন পেসারদের জন্য স্বপ্নের কন্ডিশন এটি।

প্রশ্ন: এই মুহূর্তে বাংলাদেশে মেয়েদের প্রিমিয়ার লিগ চলছে। কিন্তু আপনি এই লিগে খেলছেন না। ঢাকা লিগ না খেলা অস্ট্রেলিয়ার লিগকে প্রধান্য দেওয়ার কারণ কি?

জাহানারা: না না, এমন কিছু না। অস্ট্রেলিয়ার লিগকে প্রধান্য দেওয়ার বিষয় না এটা। আমি তো বিসিবির অনুমতি নিয়েই এই লিগটা খেলতে এসেছিলাম। এটাও এখানকার প্রিমিয়ার লিগ। এখানে আসার পর আমার মনে হয়েছে, জাতীয় দলে খেলার জন্য মানসিকভাবে আমি ঠিক স্ট্যাবল না। তাই আমার মনে হলো

প্রিমিয়ার
লিগ কতটা মিস
করছেন?



ক্লাবের উচ্চপদস্থ একজন কর্মকর্তা, যিনি অ্যালিসা হিলির বাবা, উনি আমাকে বললেন, তুমি যেহেতু ছুটি নিয়েই ফেলেছ, তাহলে মৌসুমটা শেষ করে যাও। উনার কথায় না করতে পারিনি। তাবলাম পুরো লিগটা শেষ করে ফিরি।

প্রশ্ন: তাহলে কবে নাগাদ ফিরতে পারেন দেশে?

জাহানারা: মার্চের শেষ দিকে লিগ শেষ হবে। আশা করি মার্চের শেষ দিকে ফিরবো দেশে।

প্রশ্ন: ঢাকা লিগের খোঁজ রাখছেন নিশ্চয়ই?

জাহানারা: হ্যাঁ, এখান থেকে লিগের ম্যাচগুলোর খোঁজ রাখছি। প্রথম ম্যাচে তো মেয়েরা দারুণ পারফরম্যান্স করেছে। আরও বেশি খুশি হয়েছি পেসারদের সফল হতে দেখে। অন্যান্য টুর্নামেন্টের থেকে এবারের টুর্নামেন্টের শুরুটা অন্যভাবে হয়েছে। প্রথম রাউন্ডেই তিন থেকে চারজন পেসার ৩টি করে উইকেট নিয়েছে। আমার খুবই ভালো লেগেছে এটা দেখে। আর আমি খুবই খুশি যে, ক্রিকেট বোর্ড এবার আমাদের মেয়েদের ক্রিকেট লিগটা সুন্দর একটা সময়ে শুরু করেছে। ১৮ বছর ধরে নারী ক্রিকেট চালু হয়েছে। এই প্রথমবার দেখলাম ছেলেদের প্রিমিয়ার লিগের আগে মেয়েদের প্রিমিয়ার লিগ হচ্ছে। এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের বর্তমান ম্যানেজমেন্টের জন্য। নাজমুল আবেদীন ফাহিম স্যার, হাবিবুল বাশার সুমন ভাইয়াসহ যারা আছেন, তাদের ধন্যবাদ জানাই। উনারা চেয়েছেন বৃষ্টির মৌসুমে খেলা না হয়ে একটা ভালো মৌসুমে যেন খেলা হয়। যেহেতু সামনে আমাদের বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ার ও বিশ্বকাপ বাছাই আছে। সবকিছু মাথায় রেখে উনারা হয়তো প্ল্যানিংটা করেছেন। উনারা বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্য।

প্রশ্ন: এবার জাতীয় দল প্রসঙ্গে আসি। দীর্ঘ সময় আপনি জাতীয় দলকে সার্ভিস দিয়েছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে আপনি জাতীয় দলে নিয়মিত

নন। জাতীয় দলের ক্যারিয়ার নিয়ে আপনার নিজের ভাবনাটা কি?

জাহানারা: দীর্ঘ সময় দলকে সার্ভিস দিয়েছি, এটা আপনারা সবাই জানেন। ১৬ বছর খেলেছি। হ্যাঁ, সাম্প্রতিক সময়ে হয়তো নিয়মিত ছিলাম না। মাঝে এক বছর দলের বাইরেও ছিলাম। এরপর ঘরোয়া ক্রিকেটে সর্বোচ্চ পারফরম্যান্স করে কামব্যাক করি। ৬ মাস দলের সঙ্গে থাকার পর ছুটি নেই। জাতীয় দলের ক্যারিয়ার নিয়ে বলবো- যদি ফিট থাকি, তাহলে আরও ৫-৬ বছর খেলতে পারবো বলে মনে করি। যদি পারফরম্যান্স করি তাহলে এটা অবশ্যই সম্ভব বলে মনে করি। আমার মনে হয় জাতীয় দলে খেলার জন্য ফিটনেস এবং পারফরম্যান্স প্রয়োজন হয়। এই দুটি জিনিস যদি আমার থাকে, তাহলে ইনশা আল্লাহ আমি হয়তো আবার জাতীয় দলে নিয়মিত হতে পারবো। এক বছর বাইরে থাকার পরও যেমন ফিরেছি, আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতেও পারবো।

প্রশ্ন: আপনার বয়স এখন ৩২ ছুঁই ছুঁই। আমরা কি ধরে নিতে পারি জাহানারা এখন ক্যারিয়ারের পড়ন্ত বেলায় পৌঁছে গেছেন?

জাহানারা: আমার কাছে মনে হয় বয়স একটা নাম্বার মাত্র। এটা আমাদের অনেক জ্ঞানি ব্যক্তির বলে গেছেন এবং আমিও সেটা মনে করি। আসলেই বয়স একটা নাম্বার মাত্র। আমার পারফরম্যান্স এবং ফিটনেস যদি ঠিক থাকে, তাহলে বয়স দিয়ে যাচাই করা ঠিক না। ধরুন ৩১ বছর বয়সে যে ফিটনেস দিয়ে এসেছি, একটা ১৬ বছরের বা ১৯ বছরের মেয়ে ফিটনেসে আমার থেকে অনেক পিছিয়ে বা পারফরম্যান্সে অনেক পিছিয়ে। তখন কিন্তু বয়স দিয়ে বিচার করতে পারেন না যে আমার বয়স বেশি, ওর বয়স কম। আসলে ছেলে ও মেয়ে উভয় ক্ষেত্রেই আমরা এশিয়ানরা একটু ভিন্ন মানসিকতা ধারণ করি। আমাদের বয়স ত্রিশ বা ত্রিশের ওপর হলেই মনে করি অনেক বয়স হয়ে গেছে, বাদ দিয়ে দিতে হবে। এখন ১৫-১৬ বা ১৯ বছরের বাচ্চাকে খুঁজতে হবে, তারা দলকে সার্ভিস দেবে। কিন্তু যখন তারা এভাবে শুরু করে এবং একটা সময় ২৯-৩০ বছরে পৌঁছে যায়, তখন তাদেরও বাদ দিয়ে আবার নতুন একজনকে খোঁজা হয়। তাতে লাভ কী হলো? না সে তার পারফরম্যান্সটা মেলে ধরতে পারলো, না তার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারলো। আমরা বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে এগুলো এক সময় দেখে এসেছি। কিন্তু বর্তমান সময়ে দেখবেন ভারত এই ধারণা থেকে অনেকটাই বেরিয়ে এসেছে। এর সুফলও তারা পাচ্ছে। গত বছর ত্রিশের ওপর বয়সে আশা সোবহানা নামের একজন ভারত জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছে। সে কিন্তু দারুণ পারফরম্যান্সও করেছে। যদি ওদের পুরো দলের কথাই চিন্তা করেন, দেখবেন তারা পুরোনো ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের গুরুত্ব দিচ্ছে। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তারা অনেক ভালো রেজাল্ট নিয়ে



আসছে। তারা বিষয়টাকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছে। তারা অনুসরণ করছে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশকে। তারা সফলও। অস্ট্রেলিয়াতে এসেও ঠিক একই জিনিসটা দেখছি। বলতে পারেন আমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে গেছে।

প্রশ্ন: আরেকটু ব্যাখ্যা করবেন, কেমন সেটা?

জাহানারা: এখানে সবাই মনে করে, যদি আপনার বয়স ত্রিশের ওপর হয়, তাহলে আপনার অভিজ্ঞতা অনেক। আপনি দলের জন্য অনেক বেশি কিছু বহন করবেন। যে কোনো পরিস্থিতিতে দলকে আপনি ভালো একটা রেজাল্ট দিতে সক্ষম হবেন, যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন। এখানে অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক বেশি। যেটা আসলে আমাদের দেশে একটু কম মনে হয়। আমরা অনেক অবহেলিত এদিক থেকে। আমার মনে হয় আমার বয়স ৩২ হোক বা ৪২, এটা কোনো বিষয় না। আমি যদি আমার ওই বয়সে ঠিকঠাকভাবে পারফরম্যান্স ক্রিকেট খেলতে পারি, জাতীয় দলে খেলার মতো ফিটনেস ধরে রাখতে পারি, তাহলে ১৬ বছর বয়সী তরুণীর সঙ্গে আমরা ৩২ বছর বয়সী কোনো নারীও খেলে যেতে পারবো, এটা কোনো বিষয় না। সবকিছু আসলে পারফরম্যান্স ও ফিন্টেসের ওপর।

প্রশ্ন: শেষ করবো মানসিক অবসাদের যে বিষয়টি বলেছেন সেটি দিয়ে। এখন আসলে আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা কেমন?

জাহানারা: শুরুর আলহামদিলাহ, এখন অনেকটা ভালো ফিল করছি। এখানকার আবহাওয়া, হসপিটালিটি, অর্গানিক ফুড, সবকিছু মিলিয়ে ভিন্ন একটা আবহে খেলছি। আমার জন্য একেবারেই নতুন একটা দল এটি। আমাকে তারা যেভাবে সম্মান দেখাচ্ছে, এটা অন্য পর্যায়ে। সবকিছু মিলিয়ে খুব ভালো ফিল করছি। মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে অনেকটা বেটার এখন।





এ ছবি কার-৫৯৮-এর সঠিক উত্তর
ফুটবলার
মেসি

এ ছবি কার-৫৯৮ বিজয়ী
শামীম খান
এলজিআরডি অফিস,
নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, শেরপুর;

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন
ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রাস চেক অথবা বিকাশের
মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের
ছবি ১০ মার্চ ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ
করা হচ্ছে।
-সম্পাদক

এ ছবি কার-৫৯৮ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম
ও ঠিকানা-

১। মো. হজায়ফাহ আলম, প্রযত্নে- জাহেদ, গ্রিন
ভ্যালি আবাসিক টেক্সটাইল, বায়জিদ, চট্টগ্রাম;
২। একেএম. মকবুল হোসাইন, বেনীচাকী
লেন, দক্ষিণ কার্টনার পাড়া, বগুড়া-৫৮০;
৩। আজাহারুল ইসলাম কচি, অব. কর্মকর্তা
অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি আঞ্চলিক কার্যালয়,
ময়মনসিংহ; ৪। কচি, ৪০/০১, রামকৃষ্ণ মিশন
রোড, সদর, সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ;
৫। মো. শাহজাহান ঢালী, গ্রাম- নাঙলা, পোস্ট-
তিলই, থানা- ডামুড্যা, জেলা- শরীয়তপুর;
৬। মো. সোহাগ মোল্লা, বাসা-২১, রোড-৮,
সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ৭। সোহেল মোল্লা,
বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা;
৮। মোশাররফ হোসেন, গ্রাম- নাঙলা, পোস্ট-
তিলই, থানা- ডামুড্যা, জেলা- শরীয়তপুর;
৯। নুরজাহান বেগম, সোনাডাঙ্গা, খুলনা; ১০।
এমএইচ স্বাধীন, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা;
১১। রওশন আরা বেগম, বাসা-২১, রোড-৮,
সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১২। মোহাম্মদ আব্দুল
মালেক, ৮৭/২, জিনাপাড়া মেইন রোড, খুলনা;
১৩। তপন, গনি ষ্টোর, চেরাগী পাহাড়, চট্টগ্রাম;
১৪। কুন্তি রানী, গ্রাম-ডাক- গোপালনগর,
ফরিদপুর, পাবনা; ১৫। শাবনাজ আক্তার
পুতুল, ১৬ শেরবাংলা রোড, (সুরক্ষ ক্লিনিকের
বিপরীতে) খুলনা; ১৬। মো. কিশোর হোসান,
গ্রাম-ডাক- চৌমহনী, থানা- কাটাখালী, জেলা-
রাজশাহী; ১৭। আক্বাছ হোসেন, চরমোল্লাজী,
চতলাবাজার, লালমোহন, ভোলা; ১৮। ফারজানা
ইসলাম, লামচরী, কাটাখালী, হাইমচর, চাঁদপুর;

এ ছবি কার?-৬০০



এ ছবি কার? বিভাগে ক্রীড়াবিদের আংশিক, উল্টা-পাল্টা কিংবা খণ্ড-বিখণ্ড ছবি ছাপা হবে। পাঠকদের
বলতে হবে ছবিটি কার। সঠিক উত্তরদাতার নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০
টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। তবে প্রত্যেক সঠিক
উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। 'এ ছবি কার' বিভাগে অংশ নিতে হলে শুধু নিচের কূপনটি পূরণ করে
কেটে আগামী ২৫ মার্চ ২০২৫-এর মধ্যে আমাদের দফতরে (ক্রীড়াঙ্গত, ৬২/৩ পুরানা পল্টন,
ঢাকা-১০০০) পৌছাতে হবে। খামের উপর অবশ্যই লিখতে হবে 'এ ছবি কার'।-সম্পাদক

ছবিটির নাম.....
উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা.....
.....মোবাইল.....

১৯। আব্দুল কাদের সরকার, বাঘিয়া, বালিরটেক,
মানিকগঞ্জ; ২০। মেহেদী হাসান, বাসা- জ/৩,
চতুর্থ তলা, মনোহরখালী, বন্দর, অফিসার্স
কলোনী, সদরঘাট, চট্টগ্রাম; ২১। পারভীন
আক্তার, গ্রাম- মাইলাগী মধ্যপাড়া, পোস্ট-থানা-
ঘিওর, মানিকগঞ্জ; ২২। মেহেদী হাসান মামুন,
গ্রাম- জিয়নপুর, চড়িডাংগা, পোস্ট- জিয়নপুর,
থানা- দৌলতপুর, জেলা- মানিকগঞ্জ; ২৩।
আফিয়া আফরিন, গ্রাম- নয়াপাড়া, পোস্ট-
গয়হাটা, থানা- নাগরপুর, জেলা- টাঙ্গাইল;
২৪। জাহিদুল ইসলাম পারভেজ, ৪র্থ বর্ষ, ২য়
শিফট, টাঙ্গাইল পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট,
টাঙ্গাইল; ২৫। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-
২০, রোড-১১, মোহাম্মদিয়া হাউজিং সোসাইটি,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা; ২৬। মানজুর আরমান দীপ্ত,

বিকম শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাসা- ১/
বি/১, রোড- ২৯এ মিরপুর, পল্লবী, বিলপাড়,
ঢাকা-১২১৬; ২৭। মনিশা দস্তিদার, এস স্টোর
এন্ড ফটোস্ট্যাট, ২৭৭/এ, আসকার দিঘীর পশ্চিম
পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২৮। মুক্তা রানী,
এনজেল ভিউ-১, ২নং রহমতগঞ্জ, কোতোয়ালি,
চট্টগ্রাম; ২৯। অমিত দস্তিদার (মন), মো.
জাহাঙ্গীর আলম, মেডি কর্নার, ৪১৮ জামালখান
বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ পাড়, দোস্ত
কলোনী মসজিদ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ৩০।
রুপম দস্তিদার, দোয়েল আহমেদ, ৪৯/৫০
আসকার দিঘীর পাড়, জামাল খান, কোতোয়ালি,
চট্টগ্রাম; ৩১। রুবি দস্তিদার, ডিজি ভবন, ৯নং
রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম
পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম;

চট্টগ্রাম জেলা ইয়ুথ দাবা টুর্নামেন্ট

'তারুণ্যের উৎসব'-এর অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে চট্টগ্রাম জেলা ইয়ুথ দিনব্যাপী
দাবা টুর্নামেন্ট গত ৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৩৫ জন দাবাড়ু অংশগ্রহণ করে।
ওপেন ক্যাটাগরি: অনূর্ধ্ব-৮ বিভাগে আইলান তাজওয়ার, অনূর্ধ্ব-১০ বিভাগে আফরাজ আরশান, অনূর্ধ্ব-১২
বিভাগে সুরিত দে, অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে আহনাফ আবিদ ইশান, অনূর্ধ্ব-১৬ বিভাগে জাজবির নূর জারিফ,
অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে আফিফ নেওয়াজ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বালিকা ক্যাটাগরি: অনূর্ধ্ব-১০
বিভাগে উমরাহ আবাবিল, অনূর্ধ্ব-১২ বিভাগে আনুস্কা দত্ত, অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে প্রজ্ঞা রায় চৌধুরী, অনূর্ধ্ব-১৬
বিভাগে তাওহিদা বেগম, অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে মাস্টার ইমনিয়া বিনতে ইউসুফ লুবাবা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।
টুর্নামেন্টে চিফ আরবিটার হিসেবে ফিদে আরবিটার প্রকৌশলী এস এম তারেক, ডেপুটি চিফ আরবিটার
নুরুল আমিন ও আরবিটার হিসেবে দাবা জাহাঙ্গীর আলম ও এম কে শাহীন দায়িত্ব পালন করেন।

আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি নাইট ব্যাডমিন্টন

বিশ্বকলোনী শাখা বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত আরাফাত রহমান কোকো
স্মৃতি নাইট ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ২ ফেব্রুয়ারি পি ব্লক
ফ্লুর মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির আন্তর্জাতিকবিষয়ক উপ কমিটির সদস্য
ইস্রাফিল খসরু। ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয় ইংলিশ ক্যাপচুল দল।

সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক হাবীবুল্লাহ

বদলে যাওয়া নাস্টিম শেখ

মো. মনির উদ্দিন

একটা সময় বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দলের নিয়মিত সদস্য ছিলেন নাস্টিম শেখ। লাল-সবুজ জার্সি গায়ে বাঁহাতি এই ওপেনিং ব্যাটসম্যানের এই সংস্করণে আন্তর্জাতিক অভিষেক ২০১৯ সালের নভেম্বরে, ভারতের



বিপক্ষে দিল্লিতে। ওই সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে ২৬ ও ৩৬ রান করা নাস্টিম নাগপুরে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ভারতীয় বোলারদের পিটিয়ে খেলেন ৪৮ বলে ৮১ রানের দুর্দান্ত একটি ইনিংস। বাংলাদেশ ৩০ রানে ম্যাচটা হেরে গেলেও প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার উঠেছিল তাঁর হাতে। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। ওপেনার হিসেবে দলে জায়গা পাকা হয়ে যাওয়ার পর খেলেছেন টানা দুই বছর। যদিও সেভাবে আস্থার প্রতিদান দিতে পারেননি। ম্যাচের পর ম্যাচ রান কম-বেশি কিছু করতেন সত্যি কথা, কিন্তু টি-টোয়েন্টির ভীষণ প্রয়োজনীয় উপাদান ‘ইম্প্যাক্ট’ ও ‘ইনটেন্ট’ মানদণ্ডে সেগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন থাকতোই। ফলে গড় মোটামুটি ভদ্রস্থ পর্যায়ে থাকলেও স্ট্রাইকরেট যাচ্ছেতাই হওয়ায় নাস্টিম শেখকে দলের ‘বোবা’ মনে করতেন অনেকেই। এক পর্যায়ে বাদও পড়েন দল থেকে। আবার ফিরেও আসেন, কিন্তু মোটেও সুবিধা করতে পারেননি। ২০২২ সালের ৩০ আগস্ট সর্বশেষ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলা নাস্টিমকে এর মাঝে ওয়ানডে ও টেস্টে চেষ্টা করে দেখা হয়েছে। অবশ্য নিজের অপরিহার্যতা একদমই প্রমাণ করতে পারেননি।

ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) একাদশ আসর আবারও নতুন করে আলোচনায় নিয়ে এসেছে নাস্টিম শেখকে। এবারের বিপিএলের সর্বোচ্চ রান সৎ গুঁ া হ ক

ব্যাটসম্যান হয়েছেন তিনি (১২ ইনিংসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৮৫ রান করেছেন ঢাকা ক্যাপিটালসের তানজিদ হাসান তামিম)। খুলনা টাইগার্সের হয়ে খেলা এই ওপেনার ১৪ ম্যাচের ১৪ ইনিংসে ৪২.৫৮ গড়ে করেছেন ৫১১ রান, হাফ সেঞ্চুরি ৩টি, সেঞ্চুরি ১টি, সর্বোচ্চ অপরাজিত ১১১। সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার ছিল তাঁর স্ট্রাইকরেট

১৪৩.৯৪! নাস্টিমকে এতদিন ধরে যেভাবে রয়ে সয়ে ধরে খেলা ব্যাটসম্যান হিসেবে মনে করে আসছিলেন সবাই, চিরচেনা সেই বলয় থেকে বেরিয়ে এসেছেন তিনি। বেশ কিছু বিস্ফোরক ইনিংস খেলে জানান দিয়েছেন বদলে যাওয়ার বার্তা। বোলারদের আত্মবিশ্বাস গুঁড়িয়ে দেওয়ার খুনে মানসিকতা ধরা পড়েছে তাঁর ব্যাটিংয়ে। বিশেষ করে মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে ৬২ বলে ৭ বাউন্ডারি ও ৮ ছক্কায় সাজানো যে হার না মানা ১১১ রানের ‘খুনে’ ইনিংস খেলছেন, তা এ দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের অনেকদিন মনে থাকবে।

নিয়মিত রানের ফোয়ারা ছুটিয়ে এবারের বিপিএলের সর্বোচ্চ রান করলেও একটু হলেও নিশ্চয় আক্ষেপ ছিল নাস্টিম শেখের মনে। কারণ, টুর্নামেন্টের ইতিহাসে অগ্নের জন্য স্থানীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রানের মালিক হওয়ার রেকর্ডটা অগ্নের জন্য হাতছাড়া হয়ে গেছে তাঁর। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে মিরপুরে চিটাগং কিংসের বিপক্ষে ২২ বলে ১৯ রান করে আউট হয়ে যান তিনি, রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে একেবারে শেষ বলে ২ উইকেটে হেরে ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হয় খুলনা টাইগার্সও। ফলে

১ ৪
ম্যাচে
৫১১



আবার কবে লাল-সবুজ জার্সি গায়ে দেখা যাবে নাস্টিম শেখকে

রানেই শেষ হয় নাস্টিমের বিপিএল মিশন। বিপিএলের ইতিহাসে এক আসরে বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বাধিক ৫১৬ রানের রেকর্ড নাজমুল হোসেন শান্তর। ২০২৩ আসরে সিলেট স্ট্রাইকার্সের হয়ে ১১৬.৭৪ স্ট্রাইকরেটে ওই রান করে তালিকার এক নম্বরে নাম লিখিয়েছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের অধিনায়ক এবং তারপরই নাস্টিম শেখ।

একটু পেছনে ফিরে তাকালে দেখা যাবে ২০২৪ বিপিএলেও খারাপ করেননি নাস্টিম শেখ। সেবার দুর্দান্ত ঢাকার জার্সি গায়ে ১২ ইনিংসে করেছিলেন ২৫.৮৩ গড়ে ৩১০ রান, স্ট্রাইকরেট ১১৯.৬৯। এর আগের ২০২৩ আসরে রংপুর রাইডার্সের হয়ে অবশ্য হাসেনি তাঁর ব্যাট, ১৩ ইনিংসে ১৬.৬৯ গড় আর ১১১.২৮ স্ট্রাইকরেটে ২১৭ রান। আগের দুই বিপিএলের তুলনায় এবার রান যেমন বেশি করেছেন, তারচেয়ে বড় কথা দারুণ উন্নতি করেছেন স্ট্রাইকরেটে, কমিয়েছেন ডট বল খেলার সংখ্যা। আগে স্ট্রাইকরেট ঠিক টি-টোয়েন্টি সুলভ ছিল না, এবার যেখানটায় নজর দিয়েছেন বিশেষভাবে। তা ছাড়া ইনিংস বড় করার দিকেও ছিল মনোযোগ। খুলনা টাইগার্সের কোচ তালহা জুবায়ের নাস্টিমের সাম্প্রতিক পরিবর্তনের রহস্য সম্পর্কে বলছিলেন, ‘নাস্টিম এবার অনেক আত্মবিশ্বাসী ছিল। এটাই তাঁকে বদলে দিয়েছে। ওর শটের রেঞ্জ দারুণ এবং বল নির্বাচনেও উন্নতি করেছে। আগে রান না পেলে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ত, কিন্তু এখন সে ম্যাচের পরিস্থিতি বুঝে খেলতে শিখেছে। এখন ওকে অনেক পরিণত মনে হয়’।

এবারের বিপিএলের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং দিয়ে নাস্টিম শেখ আবারো জাতীয় দলে ফেরার দাবি জোরালো

এবারের বিপিএলের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক নাস্টিম শেখের ব্যাটিংয়ে বদলে যাওয়ার বার্তা ফুটে উঠেছে...

করেছেন বলে মনে করছেন অনেকে। মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়াম, সিলেট ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম ও চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম; রান পেয়েছেন তিন মাঠেই। এর আগে ডিসেম্বরে এনসিএল টি-টোয়েন্টিতেও ৩১৬ রান করেছিলেন। জাতীয় দল থেকে বাদ পড়া নাস্টমকে নির্বাচকরা কি টি-টোয়েন্টিতে সহসা ফেরার সুযোগ দেবেন? এমনিতে তাঁর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার আহামরি কিছু নয়। বাংলাদেশের হয়ে ৩৫ টি-টোয়েন্টিতে নাস্টমের রান ৮১৫, গড় ২৩.৯৭, স্ট্রাইকরেট ১০৩.৪২। ৮ ওয়ানডের ৭ ইনিংসে করেছেন ১৩.৫৭ গড় আর ৬০.৫০ স্ট্রাইকরেটে ৯৫ রান এবং একমাত্র টেস্টের ২ ইনিংসে ১২.০০ গড়ে ২৪ রান।

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের তিন মাঠেই রান পাওয়া এবং বিপিএলের সর্বোচ্চ স্কোরার হওয়া প্রসঙ্গে নাস্টম শেখ সংবাদমাধ্যমকে বলছিলেন, ‘মাঠ নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আমি ম্যাচের পরিস্থিতি বুঝে উইকেটের সঙ্গে মানিয়ে খেলার চেষ্টা করেছি। তিন মাঠেই উপভোগ

করার চেষ্টা করেছি। আর যে টুর্নামেন্টেই খেলি কখনোই এমন মানসিকতা নিয়ে শুরু করি না যে, আসরের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হবো। সবসময় চেষ্টা করি আমার নিজের সামর্থ্যের মধ্যে থাকতে, যা পারি সেটা ঠিকমতো কাজে লাগাতে। সফল হই বা ব্যর্থ হই আমি নিজের পরিকল্পনা এবং সামর্থ্যে বিশ্বাস রাখি। ডিপিএল হোক আর বিপিএল হোক আপনি যখন কোনো আসরে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়ে আরেকটা বড় আসর শুরু করবেন তখন মানসিকভাবে আপনি ইতিবাচক থাকবেন’।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শুরুর দুর্দান্ত পারফরম্যান্স পরে ধরে রাখতে না পারার ব্যাপারে নাস্টমের অভিমত মিরপুরের বোলিং সহায়ক উইকেটের কারণে তাঁকে ‘বলির পাঁঠা’ হতে হয়েছে, ‘আমার স্ট্রাইকরেট নিয়ে সবচেয়ে বেশি কথা হয়েছিল। প্রথম ১৫-২০ ইনিংসে আমার স্ট্রাইকরেট ১৪০ এর আশে-পাশে ছিল, ব্যাটিং গড়ও ৩০ এর কাছাকাছি ছিল। কিন্তু এরপর নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তানের

বিপক্ষে সিরিজগুলোতে ১৪-১৫টা ইনিংস (মিরপুরে) গ্লো উইকেটে খেলে আমার ব্যাটিং গড় ও স্ট্রাইকরেট কমে গেছে। যেখানে পুরো দল মিলে ১১০-১১৫ রান করেছি এবং সেটা আবার আমরা ডিফেন্ডও করেছি, সেখানে ১৫০-১৬০ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিংয়ের আশা করাটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই না’। নাস্টম যা বলেছেন তা আসলে মিথ্যে নয়। কারণ ২০২১ সালের বিশ্বকাপের আগে ওই তিন সিরিজে মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে যে জঘন্য উইকেটে টি-টোয়েন্টি খেলা হয়েছিল, তখন সাকিব আল হাসান বলেছিলেন, এমন উইকেটে ১০-১৫ ম্যাচ খেলে যে কোনো ব্যাটসম্যানের ক্যারিয়ারের বারোটা বেজে যেতে বাধ্য। অবশ্য অন্যান্য মাঠেও যে বাংলাদেশের হয়ে খুব বেশি আক্রমণাত্মক খেলেছেন নাস্টম, পরিসংখ্যান কিন্তু তা বলে না। দেখা যাক, ঘরোয়া ক্রিকেটে বদলে যাওয়া নাস্টম শেখ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও ধারাবাহিকতা দেখিয়ে সেটির অনুবাদ করতে পারেন কি-না। অবশ্য তার আগে নির্বাচকদের কাছ থেকে সুযোগ পেতে হবে।



একমি কাপ উন্মুক্ত টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে জাতীয় টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ন ও জননিরাপত্তা বিভাগ-স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদ (কিসলু)। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম, এনডিসি



২১ ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রেসক্লাবে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত টেবিল টেনিস খেলোয়াড় জোবেরা রহমান লিনুর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘জীবনজালের এপার-ওপার’-এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বাঁ থেকে প্রথম জাতীয় টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন মনিরা রহমান হেলেন, জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় কামরুন নাহার ডানা, প্রবীণ ক্রীড়া সাংবাদিক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, লেখিকা জোবেরা রহমান লিনু ও পাক্ষিক ক্রীড়াঙ্গত পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদ হোসেন খান দুলাল

৪৮ বর্ষ ১৪ সংখ্যার কুইজমালার সঠিক উত্তর:

১. শেখ মেহেদী
২. জাকের আলী
৩. শেখ মেহেদী

৪৮ বর্ষ ১৪ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

সুমাইয়া আক্তার
গ্রাম+পোস্ট- বাঘরপুর
থানা+জেলা- চাঁদপুর

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রেন্স ফেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ মার্চ ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।-সম্পাদক

৪৮ বর্ষ ১৪ সংখ্যার কুইজমালা সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মো. হুজায়ফাহ আলম, প্রযত্নে- জাহেদ, গ্রিন ভ্যালি আবাসিক টেক্সটাইল, বায়জিদ, চট্টগ্রাম; ২। একেএম মকবুল হোসাইন, বেনীচাকী লেন, দক্ষিণ কার্টনার পাড়া, বগুড়া-৫৮০; ৩। তমশী, গনি ষ্টোর, চেরাগী পাহাড়, চট্টগ্রাম; ৪। মোশাররফ হোসেন, গ্রাম- নাগুলা, পোস্ট- তিলই, থানা- ডামুড্যা, জেলা- শরীয়তপুর; ৫। মিসেস নুরজাহান বেগম, সোনাডাঙ্গা, খুলনা; ৬। আব্দুল মালেক, ৮৭/২, জিন্নাপাড়া মেইন রোড, খুলনা; ৭। মো. সোহাগ মোল্লা, বাসা-২১, রোড- ৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ৮। সোহেল মোল্লা, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ৯। কুন্তি রানী, গ্রাম+ডাক- গোপালনগর, ফরিদপুর, পাবনা; ১০। রওশন আরা বেগম, বাসা-২১, রোড- ৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১১। কচি, ৪০/০১, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, সদর, সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ; ১২। আজহারুল ইসলাম কচি, অব. কর্মকর্তা অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ; ১৩। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শেরেবাংলা রোড, (সুরক্ষ ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ১৪। মো. কিশোর হোসান, গ্রাম+ডাক- চৌমহনী, থানা- কাটাখালী, জেলা- রাজশাহী; ১৫। আক্বাছ হোসেন, চরমোল্লাজী,

‘পাফিক ক্রীড়াঙ্গত’ পত্রিকার কুইজ বিভাগে থাকছে তিনটি প্রশ্ন। সঠিক উত্তরদাতা বিজয়ীর নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। কুইজ বিভাগে অংশ নিতে হলে অবশ্যই নিচের কুপনটি পূরণ করে আগামী ২৫ মার্চ ২০২৫-এর মধ্যে পাফিক ক্রীড়াঙ্গত, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই কুপন ব্যতীত কুপনের ফটোকপি কুইজ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কুপনে স্থান সংকুলান না হলে প্রয়োজনে বাড়তি কাগজ যুক্ত করা যাবে।
- সম্পাদক

‘ক্রীড়াঙ্গত’ কুইজমালা ৪৮ বর্ষ ■ ১৬ সংখ্যা ■ ১ মার্চ ২০২৫

প্রশ্ন : ৪৮ তম জাতীয় অ্যাথলেটিকসে দ্রুততম মানব কে হয়েছেন?

প্রশ্ন : ৪৮ তম জাতীয় অ্যাথলেটিকসে দ্রুততম মানবী কে হয়েছেন?

প্রশ্ন : ৪৮ তম জাতীয় অ্যাথলেটিকসে কয়টি নতুন জাতীয় রেকর্ড হয়েছে?

উত্তর : ১)

উত্তর : ২)

উত্তর : ৩)

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা :

.....

.....

মোবাইল :

চতলাবাজার, লালমোহন, ভোলা; ১৬। ফারজানা ইসলাম, লামচরী, কাটাখালী, হাইমচর, চাঁদপুর; ১৭। আব্দুল কাদের সরকার, বাঘিয়া, বালিরটেক, মানিকগঞ্জ; ১৮। পারভীন আক্তার, গ্রাম- মাইলাগী মধ্যপাড়া, পোস্ট+থানা- ঘিওর, মানিকগঞ্জ; ১৯। মাহির আবরার ইঞ্জিনিয়ার, বাসা- ১/বি/১, রোড- ২৯/এ মিরপুর, পল্লবী, বিলপাড়, ঢাকা-১২১৬; ২০। মেহেদী হাসান মামুন, গ্রাম- জিয়নপুর, চড়িডাংগা, পোস্ট- জিয়নপুর, থানা- দৌলতপুর, জেলা- মানিকগঞ্জ; ২১। আফিয়া আফরিন, গ্রাম- নয়াপাড়া, পোস্ট- গয়হাটা, থানা- নাগরপুর, জেলা- টাঙ্গাইল; ২২। দাউদ ইসলাম পাভেল, ২য় বর্ষ, ১ম শিফট, ইলেকট্রিক্যাল, মুন্সিগঞ্জ পলিকেটনিক্যাল ইনস্টিটিউট, মীরকাদিম, মুন্সিগঞ্জ; ২৩। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা- ২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি,

মোহাম্মদপুর, ঢাকা; ২৪। মুক্তা রাণী, এনজেল ভিউ-১, ২নং রহমতগঞ্জ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২৫। অমিত দস্তিদার (মন), মো. জাহাঙ্গীর আলম, মেডি কর্নার, ৪১৮ জামালখান বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ পাড়, দোস্ত কলোনী মসজিদ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২৬। মনিশা দস্তিদার, এস স্টোর এন্ড ফটোস্ট্যাট, ২৭৭/এ, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২৭। রবি দস্তিদার, ডিজি ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২৮। রূপম দস্তিদার, দোয়েল আহমেদ, ৪৯/৫০ আসকার দিঘীর পাড়, জামাল খান, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২৯। মেহেদী হাসান, বাসা- জ/৩, চতুর্থ তলা, মনোহরখালী, বন্দর, অফিসার্স কলোনী, সদরঘাট, চট্টগ্রাম।

বগুড়া জাতীয় স্কুল ক্রিকেটে পুলিশ লাইন্স স্কুল চ্যাম্পিয়ন

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আয়োজনে বগুড়া প্রাইম ব্যাংক জাতীয় স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বগুড়া পুলিশ লাইন্স স্কুল। ফাইনালে তারা বাট মডেল স্কুলকে ১০ উইকেটে পরাজিত করে। শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে টেসে জিতে বাট মডেল স্কুল প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বগুড়া পুলিশ লাইন্স স্কুলের বোলারদের অগ্রাঙ্গী বোলিংয়ে ২৭ ওভার ১ বলে মাত্র ৭৩ রানে অলআউট হয়। দলের পক্ষে সর্বাধিক ২৪ রান আসে অতিরিক্ত থেকে। ২১ রান করেন ওপেনার শিহাব। পুলিশ লাইন্স স্কুলের আকাশ ৯ ওভার ১ বল করে মাত্র ১৯ রানে ৫ উইকেট নিয়ে প্রতিপক্ষের ইনিংসে ধ্বংস নামায়। এ ছাড়া তামিম দলের পক্ষে ২টি উইকেট লাভ করে। জবাবে বগুড়া পুলিশ লাইন্স স্কুলের দুই ওপেনার আকাশ এবং রিয়াদ মাত্র ৮ ওভার ১ বলে কোনো উইকেট না হারিয়ে দলের জয় নিশ্চিত করে। টুর্নামেন্টের সর্বাধিক রানের পুরস্কার জিতেছে পুলিশ লাইন্স স্কুলের সাকিব এবং সর্বাধিক উইকেট শিকারির পুরস্কার পেয়েছে করতোয়া মাল্টিমিডিয়া স্কুলের প্রতায়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) আরাফাত হোসেন বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আসাদুজ্জামান আসাদ, প্রাইম ব্যাংক বগুড়া শাখার ইনচার্জ শাহ মো. আবু সালেহ, বগুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার আস্থায়ক কর্মিটির সদস্য সচিব তোহাৎদেক হোসেন, সদস্য খালেদ মাহমুদ রুবেল, মোস্তফা মোম্বল ও হাসান মোল্লা, জুলাই ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গুরুতর আহত ক্রিকেটার নুরুল্লাহ, শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামের ভেন্যু ম্যানেজার জামিলুর রহমান জামিল, জেলা ক্রিকেট কোচ মাহমুদ হাসান রিফাত। বগুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় এবারের টুর্নামেন্টে বগুড়া শহরের ৮টি স্কুল দল অংশ নেয়।

মোস্তফা মোম্বল



৪৮ বর্ষ ১৩ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী
মনিশা দস্তিদার



একুশে পদক পেয়েছে
বাংলাদেশ নারী ফুটবল
দল। গত ২০ ফেব্রুয়ারি
চলতি বছরের একুশে
পদক প্রদান করা হয়।
রাজধানীর ওসমানী
স্মৃতি মিলনায়তনে
বিশিষ্টজনদের পদক প্রদান

করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সেখানে
অন্যান্যদের সঙ্গে ২০২৪ সালে দ্বিতীয়বারের
মতো সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জেতা নারী
ফুটবল দলকেও একুশে পদক তুলে দেওয়া হয়।
২৩ নারী ফুটবলারদের পক্ষ থেকে মঞ্চের উঠে
পদক গ্রহণ করেন অধিনায়ক ও সহঅধিনায়ক।
এই পদক নারী ফুটবলে বাংলাদেশের সামনে
এগিয়ে যেতে বিরাট প্রেরণা যোগাবে বলে আশা
করাই যায়।

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে টানা দ্বিতীয়বার
অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাসের পাতায়
সোনার হরফে নিজেদের নাম লিখেছেন সাবিনা
খাতুন, মনিকা চাকমা, ঋতুপর্ণা চাকমা। গত
৩০ অক্টোবর সপ্তম নারী সাফের ফাইনালে



একুশে পদকপ্রাপ্ত নারী ফুটবল দল সাফ জয়ের
পর দীর্ঘ সময় কোনো বড় ম্যাচ খেলতে পারেনি।
বিশেষ করে ফেব্রুয়ারির ফিফা উইন্ডোতে জাতীয়
দল কোনো ম্যাচ ছিল না। তাই ফেডারেশন

তবে টানা দুইবার সাফ শিরোপা জেতার অর্থ
হলো দক্ষিণ এশিয়ায় নারী ফুটবলে বাংলাদেশ
সেরা। যেখানে রয়েছে ভারতের মতো বড় একটি
দেশ। রয়েছে নেপাল, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানের মতো

একুশে পদকের প্রেরণায় এগিয়ে যাক নারী ফুটবলাররা

স্বাগতিক নেপালকে ২-১ গোলে হারিয়ে অবিস্মরণীয়
শিরোপা জয়ের গৌরবে ভেসেছে বাংলাদেশ। এর
আগে ২০২২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর আগের সাফের
ফাইনালেও এই নেপালকে ৩-১ গোলে হারিয়ে
চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল বছরটা শুরু করেছিল
হার দিয়ে। চাইনিজ তাইপের বিপক্ষে হারে ৪-০
গোলের ব্যবধানে। জুলাই মাসে ভুটানের বিপক্ষে
প্রীতি ম্যাচ খেলে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচেই
বাজিমাত, ভুটানকে উড়িয়ে দিল ৫-১ গোলে।
পুরো বছরে বাংলাদেশ নারী দল ম্যাচ খেলেছে
মোট ৮টি। তার মধ্যে চাইনিজ তাইপের বিপক্ষে
দুটি ম্যাচ ছাড়া আর কোনো ম্যাচে হারেনি
লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। শুধু একটি ম্যাচ
তারা পাকিস্তানের বিপক্ষে ড্র করেছিল। বাকি
সবগুলোতেই জয় পেয়েছে বাংলাদেশের মেয়েরা।
গত বছর সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপে
বাংলাদেশ ও ভারত যৌথ চ্যাম্পিয়ন হয়। গত
বছরের ৮ ফেব্রুয়ারি টুর্নামেন্টের ফাইনাল ১-১
গোলে ড্র হয় এবং পেনাল্টি শুট-আউটও ১১-১১
গোলে সমতায় শেষ হয়। পরে দুই দলকেই যৌথ
চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়।

নেপালে ২০২৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সাফ
অনূর্ধ্ব-১৬ নারী ফুটবলে অপরাজিত শিরোপা লাভ
করে বাংলাদেশ। ফাইনালে ভারতকে ট্রাইব্রেকারে
৩-২ গোলে পরাজিত করে বাংলাদেশ। পুরো
টুর্নামেন্ট-জুড়েই বাংলাদেশের নারীরা দারুণ
খেলেছে। দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের মধ্য
দিয়ে বাধিনীরা তাদের সক্ষমতা আবারো প্রমাণ
করেছে। উল্লেখ্য, সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ নারী ফুটবলে
নেপালকে ২-০, ভারতকে ৩-১ এবং ভুটানকে
৬-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে ফাইনালে উঠে
বাংলাদেশ।

মোস্তফা তারিক আল বান্না

পাখির চোখ করছে আসন্ন মার্চ উইন্ডোকে। সে
কারণেই মেয়েদেরকে ক্যাম্পে ডাকা হয়েছে।
বাহুফের সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন তুষার
বলেন, ‘আমরা পরিকল্পনা করছি মার্চ উইন্ডোতে
ম্যাচ আয়োজন করার জন্য। ততদিন আমাদের
এখানে সহকারী কোচ আছেন তাদের অধীনে
অনুশীলন করবেন খেলোয়াড়েরা’। তবে মার্চ
উইন্ডোতে কার বিপক্ষে খেলার সম্ভাবনা জেগেছে
এ নিয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান, ‘আমি
এখনো স্পষ্টভাবে তেমন কিছু বলতে পারব না যে
কোন দেশের সঙ্গে আমরা খেলবো। আমরা ১৩টা
দেশকে ইনভাইটেশন পাঠিয়েছি। তো আমরা
যখন ফিডব্যাক পাব, শটলিস্টেড হবে, তখন
আপনাদের বলতে পারব’। মাঠের লড়াইয়ের
আগে মেয়েরা মাঠের অনুশীলনও শুরু করতে
পারছে না। কেননা নারী দলের কোচ জেমস
পিটার বাটলার থাকবেন নাকি নতুন কোচ নিয়োগ
হবে, সেটি এখনো অনিশ্চিত। কদিন আগে
অবশ্য পিটার বাটলারের থাকা নিয়ে ইতিবাচক
মন্তব্য করেছিলেন নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা
আক্তার কিরণ।

কে কোচ থাকবেন, কে থাকবেন না, কবে
অনুশীলন শুরু হবে, এসব প্রশ্নের উত্তর সময়
হলেই জানা যাবে। তবে সবচেয়ে বড় কথা
হলো, অবহেলিত নারী ফুটবলাররা এবার যে
সম্মান পেলেন, যে প্রেরণা পেলেন, তা ইতিহাস
হয়ে থাকবে। সারা বিশ্বের নারী ফুটবলাররা
সরকারি সুযোগ-সুবিধা পেয়ে বেশ দ্রুতগতিতে
এগিয়ে যাচ্ছে। সেখানে আমরা ছিলাম পিছিয়ে।

ফুটবল দেশ। সেখানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা নিছক
মুখের কথা নয়।

বাংলাদেশ যেহেতু দক্ষিণ এশিয়ায় এখন সেরা,
সেহেতু তাদের লক্ষ্য থাকা উচিত এশিয়ায় একটা
ভালো পজিশন তৈরি করা। এশিয়ায় নারী ফুটবল
র‍্যাঙ্কিংয়ে সবার উপরে রয়েছে জাপান। তারা বিশ্ব
র‍্যাঙ্কিংয়ে রয়েছে ৭ নম্বরে। এই মহাদেশে দ্বিতীয়
এবং বিশ্বে ৮ নম্বরে অবস্থান করছে উত্তর কোরিয়া।
অস্ট্রেলিয়া বিশ্বের ১৫ নম্বরে এবং এশিয়ায় তিন
নম্বরে রয়েছে। এশিয়ার চতুর্থ স্থানে রয়েছে বিশ্বের
১৭ নম্বরে থাকা চীন। এশিয়ায় পঞ্চম ও বিশ্বে
২০ নম্বরে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। এশিয়ায় ষষ্ঠ
ও বিশ্বে ৩৭ নম্বরে অবস্থান করছে ভিয়েতনাম।
এরপর এশিয়ায় সপ্তম স্থানে ফিলিপাইন্স, অষ্টম
স্থানে চাইনিজ তাইপে, নবম স্থানে থাইল্যান্ড, দশম
স্থানে উজবেকিস্তান, একাদশ স্থানে মিয়ানমার,
দ্বাদশ স্থানে আরব আমিরাতে, ত্রয়োদশ স্থানে
জর্ডান, চতুর্দশ স্থানে ভারত, পঞ্চদশ স্থানে ওমান,
ষষ্ঠদশ স্থানে বাহরাইন, একুশতম স্থানে রয়েছে
বাংলাদেশ। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ রয়েছে
১৩২ নম্বরে। এশিয়ায় বাংলাদেশের উপরে শুধু
ভারতই নয় নেপালের মতো দেশও রয়েছে।
বাংলাদেশ যেহেতু ভারত ও নেপালকে টপকে
টানা দুই বার সাফ জয় করেছে, সেহেতু বলা
যায়, বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৭০ এর মধ্যে এবং এশিয়া
র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৫ এর মধ্যে থাকার যোগ্যতা রয়েছে
বাংলাদেশের। ফলে বলা যায়, বর্তমান ধারা
বজায় রাখতে পারলে বাংলাদেশ এশিয়া নারী
ফুটবলেও একটা সম্মানজনক স্থানে থাকতে সক্ষম
হবে।

শব্দজট-৬২১									
রি	শা	দ	হো	সে	ন			ডা	
প						রা		না	
ন		আ	জি	জু	ল			শা	
ম		ফি				মে		র	
ন্ড		ফ		সা		হে		মি	
ল				বি		দী		ন	
	ফা	র	জা	না		হা		আ	
						সা		জা	
রা	কি	বু	ল	হা	সা	ন		র	

শব্দজট-৬২৩									
১		২							৩
		৪							
									৫
				৬					
			৭						
		৮		৯					
১০									

শব্দজট-৬২১ বিজয়ী পারভীন আক্তার গ্রাম- মাইলাগী মধ্যপাড়া পোস্ট+থানা- ঘিওর, মানিকগঞ্জ									
শব্দজট-৬২১ বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রান্স ফের অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আগামী ১০ মার্চ ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক									

নাম
ঠিকানা
.....
.....
মোবাইল

শব্দজট-৬২১ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মো. মোশাররফ হোসেন, গ্রাম- দেয়াড়া, পোস্ট- যুগিহাটি, রূপশা, খুলনা; ২। মো. হুজায়ফা আলম, প্রযত্নে- জাহেদ, গ্রিন ভ্যালি আবাসিক টেক্সটাইল, বায়জিদ, চট্টগ্রাম; ৩। রওশন আরা বেগম, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ৪। নুরজাহান বেগম, প্রযত্নে- দারোগা হারুন অর রশিদ, ৪৫/১, হাজী ইসমাইল লিংক রোড, সোনাডাঙ্গা, খুলনা; ৫। আব্দুল মালেক, শিপ ইয়ার্ড, খুলনা; ৬। মো. সোহাগ মোল্লা, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ৭। এমএইচ স্বাধীন, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ৮। অনায় নাহা, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা, দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম; ৯। সোহেল মোল্লা, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১০। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শেরেবাংলা রোড, (সুরক্ষ ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ১১। মো. কিশোর হাঙ্গাম, গ্রাম+ডাক- চৌমহনী, থানা- কাটাখালী, জেলা- রাজশাহী; ১২। ফারজানা ইসলাম, লামচরী, কাটাখালী, হাইমচর, চাঁদপুর; ১৩। আব্দুল কাদের সরকার, বাঘিয়া, বালিরটেক, মানিকগঞ্জ; ১৪। আক্বাছ হোসেন, চরমোল্লাজী, চতলাবাজার, লালমোহন, ভোলা; ১৫। মেহেদী হাসান, বাসা- জ/৩, চতুর্থ তলা, মনোহরখালী, বন্দর, অফিসার্স কলোনী, সদরঘাট, চট্টগ্রাম; ১৬। পারভীন আক্তার, গ্রাম- মাইলাগী মধ্যপাড়া, পোস্ট+থানা- ঘিওর, মানিকগঞ্জ; ১৭। মেহেদী হাসান মামুন, গ্রাম- জিয়নপুর, চড়িডাংগা, পোস্ট- জিয়নপুর, থানা- দৌলতপুর, জেলা- মানিকগঞ্জ; ১৮। নারগিছ আক্তার, প্রযত্নে- আজিজ খান, গ্রাম- জিয়নপুর, থানা- পাড়া, পোস্ট- জিয়নপুর, থানা- দৌলতপুর, জেলা- মানিকগঞ্জ; ১৯। জাহিদুল ইসলাম পারভেজ, ৪র্থ বর্ষ, ২য় শিফট, টাঙ্গাইল পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, টাঙ্গাইল; ২০। মুক্তা রাণী, এনজেল ভিউ-১, ২নং রহমতগঞ্জ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২১। অমিত দস্তিদার (মন), মো. জাহাঙ্গীর আলম, মেডি কর্নার, ৪১৮ জামালখান বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ পাড়, দোস্ত কলোনী মসজিদ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২২। রুবি দস্তিদার, ডিজি ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২৩। মনিশা দস্তিদার, এস স্টোর এন্ড ফটোস্ট্যাট, ২৭৭/এ, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২৪। রূপম দস্তিদার, দোয়েল আহমেদ, ৪৯/৫০ আসকার দিঘীর পাড়, জামাল খান, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম।

শব্দজট ৬২৩-এর সূত্র									
সূত্রঃ পাশাপাশি :									
১। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের বামহাতি মিডিয়াম ফাস্ট বোলার। ৪। দক্ষিণ আফ্রিকা নারী ক্রিকেট দলের উইকেট কিপার। ৬। একাদশ বিপিএল এর ঢাকা ক্যাপিটালস্ এর মালিক। ৭। ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলনেতার নামের শেষাংশ। ৯। ও. ইন্ডিজ নারী ক্রিকেট দলের বাম-হাতি অলরাউন্ডার। ১০। লঙ্কান পুরুষ ক্রিকেট দলের একজন অলরাউন্ডার। ১২। বাফুফের নতুন হেড কোচ।									
সূত্র উপরনিচ:									
১। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের বামহাতি মাঝারি সারির ব্যাটার। ২। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের নতুন হেড কোচ। ৩। আফগান অলরাউন্ডার। ৫। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দলের ডানহাতি কিপার কাম ব্যাটার। ৬। কুড়িগ্রামের রাজিবপুর উপজেলায়- প্রত্যন্ত গ্রামের একজন কিশোরী ফুটবলার।									
মো: মোশাররফ হোসেন, স্যার ইকবাল রোড খুলনা, ০১৯১৩৫৪০৩২৯									

চাবি স্যার এএফ রহমান হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বায়েজিদ চ্যাম্পিয়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্যার এএফ রহমান হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী বায়েজিদ বোস্তামী সিজান চ্যাম্পিয়ন এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী মো. জাকির হোসেন রানার্সআপ হয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সাইমা হক বিদিশা গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। স্যার এএফ রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ কাজী মাহফুজুল হক সুপণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিকস্ কমিটির সভাপতি ও বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, আবাসিক শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম



একটি দেশ ক্রিকেটে পূর্ণতা পায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা টেস্ট স্ট্যাটাস না পায়। বাংলাদেশ ২০০০ সালে টেস্ট মর্যাদা লাভ করেছে। আবার যতক্ষণ পর্যন্ত একটি দেশ টেস্টে সমীহ জাগানো দলে পরিণত না হয়,

ততক্ষণ তারা ক্রিকেটে আসল উন্নত দেশ হিসেবে বিবেচিত হয় না। বাংলাদেশ টেস্টে এখনও সমীহ জাগানো দলে পরিণত হতে পারেনি। ফলে ক্রিকেটে আসল উন্নত দেশে পরিণত হতে পারেনি লাল-সবুজের দলটি। তাই সার্বিকভাবে ক্রিকেটের উন্নতির জন্য প্রথম দরকার টেস্টে লড়াকু দলে পরিণত হওয়া।

ক্রিকেটের ব্যাকরণই হলো টেস্ট ক্রিকেট। ১৮৭৬ সালে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে



সবার আগে টেস্ট ক্রিকেটে উন্নতি দরকার

মোস্তফা তারিক আল বান্না

ইতিহাসের প্রথম টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবুয়ের পর দশম দল হিসেবে বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ করে। এরপর আফগানিস্তান ও আয়ারল্যান্ড পেয়েছে টেস্ট মর্যাদা। সবমিলে এখন মাত্র ১২টি দেশ টেস্ট খেলছে। যেখানে ওয়ানডে খেলছে ২০টি দেশ এবং টি-টোয়েন্টি খেলছে ৯৯টি দেশ। দেশের সংখ্যাই বলে দিচ্ছে টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়া কতটা কঠিন। আর যেটা অর্জন করা কঠিন, সেটা টিকিয়ে রাখাও কষ্টকর। তবে অসম্ভব নয়। মজার বিষয় বাংলাদেশ তিন ফরম্যাটেই বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে রয়েছে নয় নম্বরে। কিন্তু ২৫ বছর আগে টেস্ট স্ট্যাটাস লাভের পর যেভাবে এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, সেভাবে এগিয়ে যেতে পারেনি বাংলাদেশ। ফলে বাকি দুটি ফরম্যাটেও এগিয়ে যেতে পারেনি। টেস্ট ক্রিকেট যে বাকি দুটি ফরম্যাটে একটি দেশকে এগিয়ে নিতে পারে, তার প্রমাণ রয়েছে। টেস্টে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে অস্ট্রেলিয়া এক নম্বরে, এই দলটি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই নম্বরে এবং টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই নম্বরে অবস্থান করছে। আবার ভারত টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে তিন নম্বরে এবং ওয়ানডেতে এক নম্বরে এবং টি-টোয়েন্টিতে এক নম্বরে রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টে দুইয়ে, ওয়ানডেতে পাঁচে এবং টি-টোয়েন্টিতে ছয়ে অবস্থান করছে। ইংল্যান্ড টেস্টে চারে, ওয়ানডেতে সাতে এবং টি-টোয়েন্টিতে তিনে রয়েছে। নিউজিল্যান্ড টেস্টে পাঁচে, ওয়ানডেতে চারে এবং টি-টোয়েন্টিতে পাঁচে রয়েছে। শ্রীলঙ্কা টেস্টে ছয়ে, ওয়ানডেতে ছয়ে এবং টি-টোয়েন্টিতে আটে রয়েছে। পাকিস্তান টেস্টে সাতে, ওয়ানডেতে তিনে এবং টি-টোয়েন্টিতে সাতে অবস্থান করছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্টে আটে, ওয়ানডেতে দশে এবং টি-টোয়েন্টিতে চারে রয়েছে। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের মতোই বিভিন্ন

দেশের বাকি দুই ফরম্যাটে বিশ্ব অবস্থান। ফলে বাংলাদেশের বিশ্ব ক্রিকেটে এগিয়ে যেতে হলে সবার আগে টেস্টে ভালো পজিশনে যেতে হবে। টেস্ট এগিয়ে যেতে প্রথমেই বেশি বেশি লংগার ভার্শন ম্যাচ খেলতে হবে। টেস্ট তো পরের ব্যাপার। একটি দেশের অভ্যন্তরীণ লংগার ভার্শন ক্রিকেট শক্তিশালী হওয়া জরুরি। ভারতের রনজি ট্রফি, অস্ট্রেলিয়ার শেফিল্ড শিল্ড, ইংল্যান্ডের কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের মতো লংগার ভার্শন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চালু করতে হবে। বাংলাদেশে জাতীয় ক্রিকেট লিগ নামের যেই লংগার ভার্শন প্রতিযোগিতা আয়োজন হয়ে থাকে, সেটা খুব সমৃদ্ধ নয়। অনেক বেশি সমৃদ্ধ করতে হবে এই আয়োজন। ভারতের রনজি ট্রফি থেকে যারা উঠে আসেন, তারা কিন্তু টেস্টে বেশ ভালো করছেন। তেমনি কাউন্টি খেলে তৈরি হচ্ছে ইংল্যান্ডের নামী-দামী টেস্ট তারকা। শেফিল্ড শিল্ড খেলে বিশ্ব টেস্টের নতুন নতুন তারকা পাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। একই ধরনের লংগার ভার্শন প্রতিযোগিতা হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ডে। কিন্তু বাংলাদেশের তেমন মানের লংগার ভার্শন প্রতিযোগিতা হচ্ছে না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, দল নির্বাচনে বেশ দুর্বলতা রয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচকমন্ডলীর মধ্যে। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট লিগে যারা ভালো করেন, তাদের অনেকেই টেস্ট দলের প্রাথমিক স্কোয়াডে জায়গা পান না। আগে এটা নিয়ে নানা অভিযোগ ছিল। অভিযোগ ছিল, বোর্ড সভাপতির ইচ্ছে মতো দল ঘোষণা করার। এখন নতুন সরকার ক্ষমতায়। অন্তত এই অভিযোগ তেমনটি এখন নেই। নির্বাচকমন্ডলীর উপরও চাপ নেই। তাই সুযোগ এসেছে ভালো টেস্ট দল গঠন করার।

তৃতীয় কথা হলো, উপযুক্ত কোচ ও সহকারী কোচ নিয়োগ দেওয়া দরকার। যেটা বাংলাদেশের

ক্ষেত্রে দেখা যায় না। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, বাংলাদেশ কখনো উপযুক্ত কোচ পায়নি। কোচ বদল হয়েছে রেকর্ডবার। ১৯৮৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৬ জন কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। শুধুমাত্র ২০০০ সালে টেস্ট স্ট্যাটাস লাভের বছর থেকে ২৫ বছরে ১৩ জন কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কোনো কোচই দীর্ঘ সময়ের জন্য দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি। এই চর্চা মুছে ফেলতে হবে সবার আগে। একজন কোচ দলের সঙ্গে সেট হতে না হতেই তাকে সরে যেতে হয়। জেমি সিমন্স ও ডেভ হোয়াটমোর সর্বোচ্চ চার বছর করে দায়িত্ব পালন করতে পেরেছেন।

ক্রিকেটে এগিয়ে যেতে হলে সবার আগে টেস্ট ফরম্যাটকে শক্তিশালী করতে হবে। আর সেটা করতে বেশি বেশি কার্যকর লংগার ভার্শন ম্যাচের আয়োজন করার পাশাপাশি উপযুক্ত দল নির্বাচন এবং স্থায়ীভাবে ভালো কোচ নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত যদি তিন ফরম্যাটে এতো উপরে থাকে, নিশ্চয়ই বাংলাদেশও পারবে।

লেখক ও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ

পাক্ষিক 'ক্রীড়াঙ্গত' পত্রিকার লেখক ও পাঠকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে প্রায়শই দেখা যায়, কেউ কেউ 'ক্রীড়াঙ্গত'-এ পাঠানো লেখা প্রকাশের আগেই অন্যত্র ছাপিয়ে থাকেন কিংবা কখনো কখনো অনলাইনে প্রকাশিত লেখা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে কপিপেস্ট করে ছাপানোর জন্য পাঠিয়ে থাকেন, যা মোটেও কাক্ষিক নয়। সংশ্লিষ্ট সবাই আগামীতে এ বিষয়ে সতর্ক থাকবেন বলে আশা করা যায়।

- সম্পাদক, ক্রীড়াঙ্গত



হায়! জুবায়ের হোসেন!



আগামী ১০ মার্চ থেকে ৫টি দলকে নিয়ে ভারতের রাজস্থানে শুরু হতে যাচ্ছে এশিয়ান লিজেডস লিগ, সেখানে অংশ নিতে যাওয়া বাংলাদেশ টাইগার্স দলে মোহাম্মদ আশরাফুলের নেতৃত্বে তামিম ইকবাল,

নাসিম ইসলাম, জিয়াউর রহমান, তুষার ইমরান, নাদিফ চৌধুরী, আরিফুল হক, শুভাগত হোসেন, ধীমান ঘোষ, মেহেদী মারুফ, আবুল হাসান রাজু, মুক্তার আলী, ইলিয়াস সানি, শফিউল ইসলাম ও নাজিমউদ্দিনের পাশাপাশি একটি নাম চমকে উঠার মতোই- জুবায়ের হোসেন লিখন!

বাংলাদেশের এই লেগ স্পিনারের বয়স এখনো ৩০ পূর্ণ হয়নি। এই বয়সেই তিনি 'লিজেড' হয়ে গেছেন! সাধারণত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর নিয়েছেন কিংবা অঘোষিতভাবে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার শেষ হয়ে গেছে অথবা জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই, বিভিন্ন দেশের এমন 'সাবেক' খেলোয়াড়দের নিয়েই দল গঠন করে 'লিজেড লিগ' আয়োজন করা হয়। শতভাগ নিশ্চিত না হলেও সেখানে জুবায়ের হোসেনের অন্তর্ভুক্তি মানে তো জাতীয় দল থেকে তাঁর স্থায়ীভাবে 'বাতিল' হয়ে যাওয়ার বার্তাই দেয়!

১০ বছর আগে কি অমিত প্রতিভা আর সম্ভাবনার আলোড়ন সৃষ্টি করেই না জাতীয় দলে আগমন ঘটেছিল জুবায়ের হোসেনের। লেগ স্পিনার নিয়ে বাংলাদেশের ক্রিকেটে অনেক আক্ষেপ ও অপেক্ষার অবসানের মুহূর্তটা ছিল রোমাঞ্চকর। এখন রিশাদ হোসেনকে নিয়ে যেমন সবার আগ্রহ ও আশা, জুবায়েরের ক্ষেত্রেও তার কমতি ছিল না। ২০১৪ সালের অক্টোবরে মিরপুর শেরে বাংলা

মো. মনির উদ্দিন

স্টেডিয়ামে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেকের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রেখেছিলেন জুবায়ের। লেগ স্পিনার বলক দেখিয়ে প্রথম ইনিংসে ১৫ ওভারে ৫৮ রান খরচে ২ উইকেট নিয়ে দিয়েছিলেন আশ্চর্য প্রতিদান। বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলামের তাড়বে (৮/৩৯) দ্বিতীয় ইনিংসে অবশ্য ১ ওভারের বেশি হাত ঘোরানোর সুযোগ পাননি জুবায়ের, ৬ রান দিয়ে ছিলেন উইকেটশূন্য। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৩ উইকেটের দারুণ জয়ের আনন্দে অবগাহন করে

আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার শুরু করা এই লেগি খুলনায় সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে তেমন সুবিধা করতে না পারলেও (১৯-২-৬৪-০ ও ১০-০-৪২-২) চমক দেখান তৃতীয় টেস্টে। চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে প্রথম ইনিংসে জিম্বাবুয়ের পাঁচ ব্যাটসম্যানকে প্যাভেলিয়নে পাঠিয়ে 'ফাইফার' কীর্তি (২০-১-৯৬-৫) গড়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে নেন ৫৬ রানে ২ উইকেট। পরের বছর ভারতের বিপক্ষে ফতুল্লা টেস্টের একমাত্র ইনিংসে ১১৩ রানে ২ উইকেট এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে চট্টগ্রাম টেস্টে ২ ইনিংস মিলে ৩ উইকেট নেওয়ার পরও কেন সেখানেই থেমে গেল জুবায়েরের টেস্ট



ক্যারিয়ার, এ এক বিস্ময় বটে! অথচ, ভারতের বিপক্ষে একমাত্র টেস্ট ম্যাচ ড্র হওয়ার পর সংবাদ সম্মেলনে সাকিব আল হাসানের মন্তব্য ছিল, 'টেস্টে তিনশ' উইকেট শিকারি বোলার হবে ও (জুবায়ের)!'।

এর মাঝে টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডে অভিষেকও হয় তাঁর, যদিও দুই সংস্করণেই নিজেকে সেভাবে প্রমাণ করতে পারেননি, অন্যভাবে দেখলে পর্যাপ্ত সুযোগও পাননি। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে মিরপুরে একমাত্র টি-টোয়েন্টিতে ২ ওভারে ২০ রানে ২ উইকেট নেওয়ার পরও আর দ্বিতীয় কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি জুবায়েরকে, ক্যারিয়ারের প্রথম দুই ওয়ানডেতে ২টি করে উইকেট শিকারের পর তৃতীয় ম্যাচে উইকেটশূন্য থাকার 'অপরোধে' সেখানেই থামিয়ে দেওয়া হলো তাঁর পথচলা। সব মিলিয়ে ৬ টেস্টে ৩০.৮১ গড়ে ১৬ উইকেট, ৩ ওয়ানডেতে ২৮.৫০ গড়ে ৪ উইকেট এবং ১ টি-টোয়েন্টিতে ১০.০০ গড়ে ২ উইকেট- এই হলো জুবায়েরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধান কোচ শ্রীলঙ্কার চন্ডিকা হাথুরুসিংহের বিশেষ আগ্রহ তখনকার প্রধান নির্বাচক ফারুক আহমেদের সিদ্ধান্তে জাতীয় দলে ডাক পাওয়া জুবায়ের হোসেন গুরুটা মোটামুটি ভালো করলেও রহস্যজনকভাবে চলে যান লাইমলাইটের বাইরে। এরপর ফারুকের ইন্তফা এবং হাথুরু বাংলাদেশকে গুডবাই জানিয়ে চলে যাওয়ার পর তো এই লেগ স্পিনার একপ্রকার বিস্মৃতই হয়ে যান। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তো দূরের কথা ঘরোয়া ক্রিকেটেই দল পেতে গলদঘর্ম হতে হয়। কালেভদ্রে যদিও-বা দল পান, ম্যাচ খেলার সুযোগ হয় না তাঁর। এক সময় বিসিবি এনসিএল ও বিসিএলে লেগ স্পিনার খেলানোর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। তারপরও গত ১১ বছরে সব মিলিয়ে ২৪টি প্রথম শ্রেণির, ২০টি লিস্ট 'এ' ও ১৩টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার 'ভাগ্য' হয়েছে জুবায়েরের। টি-টোয়েন্টিতে পরিসংখ্যান ভয়াবহ হলেও অন্য দুই সংস্করণে তাঁর পারফরম্যান্স সন্তোষজনক যা আরও বেশি ম্যাচ না পাওয়ার আক্ষেপ বাড়ায়।

ক্রিকেটে লেগ স্পিন একটা কঠিন শিল্প যা আস্তে আস্তে রপ্ত করতে হয়। লেগ স্পিনাররা কিছুটা খরুচে হলেও তাঁরা ম্যাচ উইনার বলে স্বীকৃত। এ জন্য প্রতিভাবান লেগ স্পিনারদের আন্তরিকতায় লালন-পালন করে অভিজ্ঞ করে তোলার রেওয়াজ দেখা যায় বিভিন্ন দেশে। ব্যতিক্রম কেবল বাংলাদেশ। এখানে লেগ স্পিনার হওয়া যেন 'মহাপাপ'! উইকেট সহায়ক নয় বলে তাঁরা ঘরোয়া ক্রিকেটেই দল পান না, ম্যাচ পান না। যে কারণে জুবায়ের হোসেনরা ধুমকেতুর মতো এসে আবার শূন্যে মিলিয়ে যান। ম্যাচ খেলার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে বয়স ত্রিশ ছোয়ার আগেই নাম লেখান 'লিজেন্ডস লিগে'!

রেকর্ডের পাতা ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে, স্বীকৃত ক্রিকেটে জুবায়ের সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছেন গত বছরের এপ্রিলে। ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের সর্বশেষ আসরে ব্রাদার্স ইউনিয়নের হয়ে ৩ ম্যাচ খেলে ২ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। তারপর এনসিএল, বিসিএল, বিপিএল... কত আসর গেল; জুবায়েরকে কেউ স্মরণ করার দরকার মনে করলো না। সাধেই কী 'লিজেন্ডস লিগে' নাম দিয়েছেন?



'উপেক্ষিত' শব্দটি বহু ব্যবহারে ক্লিশে হয়ে গেছে। জুবায়েরের বেলায় শব্দটি এখন আর যথার্থ নয়। রীতিমতো অন্যা্য করা হচ্ছে তার সঙ্গে। যোরতর অন্যা্য! একজন টেস্ট বোলার, একজন সম্ভাবনাময় লেগ স্পিনার, একজন উঠতি খেলোয়াড় যখন ঘরোয়া ক্রিকেটেও দল পান না,

তখন অনেক কৌতূহল মিটে যায়, মিলে যায় হিসেব। প্রশ্ন তোলারও আগ্রহ থাকে না। কয়েক বছর ধরে যা হচ্ছে জুবায়েরের সঙ্গে তা একদমই ঠিক হচ্ছে না। তাঁর ডাক নাম 'লিখন'। তবে কী উপেক্ষিত হতে হতে হারিয়ে যাওয়াই লেগ স্পিনার জুবায়ের হোসেনের ভাগ্যলিখন?

জুবায়ের হোসেনের ক্রিকেট ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান...

সংস্করণ	ম্যাচ	ইনিংস	উইকেট	গড়	সেরা	ইনিংস	রান	গড়	সর্বোচ্চ
টেস্ট	৬	৯	১৬	৩০.৮১	৫/৯৬	৫	১৩	৪.৩৩	৭*
ওডিআই	৩	৩	৪	২৮.৫০	২/৪১	১	৫	৫.০০	৫
টি-টোয়েন্টি	১	১	২	১০.০০	২/২০	-	-	-	-
প্রথম শ্রেণি	২৪	৩৮	৬৭	৩২.৬২	৫/৬১	২৪	৪৯	৩.২৬	৯
লিস্ট 'এ'	২০	২০	৩০	২৩.০৩	৬/৩৪	১২	৪০	৬.৬৬	১৯*
ঘরোয়া টি২০	১৩	১৩	৪	৬৭.২৫	২/২০	৪	১২	৬.০০	৮*

ঢাকা ফুটবলের গোড়ার কথা

মো. নূর হোসেন (মাসুম)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)



১৯৬৭

ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ ১৯৬৭

দৈনিক আজাদ ১৬ জুন ১৯৬৭

ভিক্টোরিয়ার নিকট ওয়ারী দলের পরাজয় বরণ।

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-৩

ওয়ারী ক্লাব-২

(বাচ্চু-২, ইউনুস-১) (নজর, জামিল)

ঢাকা স্টেডিয়ামে গতকাল বৃহস্পতিবার স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের একমাত্র খেলায় ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব অপ্রত্যাশিতভাবে ৩-২ গোলে ওয়ারী ক্লাব দলকে পরাজিত করিয়াছে। ওয়ারী দল খেলার প্রথমার্ধে অপেক্ষাকৃত উন্নত ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া দুই গোলে অগ্রগামী থাকিবার পর দ্বিতীয়ার্ধে ওয়ারী ক্লাবের খেলোয়াড়েরা সম্পূর্ণভাবে দম নষ্ট করায় এবং রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের অসতর্কতার দরুন শেষ পর্যন্ত দুইটি নিশ্চিত পয়েন্ট নষ্ট করিতে হয়। ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের পুরোভাগের খেলোয়াড়েরা দ্বিতীয়ার্ধে সমঝোতাপূর্ণ খেলা প্রদর্শন করায় তাহাদের পক্ষে দুইটি পয়েন্ট সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়। বেলা শেষে ওয়ারী ক্লাবের কয়েকজন খেলোয়াড় রেফারী কে তিরস্কার করেন বলিয়া অভিযোগ করা হয়। হওয়ার প্রতিকূলে থাকিয়া ওয়ারী ক্লাব দল প্রথম হইতেই বিপক্ষ গোলমুখে আক্রমণ রচনা করে। খেলার এগারো মিনিটের সময় ওয়ারী ক্লাবের লেফট ইন জামিল লেফট আউটের নিকট হইতে গোল মুখে একটি বল পাইয়া গোল করিতে ব্যর্থ হন। সতের মিনিটের সময় ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের রাইট ব্যাক বিপক্ষ দলের পুরোভাগে একটি সম্মিলিত আক্রমণ ধার দৃঢ়তার শহীদ প্রতিহত করেন। সাতাশ মিনিট খেলার অতিবাহিত হইবার পর ওয়ারী দলের ভুট্টুকে ভিক্টোরিয়া আবদুল্লাহ নিষিদ্ধ সীমানায় ফাউল করিলে রেফারী পেনালটিক নির্দেশ দেন। ওয়ারী ক্লাবের ষ্টপার নজর পেনালটি শট হইতে দিনের প্রথম গোল করেন (১-০)। পরবর্তীতে দুই মিনিটের মধ্যে ওয়ারী ক্লাবের সেন্টার ফরোয়ার্ডের নিকট হইতে লেফট ইন জামিল একটি বল পাইয়া বিপক্ষ দলের গোলরক্ষককে পরাভূত করেন (২-০)। প্রথমার্ধে ওয়ারী দল দুই গোলে অগ্রগামী থাকেন। বিরতির পর উভয় দল আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ করিয়া খেলা চালাইতে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধের চব্বিশ মিনিটের ভিক্টোরিয়া দলের লেফট ইনের একটি পাশ হইতে সেন্টার ফরোয়ার্ড বাচ্চু একটি গোল পরিশোধ করেন (২-১)। পরবর্তী মিনিটে ভিক্টোরিয়া দলের রাইট ইন ইউসুফ একটি বল রাইট আউটে দিকে ঠেলিয়া দিলে রাইট আউট ইউনুস তীব্র এক শটের সাহায্যে বিপক্ষ দলের গোলরক্ষক তপন কে পরাজিত করিয়া খেলায় সমতা আনেন (২-২)। দ্বিতীয়ার্ধের আটশ মিনিটের সময় ভিক্টোরিয়া দলের লেফট আউট টিপ্পুর লব হইতে সেন্টার ফরোয়ার্ড বাচ্চু স্বীয় দলের পক্ষে পরবর্তী গোলটি করেন (৩-২)। ত্রিশ মিনিটের সময় ওয়ারী ক্লাবের নজর নিষিদ্ধ সীমানায় হাত দিয়া বল ধরায় ভিক্টোরিয়া দল পেনালটি লাভ করে। ইউনুসের তীব্র শটটি বারে লাগিয়া ফিরিয়া আসে। ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব- ইকবাল, আবদুল্লাহ, সালেহ, দেবীনাশ, আলী, মোহাম্মদ, লতীফ, ইউনুস, খালেদ, বাচ্চু, ইউসুফ, টিপু। ওয়ারী ক্লাব- তপন, মোহাম্মদ হোসেন, নজর, নুরুল ইসলাম, বেলাল, খলিল, টি-চৌধুরী, ভুট্টু, নিশীথ, জামিল, এইচ খান। রেফারী- ইসা খান।

দৈনিক আজাদ ১৭ জুন ১৯৬৭

রহমতগঞ্জের বিরুদ্ধে মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সহজ বিজয়

ঢাকা মোহাম্মেডান-৪

রহমতগঞ্জ এমএফএস-১

(গফুর-২, মুসু-১, প্রতাপ-১) (নাজির)

ঢাকা স্টেডিয়ামে গতকাল শুক্রবার স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের খেলায় ঢাকা মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাব অতিসহজে ৪-১ গোলের রহমতগঞ্জ এমএফএস দলকে পরাজিত করিয়াছে। মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ইহা অষ্টম খেলায় সপ্তম জয়লাভ। উক্ত দল একটি খেলায় অমীমাংসিতভাবে শেষ করে। পক্ষান্তরে রহমতগঞ্জ দলে ইহা নবম খেলায় প্রথম পরাজয়। রহমতগঞ্জ দল অপর খেলাগুলির মধ্যে চারটি খেলায় জয় লাভ করেও চারটি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করিয়া পয়েন্ট বন্টন করিয়া নেয়। আলোচ্য দিনের খেলাতে উত্তেজনাপূর্ণ হইবে বিবেচনা করিয়া মাঠে উল্লেখযোগ্য লোক সমাগম হয়, কিন্তু খেলাটি একতরফা হওয়ায় দর্শকদের নিরাশ হইতে হয়।

খেলার বিবরণ

হাওয়ার প্রতিকূলে থাকিয়া শক্তিশালী ঢাকা মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাবের পুরোভাগের খেলোয়াড়েরা প্রথম হইতেই আক্রমণ শুরু করেন। খেলার দশ মিনিটের সময় মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাবের রাইট আউট প্রতাপের একটি বল গোলমুখে মুসা আয়ত্তে আনিয়া বারের উপর দিয়া মারিয়া দেন। খেলার বারো মিনিটের সময় ঢাকা মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাবের শামসু মুসাকে একটি বল ঠেলিয়া দিলে মুসা অতি সহজে রহমতগঞ্জ দলের গোল রক্ষক অনাথের মাথার উপর দিয়া গোলে প্রবেশ করান (১-০)। অল্প সময়ের মধ্যে রহমতগঞ্জ দলের লেফট আউট নয়া রাইট হাফের নিকট হইতে একটি পাস পাইয়া গোলটি পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন। খেলার সাতাশ মিনিটের সময় মোহাম্মেডান দলের শামসু ও হাফিজের পাখুরিয়া একটি বল রাইট আউটের নিকট আসিলে রাইট আউট প্রতাপ রহমতগঞ্জ দলের লেফট ব্যাকের ভুলের সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন (২-০)। বিরতির দুই মিনিট পূর্বে মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাবের লেফট হাফ গফুর রহমত গঞ্জ দলের ব্যাক সীমানার তিন গজ দূর হইতে বাম পা দিয়া তীব্র একটি শটের সাহায্যে স্বীয় দলে পক্ষে পরবর্তী গোলটি করেন (৩-০)। বিরতির পর রহমতগঞ্জ দলের খেলোয়াড়দের স্থান পরিবর্তন করিয়া খেলিতে দেখা যায়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই রহমতগঞ্জ দলের নাজির মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাবের গোলরক্ষককে পরাভূত করেন (৩-১)। এগারো মিনিটের সময় মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাবের রাইট হাফ কাদেরের একটি তীব্র শট বিপক্ষ দলের গোলরক্ষক দৃঢ়তার সহিত প্রতিহত করেন। খেলা শেষ হইবার দশ মিনিট পূর্বে বিজয়ী দলের রাইট ইন আবদুল্লাহর একটি দর্শনীয় শট রহমতগঞ্জ দলের বারে লাগিয়া ফেরত আসে। খেলার শেষ মুহূর্তে রহমতগঞ্জ দলের গোলরক্ষকের অসতর্কতার দরুন মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাবের লেফট হাফ গফুর ব্যাক ভলির সাহায্যে পরবর্তী গোলটি করেন (৪-১)। ঢাকা মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাব- নুরুল্লাহ, জহির, তোরাব আলী, কাদের, জাকারিয়া পিন্টু, গফুর, প্রতাপ, আবদুল্লাহ, শামসু, হাফিজ, মুসা। রহমতগঞ্জ এমএফএস- অনাথ, ফারুক, গাউস, হাসনাথ, লালু, নাজির, কায়কোবাদ, শাহজাহান, বেলাল, গফুর, নয়া। রেফারী- জেড আলম।

দৈনিক আজাদ ১৮ জুন ১৯৬৭

কর্দমাক্ত মাঠের প্রাণহীন খেলায়

পাক ডিভিউডিউ'র নিকট ফায়ার সার্ভিসের পরাজয়

পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-২ ফায়ার সার্ভিস-১

(মঞ্জুর, সুজা)

(আবুল)

গতকাল শনিবার প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের একমাত্র খেলায় পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব ২-১ গোলে ফায়ার সার্ভিস দল কে পরাজিত করিয়াছে। ঢাকা স্টেডিয়ামের পিচ্ছিল মাঠে আলোচ্য দিনের খেলাটি মোটেই উপভোগ্য হয় নাই। উভয় পক্ষের খেলোয়াড়দের এলোপাখারি শটের সাহায্যে নিদ্রারিত সময় অতিক্রম করিতে দেখা যায়। উভয় পক্ষের গোলরক্ষকদ্বয় দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া বিপক্ষ দলের আক্রমণ প্রতিহত করেন। যাতায়াত সার্ভিস দল লীগের প্রথম পর্যায়ের নিদ্রারিত ১২টি খেলা গতকাল শেষ করিয়া মোট দশ পয়েন্ট সংগ্রহ করিয়াছে। ফায়ার সার্ভিস দল দুইটি খেলায় জয়লাভ করে, ছয়টি অমীমাংসিতভাবে শেষ করে ও চারটিতে পরাজয় বরণ করে। পাক পিডব্লিউডি দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড় আবদিকে দুর্ব্যবহারের জন্য রেফারী সতর্ক করিয়া দেন। খেলার প্রথমার্ধে ফায়ার সার্ভিস দল বিপক্ষ গোল সীমানা পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত অধিক সময় বল লইয়া যাইতে সক্ষম হইলেও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত গোল করা সম্ভবপর হয় নাই। খেলার কুড়ি মিনিটের সময় পিডব্লিউডি দলের লেফট আউট মঞ্জুর স্বীয় দলের রাইট ইন গণির নিকট হইতে একটি বল পাইয়া তীব্র একটি শটের সাহায্যে দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। সাতাশ মিনিটের সময় ফায়ার সার্ভিস দলের রাইট ইন গোলটি পরিশোধের সুযোগ হারান। বিরতির পাঁচ মিনিট পূর্বে ফায়ার সার্ভিস দলের লেফট হাফ আবুল বিপক্ষ দলের গোল সীমানার চারগজ দূর হইতে বাম পা দিয়া দর্শনীয় এক শটের সাহায্যে গোলটি পরিশোধ করেন (১-১)। বিরতি পর্যন্ত খেলাটি ১-১ গোলে অমীমাংসিত থাকে। দ্বিতীয়ার্ধের ত্রিশ মিনিটের সময় পিডব্লিউডি ক্লাব- রেজা, কানু,

ওয়াহেদ, মোহাম্মদ আলী, হামিদ, বিমল, ধীরেন, গণি, সুজা, আবদ, মঞ্জুর।
ফায়ার সার্ভিস- সীতাংশু, মুজিবর, আইনুল, জলিল, আলী আহমেদ, আবুল,
মনির, শরফুদ্দিন, জাম্বু, আশরাফ, আমান।
রেফারী- মনির হোসেন।

দৈনিক আজাদ ১৯ জুন ১৯৬৭

উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় ভিক্টোরিয়া ও ওয়াডারার্সের মধ্যে পয়েন্ট বন্টন।

ঢাকা ওয়াডারার্স ক্লাব-১

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-১

ঢাকা ওয়াডারার্স ও ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের খেলাটি গতকাল রবিবার ১-১ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। স্টেডিয়ামে চির প্রতিদ্বন্দ্বী এই দুই দলের খেলাটি খুবই উত্তেজনাপূর্ণ হয়। ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের পুরো ভাগের খেলোয়াড়েরা গোল করিবার অধিক সুযোগ নষ্ট করেন। ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব লীগ তালিকায় আটটি খেলায় অংশগ্রহণ করিয়া পাঁচটিতে জয়লাভ করিয়াছে। দুইটি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করিয়া এবং একটি খেলা পরাজয় বরণ করিয়া মোট বার পয়েন্ট সংগ্রহ করিয়াছে। ঢাকা ওয়াডারার্স ক্লাব আটটি খেলার মধ্যে তিনটিতে জয়লাভ চারটিতে অমীমাংসিত ও একটিতে পরাজয় বরণ করিয়া দশ পয়েন্ট সংগ্রহ করিয়াছে। উভয় দলের আক্রমণভাগ অপেক্ষা রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের খেলা উন্নত হয়। ঢাকা ওয়াডারার্স ক্লাবের গোলরক্ষক ফেরদৌস লেফট ব্যাক আসলাম ও লেফট হাফ ইসমাইল রোশোর খেলায় নির্ভরতার পরিচয় পাওয়া যায়। লেফট আউট তসলিম লেফট ইন আলাউদ্দিন ও সেন্টার ফরোয়ার্ড ওয়াসী মাঝে মাঝে সম্মিলিত আক্রমণ রচনা করেন। পক্ষান্তরে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের রক্ষণ ভাগে সালেহ আলী মোহাম্মদ ও লতিফের খেলা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আক্রমণভাগে ইউনুস যথেষ্ট পরিশ্রম করিলেও খেলার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় খেলা তিনি খেলতে পারেন নাই। ইউসুফ ব্যর্থতার পরিচয় দেন। অধিনায়ক ও অন্যতম খ্যাতনামা খেলোয়াড় হিসেবে ইউসুফের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। টিপু স্থানীয় তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন উদীয়মান কৃতি খেলোয়াড়। তার খেলায় আরও পরিশ্রম করার প্রয়োজন রহিয়াছে। তিনি উৎসাহ সহকারে খেলায় অংশগ্রহণ করিলে ভবিষ্যতে উন্নত খেলা প্রদর্শনে সক্ষম হইবেন। খেলা পরিচালক হিসাবে রেফারী জেড আলম স্বার্থক।

খেলার বিবরণ

গত কয়েকদিন যাবৎ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হইলেও গতকাল স্টেডিয়ামের মাঠটি খেলা উপযোগী ছিল। পিচ্ছিল মাঠে খেলা শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আক্রমণ ও পাণ্টা আক্রমণ করিয়া উভয় দল খেলিতে থাকে। খেলার সাত মিনিটের সময় ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের রাইট আউট ইউনুসের একটি চমৎকার লব অগ্নের জন্য বিপক্ষ দলের গোল পোষ্টের বাহির দিয়া চলিয়া যায়। পরবর্তী মিনিটে ভিক্টোরিয়া দলের লেফট আউটের একটি লব হইতে রাইট ইন ইউসুফ হেড করিয়া গোল করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। খেলার সতের মিনিটের সময় ঢাকা ওয়াডারার্স ক্লাবের তসলিমের একটি তীব্র শট বিপক্ষ দলের গোল রক্ষক আয়ত্তে আনেন।

প্রথম গোল

প্রথমার্ধের চক্ৰবর্তী মিনিটের সময় ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের ০-১টি গোলমুখে ঠেলিয়া দিলে ঢাকা ওয়াডারার্স দলের গোলরক্ষক আগাইয়া আসিয়া বলটি ধরিবার পূর্বেই লেফট আউট টিপু ইহা হইতে দিনের প্রথম গোল করেন (১-০)। বিরতি পর্যন্ত ভিক্টোরিয়া দল এক গোলে অগ্রগামী থাকে।

বিরতির পর

বিরতির পর খেলার নতুন উত্তেজনা দেখা যায়। ওয়াডারার্স দল গোলটি পরিশোধের জন্য প্রতিজ্ঞা হইয়া খেলিতে নামেন। গোল পরিশোধদ্বিতীয়ার্ধের খেলা আরম্ভের প্রথম মিনিটে বিপক্ষ দলের গোল মুখে একটি জটিলার মধ্য হইতে গোলটি পরিশোধ করিয়া খেলার সমতা আনেন (১-১)। ছয় মিনিটের সময় ওয়াডারার্স দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড সাদেক গোল করিবার একটি নিশ্চিত সুযোগ হারান। অবশিষ্ট সময়ে ভিক্টোরিয়া দলের পুরোভাগে খেলোয়াড়েরা গোল করিবার বহু সুযোগ পাইয়াও বিপক্ষ দলের গোল রক্ষকের সতর্কতার দরুণ গোল করা সম্ভবপর না হওয়ায় খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

ঢাকা ওয়াডারার্স ক্লাব- ফেরদৌস, আফাজ, নবী বক্স, আসলাম, রিয়াজ, ইসমাইল রোশো, আনসার, ওয়াসী, সাদেক, আলাউদ্দিন, আলিম।

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব- ইকবাল, সালেহ, আলী মোহাম্মদ, দেবীনাশ, লতিফ, চুন্নু, ইউনুস, ইউসুফ, বাচ্চু, জানি, টিপু।

রেফারী- জেড আলম।

দৈনিক আজাদ ২০ জুন ১৯৬৭

আজাদ স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে নিম্নমানের খেলায়

মোহাম্মেডানের জয়লাভ

ঢাকা মোহাম্মেডান-২

আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-১

(শামসু-২)

স্টেডিয়ামে গতকাল সোমবার শক্তিশালী ঢাকা মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাব স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের একটি নিম্নমানের খেলায় ২-১ গোলে আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করিয়া পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করিয়াছে। মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়েরা খেলা শুরু হইতে খেলাটিকে অতি সহজভাবে গ্রহণ করে শামসুকে দিয়া হ্যাট্রিক করাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও সফলকাম না হওয়ায় গোলের ব্যবধান কম হয়। আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়েরা বিপক্ষ দলের শক্তিশালী খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতা বজায় রাখেন। আজাদ স্পোর্টিং দলের তরুণ খেলোয়াড়েরা একত্রিত হইয়া অনুশীলনক করিলে তাহাদের দলীয় সমঝোতা বৃদ্ধি পাইবে এবং খেলার নতুন প্রাণ সঞ্চার হইবে। আজাদ স্পোর্টিং দলের গোলরক্ষক আমান নির্ভরতার পরিচয় দেন। খেলার শুরুতে মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাবে বিপক্ষে গোল মুখ পর্যন্ত পরপর হামলা চালাইতে থাকেন। খেলা ষোল মিনিটের সময় মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাবের রাইট ইন আবদুল্লাহ একটি পাশ হইতে লেফট আউট মুসা বলটি আয়ত্তে আনিয়া বারের বাহিরে মারিয়া দেন। খেলার চক্ৰবর্তী মিনিটের সময় মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সেন্টার ফরোয়ার্ড শামসু স্বীয় প্রচেষ্টায় দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। পরবর্তী দুই মিনিটের মধ্যে বিজয়ী দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড শামসু মুসার নিকট হইতে একটি বল পাইয়া দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-০)। বিরতির পর মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়েরা শামসুকে দিয়া হ্যাট্রিক করাইবার বহু চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন।

ঢাকা মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাব- নূরুলবী, জহির, কাদের, জাকারিয়া পিন্টু, গফুর, রসুল বক্স, জানু, আবদুল্লাহ, শামসু, হাফিজ, মুসা।
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব- আমান, আহমেদ, লক্ষণ, নূরুদ্দিন, গিয়াস, মানিক, আবুল, নাসিম, দেবু, আইয়ুব, নজরুল।
রেফারী- মনির হোসেন।

পাক পিডব্লিউডি দলের ৩-১ গোলে জয়লাভ

পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-৩ সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-১

(সুজা-২, ওয়াহিদুজ্জামান-১)

আউটার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের গতকাল সোমবার অপর খেলায় পাক পিডব্লিউডি দল ৩-১ গোলের সেন্টার প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী দলকে পরাজিত করিয়া পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করিয়াছে। খেলার দশ মিনিটের সময় পাক পিডব্লিউডি দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড সুজা লেফট আউটের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া প্রথম গোলটি করেন (১-০)। খেলার উন্নিশ মিনিটের সময় পাক পিডব্লিউডি দলের রাউট আউটের একটি লব হইতে লেফট ইন ওয়াহিদুজ্জামান স্বীয় দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-০)। বিরতি পর্যন্ত পিডব্লিউডি দল দুই গোলে অগ্রগামী থাকে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পিডব্লিউডি দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড সুজা স্বীয় দলের লেফট আউটের একটি লব হইতে তৃতীয় গোলটি করেন (৩-০)। খেলার শেষ হইবার পাঁচ মিনিট পূর্বে কর্নার শট হইতে সেন্টার প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড শাহজাহান একটি গোল পরিশোধ করেন (৩-১)।

পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব- রেজা, ওমর, ওয়াহেদ, মোহাম্মদ আলী, বাতেন, বিমল, ধীরেন, গণি, সুজা, ওয়াহিদুজ্জামান, মঞ্জুর।

সেন্টার প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী- বাচ্চু, এনতাজ, কাশেম, ইসহাক, সিরাজ, মোশারফ, ইলিয়াস, নুরু, শাহজাহান, বুনু, আলাউদ্দিন।

রেফারী- নজর মোহাম্মদ।

দৈনিক আজাদ ২১ জুন ১৯৬৭

প্রেসের বিরুদ্ধে ওয়ারীর বিজয়

ওয়ারী ক্লাব- ১ ইপিজি প্রেস-০

(নিশীথ)

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা স্টেডিয়ামে ওয়ারী ক্লাব ও পূর্ব পাকিস্তান গভর্নমেন্ট প্রেস দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের একমাত্র খেলায় ওয়ারী ক্লাব দল ১-০ গোলে পূর্ব পাকিস্তান গভর্নমেন্ট প্রেস দলকে পরাজিত করিয়াছে। বিজয়ী দলের পক্ষে জয়সূচক গোলটি করেন নিশীথ। খেলার পূর্বে স্থানীয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পূর্ণ ফুটবল রেফারী জনাব মাসুদুর রহমানের আত্মার সম্মানার্থ দুই মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

রেফারী- জেড আলম।

(চলবে)

মো. রেজাউল হক

চৌদ্দ হাজারে দ্রুততম বিরাট কোহলি



নামেই পাকিস্তান-ভারত মহারণ! বাস্তবে আসলে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর আগের সেই ক্রিকেট দ্বৈরথের উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও এখন আর অবশিষ্ট নেই। এবারের আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও যেমন ভারতের

কাছে পাত্তা পায়নি পাকিস্তান। দুবাইয়ে মোহাম্মদ রিজওয়ান বাহিনীর গড়া ২৪১ রানের মামুলি লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৬ উইকেট ও ৪৫ বল হাতে রেখে হেসেখেলেই জয় তুলে নেয় রোহিত শর্মার দল।

ম্যাচের সামান্য উত্তেজনা বলতে ছিল বিরাট কোহলি সেঞ্চুরি পাবেন কি-না, তা নিয়ে। যেভাবে ওয়াইড দেওয়া শুরু করে প্রতিপক্ষকে জিতিয়ে দেওয়ার মিশনে নেমেছিলেন পাকিস্তানের পেসার শাহীনশাহ আফ্রিদি, তাতে মনে হয়েছিল ভারতীয় লিজেন্ডের বুঝি আর তিন অঙ্কের ম্যাজিক্যাল ফিগার ছোঁয়া হবে না। একপর্যায়ে কোহলির ব্যক্তিগত রান ছিল ৯৬, জয়ের জন্য তখন ভারতের প্রয়োজন ছিল কেবল ২ রান, এমন অবস্থায় ৪৩তম ওভারের তৃতীয় বলে খুশদিল শাহকে চিরচেনা নান্দনিক স্টাইলে কাভার ড্রাইভ করে বাউন্ডারি মেরে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি। ১১১ বলে ৭টি বাউন্ডারির সাহায্যে অপরাজিত ১০০ রান, মূলত সিঙ্গেলসের ওপর ভিত্তি করে সাজানো মহাকাব্যিক এক ইনিংস খেলে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার জিতে নেন কোহলি।

ওয়ানডেতে কত দিন পর সেঞ্চুরি পেলেন বিরাট কোহলি! সেই ২০২৩ সালের ১৫ নভেম্বর বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১১৭ রান করার

প্রায় এক বছর তিন মাস পর আরেকটি শতকের দেখা পেলেন তিনি। এই সংস্করণে মধ্য অবশ্য খেলেছেনই কেবল ৭ ম্যাচ, সেখানে হাফ সেঞ্চুরি ছিল ২টি। সব মিলিয়ে এটি কোহলির ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ৫১তম সেঞ্চুরি। টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর শতক রয়েছে ৩০টি এবং টি-টোয়েন্টিতে ১টি।



তিন ফরম্যাটের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৮২টি সেঞ্চুরি জ্বলজ্বল করছে কোহলির নামের পাশে। এ ক্ষেত্রে শীর্ষে আরেক ভারতীয় কিংবদন্তি শচীন টেডুলকার। ক্রিকেট বিশ্বের একমাত্র ব্যাটসম্যান হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যাঁর নামের পাশে লেখা রয়েছে ‘সেঞ্চুরির সেঞ্চুরি’ তথা ঠিক ১০০টি শতরানের ইনিংস (২০০ টেস্টে ৫১ সেঞ্চুরি, ৪৬৩ ওয়ানডেতে ৪৯ সেঞ্চুরি)। ৭১ সেঞ্চুরি নিয়ে তালিকার ৩ নম্বরে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক রিকি পন্টিং (১৬৮ টেস্টে ৪১ সেঞ্চুরি, ৩৭৫ ওয়ানডেতে ৩০ সেঞ্চুরি)।

অর্থের বানবানানিতে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের দাপটে লম্বা সময় ধরে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার অনীহার কারণে যেভাবে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার ছোট হচ্ছে খেলোয়াড়দের, তাতে মনে হচ্ছে প্রায় দুই যুগ ধরে জাতীয় দলের হয়ে খেলে টেডুলকারের গড়া ১০০টি আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরির রেকর্ড ভাঙা প্রায় অসম্ভবই হবে অন্যদের জন্য। একটা সময় বিরাট কোহলি দারুণ সম্ভাবনা জাগালেও পরে তাঁর সেঞ্চুরি-ফোয়ারা হঠাৎ করে অনেকটা কমে যাওয়ায় রেস থেকে ছিটকে পড়েন।

টেডুলকারের সেঞ্চুরির সেঞ্চুরি কীর্তি প্রায় অলঙ্ঘনীয় হলেও তাঁর আরেক অর্জনকে ছাপিয়ে গেছেন ৩৬ বছর বয়সী বিরাট কোহলি। ওয়ানডেতে ১৩৯৮৫ রান নিয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে নামা এই ভারতীয় ব্যাটিং জিনিয়াস অপরাজিত সেঞ্চুরির পথে হ্যারিস রউফকে চমৎকার কাভার ড্রাইভে ব্যক্তিগত ১৫ রান করার মাধ্যমে এই সংস্করণে ‘চৌদ্দ হাজারী’ ক্লাবে নিজের নাম লেখান। ওয়ানডেতে চৌদ্দ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁতে টেডুলকারের লেগেছিল ৩৫০ ইনিংস, কোহলি তা করে ফেললেন ২৮৭ ইনিংসেই। শ্রীলঙ্কার

কুমার সাক্ষাকারার লেগেছিল ৩৭৮ ইনিংস। এই তিনজনেরই কেবল ওয়ানডেতে চৌদ্দ হাজারের ওপর রান আছে। অবশ্য এবারই প্রথম নয়, আট থেকে তের হাজার রানের মাইলফলক, সব কটিতেই দ্রুততম ছিলেন কোহলি। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ১৩ হাজার ছুঁয়েছিলেন তিনি ২৬৭ ইনিংসে। পরের এক হাজার রান করতে লাগল ঠিক ২০ ইনিংস।

ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে বিরাট কোহলির ওয়ানডে অভিষেক ২০০৮ সালের ১৮ আগস্ট, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ডম্বুলায়। জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচে ওপেনিংয়ে নেমে ১২ রান দিয়ে শুরু করে পঞ্চাশ ওভারের সংস্করণে ১৪ হাজারের ল্যান্ডমার্ক স্পর্শ করতে তাঁর সময় লেগেছে ১৬ বছর ১৮৯ দিন। এই ফরম্যাটে অভিষেক থেকে ১৪ হাজারে যেতে টেন্ডুলকারের লেগেছিল ১৬ বছর ৫০ দিন, সাক্ষাকারার সবচেয়ে কম ১৪ বছর ২৪৬ দিন। চৌদ্দ হাজারি ক্লাবের তিন সদস্যের মধ্যে এক নম্বরে শচীন টেন্ডুলকার (৪৬৩ ম্যাচের ৪৫২ ইনিংসে ৪৪.৮৩ গড়ে ১৮৪২৬ রান, সেঞ্চুরি ৮৯, হাফ সেঞ্চুরি ৯৬, সর্বোচ্চ ২০০*), তারপর শ্রীলঙ্কার কুমার সাক্ষাকার (৪০৪ ম্যাচের ৩৮০ ইনিংসে ৪১.৯৮ গড়ে ১৪২৩৪ রান, সেঞ্চুরি ২৫, হাফ সেঞ্চুরি ৯৩, সর্বোচ্চ ১৬৯) এবং সর্বশেষ অতিথি কোহলি (২৯৯ ম্যাচের ২৮৭ ইনিংসে ৫৮.২০ গড়ে ১৪০৮৫ রান, সেঞ্চুরি ৫১, হাফ সেঞ্চুরি ৭৩, সর্বোচ্চ ১৮৩, * চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে গ্রুপ পর্বে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচের আগপর্যন্ত)। টেন্ডুলকারের ৪৯ সেঞ্চুরির রেকর্ড ভেঙে এই সংস্করণে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির কীর্তি আগেই গড়েছিলেন কোহলি যা তিনি উন্নীত করলেন ৫১-তে।

পাকিস্তানের 'যম' কোহলি

পাকিস্তানের বিপক্ষে কখনোই টেস্ট খেলার সুযোগ হয়নি বিরাট কোহলির। তবে, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের সঙ্গে সাদা বলের ক্রিকেট খেলতে নামলেই যেন 'চওড়া' হয়ে যায় তাঁর ব্যাট! যার প্রমাণ পরিসংখ্যান। এ পর্যন্ত পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডেতে ১৭ ইনিংসে ৫৯.৮৪ গড়ে কোহলি করেছেন ৭৭৮ রান, যেখানে সেঞ্চুরি রয়েছে ৪টি, হাফ সেঞ্চুরি ২টি। এই সংস্করণে তাঁর ক্যারিয়ারসেরা ১৮৩ রানের ইনিংস পাকিস্তানের বিপক্ষে, ২০১২ সালের এশিয়া কাপে মিরপুরে শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে। ২০১৫ বিশ্বকাপে এডিলেডে ১২৬ বলে ১০৭, ২০১৭ আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বার্মিংহামে ৬৮ বলে অপরাজিত ৮১, ২০১৯ বিশ্বকাপে ম্যানচেস্টারে ৬৫ বলে ৭৭, ২০২৩ এশিয়া কাপে কলম্বোয় ৯৪ বলে অপরাজিত ১২২ এবং এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে হার না মানা ১০০... অন্য দলের সঙ্গে ফর্ম যেমনই থাকুক না কেন কোহলি যেন পাকিস্তানের বোলারদের সামনে সাক্ষাৎ এক দুঃস্বপ্ন! টি-টোয়েন্টিতেও পাকিস্তানের 'যম' কোহলি! ১১ ইনিংসে ৫টি হাফ সেঞ্চুরির সাহায্যে ৭০.২৮ গড়ে ৪৯২ রান করার পথে দলটির কত যে স্বপ্নভঙ্গের কারণ হয়েছেন তিনি। ২০১২ বিশ্বকাপে কলম্বোয় ৬১ বলে অপরাজিত ৭৮, ২০১৬ বিশ্বকাপে কলকাতার ইডেন গার্ডেনে ৩৭ বলে হার না মানা ৫৫, ২০২১ বিশ্বকাপে দুবাইয়ে ৪৯ বলে ৫৭, ২০২২ এশিয়া কাপে দুবাইয়ে ৪৪ বলে ৬০ এবং

২০২২ বিশ্বকাপে মেলবোর্নে ৫৩ বলে অপরাজিত ৮২... কোহলির ব্যাট বরাবরই শাসন করেছে পাক বোলারদের। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে সব বড় আসর মিলিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ২৩ ম্যাচে ৮১.৪০ গড়ে ১২২১ রান, সেঞ্চুরি ৪টি ও ফিফটি ৭টি- কোহলির এমন পরিসংখ্যান তাঁর নিজের ও দলের জন্য আনন্দের হলেও পাকিস্তানের জন্য চরম হতাশার।

আজহারকে টপকে পন্টিংয়ের কাছে...

পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে ৪৭তম ওভারে কুলদীপ যাদবের বলে নাসিম শাহর ক্যাচ নেওয়া বিরাট কোহলি পরে শেষ ওভারে হারিশ রানার বলে ডিপ মিডউইকেটে দাঁড়িয়ে খুশাদিল শাহকে মুর্তোবন্দী করে ফিল্ডার হিসেবে নিজের রেকর্ড আরেকটু সমৃদ্ধ করেন। ওয়ানডেতে ভারতের হয়ে

সবচেয়ে বেশি ক্যাচ নেওয়ার রেকর্ড (কিপারদের বাইরে) এখন এককভাবে কোহলির। এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে ২টি ক্যাচ নিয়ে ভারতের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আজহারউদ্দিনের পাশে বসেছিলেন তিনি। পাকদের সঙ্গে জোড়া ক্যাচ নেওয়ার পথে কোহলি ছাড়িয়ে গেলেন পূর্বসূরিকে। ৩৩২ ইনিংসে ফিল্ডিং করে ১৫৬ ক্যাচ নিয়েছিলেন আজহার। ২৯৬ ইনিংসে কোহলির ক্যাচ হলো ১৫৮টি। আর ২টি ক্যাচ নিলে বিশ্ব রেকর্ডের তালিকায় ২ নম্বরে থাকা রিকি পন্টিংকে ছুঁয়ে ফেলবেন কোহলি। ৩৭২ ইনিংসে ১৬০ ক্যাচ নিয়ে ক্যারিয়ার শেষ করেছিলেন সাবেক অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক পন্টিং। ওয়ানডেতে ৪৪৩ ইনিংসে ২১৮ ক্যাচ নিয়ে চূড়ায় আছেন শ্রীলঙ্কার মাহেলা জয়াবর্ধনে।



মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম, এনডিসিসহ পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা



পুরানো ঢাকার হীড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভলিবল প্রশিক্ষক এবং জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্রীড়া সংগঠক জনাব শামীম আল মামুন। উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রিন্সিপাল এ এইচ এম মশিউর রহমান, ভাইস প্রিন্সিপাল কর্নেলিয়াস ডি ক্রুজ



সিলেট বিভাগের অন্যতম জেলা হবিগঞ্জ। জাতীয় ক্রিকেট দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় জাকের আলী অনিক, এক সময় হকি দলের এক নম্বর গোলরক্ষক

ছিলেন অসীম গোপ। দেশের অনেক প্রতিষ্ঠিত ক্রীড়াবিদ উঠে এসেছেন হবিগঞ্জ থেকে। জেলার খেলাধুলা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরির পেছনে নিরলসভাবে কাজ করছেন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিবর্গ। হবিগঞ্জের সাবেক ফুটবলার রুবেল আহমেদ। জেলার ফুটবল অবদানে বিশেষ অবদান দিলেন আরও দুই সাবেক ফুটবলার জসিম ও শামীমকে, 'জসিম ভাই ও শামীম ভাই হবিগঞ্জের হয়ে দীর্ঘদিন খেলেছেন। খেলা ছাড়ার পরও কোচিং, খেলাধুলা আয়োজনে তাঁরা অত্যন্ত সক্রিয়। তাদের দুই জন হবিগঞ্জের ফুটবলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত'। রুবেলও তাদের অনুসরণ করছেন। রুবেলের নিবাস নবীগঞ্জ উপজেলা। সেই উপজেলায় সমরগাও নামে একটি ফুটবল একাডেমি গড়ে তুলেছেন। গ্রাম অঞ্চলের ৬০-৭০ জন শিশু-কিশোর এই একাডেমিতে ফুটবল শেখেন। বিনামূল্যেই খেলা শেখেন। শুধু বিনামূল্যেই নয় জার্সি, বুট, বলও সরবরাহ করে একাডেমি। রুবেল নিজের একাডেমি নিয়ে বলেন, 'আমরা একেবারে ফ্রিতে ফুটবল শেখাই। যাদের পরিবার একটু সামর্থ্যবান বা অগ্রহী সেই সকল তরুণরা বল, জার্সি দিতে পারলেও অনেকেই পারে না। আমরা তাদের সব কিছু সরবরাহ করি। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন যারা ক্রীড়ানুরাগী তারা সহযোগিতা করেন আবার আমরা নিজেরাও সরাসরি করে থাকি'।

হবিগঞ্জের ফুটবল নিয়ে অনেকদিন কাজ করছেন জসীম। জেলার হয়ে কাজ করাই যেন তাঁর আনন্দ, 'এই জেলার হয়ে অনেক খেলেছি। পরবর্তী প্রজন্ম যেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করতে পারে। সেই প্রচেষ্টাই সব সময় থাকে। সিলেট অঞ্চলের অনেকেই ঢাকামুখী হতে আগ্রহ হয় না। এজন্য আমাদের জেলার ফুটবলার ঢাকার শীর্ষ পর্যায়ে তুলনামূলক কম অন্য জেলার চেয়ে। সেই সংস্কৃতি বর্তমানে কিছুটা বদলেছে। ফুটবলের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ ও সামাজিক সম্মান দুটোই পাওয়া যাচ্ছে এতে তরুণরা ঢাকায় গিয়ে খেলার আগ্রহ বাড়ছে'।

হবিগঞ্জে ক্রিকেট সংস্কৃতিও বেশ দৃঢ়। জেলা শহরে মোট ৪০টি ক্লাব রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে ১৬টি আর তৃতীয় বিভাগে ৮টি ক্লাব রয়েছে। এই ক্লাবগুলোর মাধ্যমে অনেক ক্রিকেটার উঠে আসছে বলে জানান হবিগঞ্জের ক্রিকেট সংগঠক মঈন উদ্দিন তালুকদার সাচ্চু, 'এই ক্লাবগুলো থেকে অনেক ক্রিকেটার বিকেএসপিতে ভর্তি হচ্ছে। বিকেএসপির বাইরেও অন্য অনেক খেলোয়াড় বিভাগীয়, জাতীয় পর্যায়ে খেলেছে'।

হবিগঞ্জ জেলার

ক্রীড়াঙ্গনের তৃণমূলের নায়কেরা

মো. জোবায়ের হোসেন



জসিম

আশি-নব্বইয়ের দশকে জাতীয় ক্রিকেট দলে খেলা নেহাল হাসনাইন, পেসার নাজমুল হোসেনও হবিগঞ্জের। নাজমুল খেলা ছাড়ার পর কোচিংয়ে মনোনিবেশ করেছেন। বিসিবির সিলেট বিভাগীয় কোচ হিসেবে কাজ করছেন নাজমুল। সাচ্চুও বিসিবির বিভিন্ন কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত। জেলা ক্রীড়া সংস্থার বিভিন্ন পদে ছিলেন নানা সময়। অন্য অনেক জেলায় স্টেডিয়াম সংকট রয়েছে। সেই



সাচ্চু



রুবেল

সংকট খুব একটা নেই হবিগঞ্জে। সাচ্চু বলেন, 'আমাদের এখানে একটি পুরোনো আরেকটি নতুন স্টেডিয়াম রয়েছে। দুই স্টেডিয়ামে নানা খেলা আয়োজন হচ্ছে। স্টেডিয়ামের সংকট খুব একটা আমাদের নেই'।

নব্বইয়ের দশকের শেষ দিক থেকে হবিগঞ্জের ক্রিকেটে রয়েছে সাচ্চু। নিজেও একটি ক্রিকেট একাডেমি দিয়েছেন। তাঁর একাডেমিতে তরুণরা ক্রিকেট শিখছে। ক্রিকেট ব্যাববল খেলা হওয়ায় সম্পূর্ণ ফ্রিতে শেখাতে পারেন না। ন্যূনতম ব্যয়ই নেন প্রশিক্ষণার্থীর কাছ থেকে। অন্য জেলার মতো হবিগঞ্জেও খেলাধুলা আয়োজনে পৃষ্ঠপোষক সঙ্কট রয়েছে, 'সব কিছুই অর্থের উপর নির্ভরশীল। পৃষ্ঠপোষকতা সেভাবে না পাওয়ায় অনেক সময় অনেক আয়োজন সংক্ষিপ্ত করতে হয়, আবার কখনো করাও যায় না। এভাবে নানা সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়েই চলতে হয়। তারপরও আমরা দমে যাই না। প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে জেলার কাজ চলমান রাখার চেষ্টা করি' বলেন রুবেল ও সাচ্চু। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে এখন সবচেয়ে আলোচিত নাম ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলা ফুটবলার হামজা দেওয়ান চৌধুরি। হামজার পৈতৃক নিবাস হবিগঞ্জ। হামজা ইংল্যান্ডে বেড়ে উঠলেও হবিগঞ্জের পরিচয় অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। আগামী ২৫ মার্চ হামজার বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হওয়ার কথা। হামজা বাংলাদেশের জার্সিতে খেলে তিনিই হবেন বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদদের মধ্যে সবচেয়ে হাইপ্রোফাইল। তখন হবিগঞ্জও বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের মানচিত্রে বিশেষ অবস্থানে থাকবে।